হিন্দু-বীর।

ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

শনিবার ২৫ পৌষ ১৩২৬ সাল
মনোমোহন থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

বাকুলিয়া গ্রাম, জেলা হুগলি। মূল্য ১৲ এক টাকা
১৩২৬ মাঘীপূর্ণিমা

ভূমিকা।

—:০:—

আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ, সাহিত্যানুরাগী, প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের শিক্ষা ও স্নেহ আমার জয় পরাজয়ে সমভাবেই আমাকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিবে।

আমার শুভানুধ্যায়ী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয়ের সহানুভূতি আমার শুষ্ক প্রাণকেও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

অভিনয়কালীন গানগুলি সর্ব্বসাধারণের যদি রুচিকর হইয়া থাকে তবে তাহা সুপ্রসিদ্ধ কলাবিদ শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র পাল, সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সিতাংশুজ্যোতি মজুমদার (বকুবাবু) ও শ্রীযুক্ত সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়গণের সমবেত চেষ্টার ফলে।

সুপ্রসিদ্ধ গীতিনাট্যকার "পরদেশী" "পেয়ারে নজর" প্রণেতা আমার সুহৃদ শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বহুদিন লক্ষ্ণৌ প্রবাসের অভিজ্ঞতা স্বরূপ—তিনখানি হিন্দি গান আমায় উপহার দিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

আর সর্ব্বশেষে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের শেষ বয়সের নিত্য সহচর, সুকবি "চাঁদে চাঁদে" "ঝকমারী" "ওলোট-পালোট" প্রণেতা, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়—যিনি প্রত্যেক নাটকখানির অঙ্গসৌষ্ঠবে প্রাণপাত পরিশ্রম করেন ও তাঁহার গীতভাণ্ডার হইতে অকাতরে প্রত্যেক নাট্যকারকে গীত বিতরণ করেন—সেই অবিনাশ বাবুর গীত রচনা-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া এবার আমি তাঁহার ভাণ্ডার দ্বারে হাত পাতিয়াছিলাম। কাগজের এই দুর্ভিক্ষের দিনে তাঁহার দান সংখ্যার বিবরণ দিতে পারিলাম না—তবে পানিপথে "টাকা"

দেবলাদেবীতে "হে ভগবান্‌" ও "আমার বিবি" কেবল মাত্র এই তিনখানি বাছিয়া তাঁহার পরিচয় না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমারও এই নাটকে যতগুলি গান মধুর হইয়াছে—সকল গুলিই তাঁহার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহাকবি গিরিশচন্দ্রের জীবনীর বিস্তারিত দ্বিতীয় সংস্করণ লিখিতে যদিও তিনি বিশেষ ব্যস্ত আছেন—তথাপি আমার জন্য তিনি যে এই পরিশ্রম করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থকার।

১২।১ নং গঙ্গানারায়ণ দত্তের লেন,
পাথুরিয়াঘাটা, কলিকাতা।

———

উৎসর্গ।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের

করকমলে—

মহাশয়!

একদিন ত্রিভুবনের জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে অমৃত উঠেছিল। দেবতারা সকলেই সে সুধা ভাগ ক'রে পান ক'রেছিলেন। শুধু দেবতারা কেন—হজম ক'রতে না পারলেও দু-একজন দানবও লুকিয়ে সেই সুধা পান ক'রেছিল; কিন্তু আজ গরল উঠেছে—ত্রিভুবন ব'লছে আপনার আজ্ঞায় এ গরল উঠেছে—ত্রিভুবন সহ্য ক'রবে না। আপনার বিনাশ নেই—আপনি মৃত্যুঞ্জয়—এ বিষ তবে আপনিই পান করুন—নচেৎ সংসার যে জ্বলে যায়!

আপনার স্নেহের

সুরেন্দ্র।

নাট্যোল্লিখিত পাত্র-পাত্রীগণ।

পুরুষগণ।

সেলিমশা	... ...	পাঠান সম্রাট।
ফিরোজ	... ...	ঐ পুত্র
মুবারিজ	... ...	সেলিমের খুল্লতাত পুত্র। (পরে সম্রাট আদিলশা)
ইব্রাহিম সিকন্দর	}	মুবারিজের ভগ্নীপতিদ্বয়।
হিমু (হেমচন্দ্র)	... ...	জনৈক দোকানদার। (পরে আদিলশার মন্ত্রী)
দয়াল	... ...	হিমুর পিতা।
রাম	... ...	ঐ পিস্তুতো ভাই।
হুমায়ুন	... ...	মোগল সম্রাট।
আকবর	... ...	হুমায়ুনের পুত্র।
বাইরাম	... ...	হুমায়ুনের সেনাপতি।
তর্দীবেগ	... ...	ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ।
আহম্মদ	... ...	আদিলের সৈন্যাধ্যক্ষ।
মিনাখাঁ	... ...	সিকন্দরের অনুচর।

ভীলসর্দ্দার, মন্ত্রী, সভাসদগণ, ভীলগণ, সেপাইগণ, মোগল ও পাঠান সৈন্যগণ, ঘাতক, প্রহরীগণ, নাগরিকগণ, কর্ম্মচারীগণ; লোকদ্বয়, খোজা, সর্দ্দারগণ, দূতগণ, উদাসীন, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

খবিবেগম	... ...	সেলিমশার বেগম।
চাঁদ	... ...	মুবারিজের পত্নী।
মেহেরা	... ...	সিকন্দরের পত্নী।
হুলিয়া	... ...	মুবারিজের কন্যা।
আমিনা	... ...	ঐ রক্ষিতা।

হিন্দু-বীর।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—মুবারিজের প্রমোদ উদ্যান।

আমিনা ও মুবারিজ।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও গীত)

এসেছি ওগো এসেছি ওগো আবার আমরা এসেছি।
দেখেছি ওগো ভুলেছি ওগো আবার ভালবেসেছি॥
পুঞ্জিত ওগো সঞ্চিত ওগো স্পন্দিত মন প্রাণ,—
কুসুমিত ওগো বিগলিত ওগো ঝঙ্কৃত ওগো গান,
এনেছি ওগো এনেছি ওগো হৃদয় ভরিয়া এনেছি;
রূপের-উজানে হাসির তুফানে নাচিয়ে নাচিয়ে এসেছি।
এনেছি ওগো এনেছি ওগো সকলে ডাকিয়ে এনেছি;—
কুসুম গন্ধে কবির ছন্দে জাগায়ে দিতে এসেছি॥

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

মুবারিজ। মিলিয়ে গেল—মিলিয়ে গেল, বুকের ভেতর তরঙ্গ তু দিয়ে সুরতরঙ্গে মিলিয়ে গেল। আমিনা! আমিনা না তোকে এত ভালবাসি। বে কটা-

আমিনা। তুমি আমায় ভালবাস! কিন্তু তোমার সম্রাট,—যাঁর ভগ্নীপতি তুমি, সেই সম্রাট তাঁর ভগ্নীর কল্যাণ কামনায় আমায় লাঞ্ছিত ক'রে নির্ব্বাসিত ক'রেছে। আর তুমি যাকে ভালবাস,—তার অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে, চোরের মতন পালিয়ে এসে গোপনে আমায় ভালবাস্‌ছ,—চমৎকার ভালবাসা!
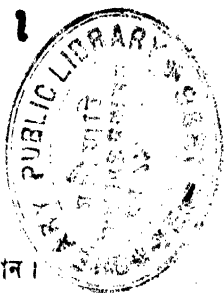
মুবারিজ। না আমিনা! আমি তোকে বড় ভালবাসি!

আমিনা। মুবারিজ! গণিকা ছিলুম, আজ তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাস্‌তে পেরেছি ব'লেই বল্‌ছি। মুবারিজ! তুমি কি পুরুষ নও,—পাঠান রাজবংশে কি তোমার জন্ম নয়? মানুষের মত বুক ফুলিয়ে কি দাঁড়াতে পারনা?

মুবারিজ। আমিনা! আমিনা!

আমিনা। না—না—এই জঘন্য বিলাসই যে তোমার দেহের স্ফূর্ত্তি, মনের স্ফূর্ত্তি, মস্তিষ্কের স্ফূর্ত্তি! সুরা, নর্ত্তকী আর আমিনাই যে তোমার রাজত্ব! ধিক্ তোমায়!

মুবারিজ। দাঁড়াও—দাঁড়াও—সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে—(একটু স্থির হইল)

(সিকন্দরের প্রবেশ)

আমিনা। এই যে, সিকন্দর মিঞা! বলি—ভালত? হঠাৎ অসময়ে—

সিকন্দর। সেলাম বিবিসাহেব! সেলাম! একটা খবর আছে মুবারিজ! সম্রাট মৃত্যু-শয্যায়; আমাদের মত, তুমি এ সিংহাসন গ্রহণ কর। আর তুমি শেরসার ভ্রাতুষ্পুত্র;—এ সিংহাসনে এখন তোমার অধিকার, কারণ সম্রাটের পুত্র একেবারে নাবালক।

মুবারিজ। সিকন্দর আমি প্রস্তুত।

আমিনা। না—সিকন্দর! উনি প্রস্তুত হ'লেও—আমি ওঁকে অপ্রস্তুত রাজ্যের বোঝা মাথায় নিয়ে শুষ্ক জীবন বইতে আমি ...খ যাই বলি, প্রাণে যাই হ'ক, আমরা চাই—এমনি

কর্‌ দিনগুলো কেটে যাক্; সিকন্দর! তুমি সিংহাসন গ্রহণ কর আর তুমি এঁর পর নও—ভগ্নীপতি।

সিকন্দর। আমি—আমি—

আমিনা। হাঁ, তুমি—সরল কথা; এ আমি তোমায় না ব'লূলেও পার্‌তুম।

সিকন্দর। আমি—আমি কি পার্‌ব?

মুবারিজ। হাঁ—হাঁ—যখন আমিনা ব'লূছে, তখন তুমিই গ্রহণ কর;—আমি পার্‌ব না।

আমিনা। বিলম্ব ক'রনা,—এই শুভমুহূর্ত্ত; আমরা তোমায় সাহায্য ক'র্‌ব,—প্রত্যেক লোক্‌কে তোমায় সাহায্য করতে বাধ্য ক'র্‌ব। যাও, দাঁড়িয়োনা—যাও! আমরা তোমার পেছু পেছু যাব।

সিকন্দর। আমি কি পার্‌ব? তাহ'লে—তোমরা যদি সাহায্য কর, অবশ্য পারব। তবে প্রস্তুত হই— [প্রস্থান।

মুবারিজ। তবে এমন কথা ব'লে মাথাটা ঘুলিয়ে দিয়েছিলে কেন?

(ইব্রাহিমের প্রবেশ)

আমিনা। এইযে ইব্রাহিম! ভালই হ'য়েছে—তোমাকেই খুঁজ্‌তে আমরা যাচ্ছিলুম। শোন,—বাদ্‌শা এখন মৃত্যুশয্যায়, তাঁর পুত্র ফিরোজ নাবালক; তুমি এ সিংহাসন গ্রহণ কর। তোমার কথা মনে পড়েনি,—তোমার মত উপযুক্ত ব্যক্তি নাই। (জনান্তিকে) স্থির হ'ও মুবারিজ!

ইব্রাহিম। সে কি! আমি যে এই কথা মুবারিজকে ব'লূতে এসেছি।

মুবারিজ। না ইব্রাহিম! তা হয়না, আমিনা ব'লূছে, আমি পারবনা।

ইব্রা। সেকি—তুমি পারবে না!

আমিনা। ইব্রাহিম! রাজ্য নিয়ে আমরা কি ক'র্‌ব ভাই? না ইব্রাহিম! আমাদের সুখের পথে কণ্টক হ'য়োনা। যে কটা-

দিন আছে, হেসে খেলে যেতে দাও। ইব্রাহিম! তুমি বাদশা হও। তুমি মানুষের মত মানুষ. তুমি সিংহাসন গ্রহণ কর। আর তুমি এঁর পর নও—ভগ্নীপতি।

ইব্রা। সেকি আমি পারি—'

আমিনা। আমরা সাহায্য ক'র্‌ব, অর্থ দেব, সামর্থ্য দেব; বাদশা হও।

মুবা। হাঁ ইব্রাহিম! আমিনা যখন ব'লছে, তখন তুমি পারবে।

ইব্রাহিম! আমি রাজ্য চাই না, স্ফূর্ত্তি চাই,—আমিনাকে চাই।

আমিনা। ইব্রাহিম! এমন করে দাঁড়িয়ে থেকনা, বিলম্বে সব পণ্ড হ'য়ে যাবে; তুমি ঘোড়া ছুটিয়ে দাও, আমরা তোমার পেছু পেছু ছুটি। একটা কথা, যতক্ষণ কৃতকার্য্য না হও, ততক্ষণ কাউকে বলনা। আর বাদশা হ'য়ে আমাদের এ সুখটুকু নষ্ট ক'রে দিয়োনা।

ইব্রা। সেলাম—সেলাম! আপনার অনুরোধ আমি না রেখে থাকতে পারছি না। তবে আসি— [প্রস্থান।

মুবা। এমন কুসুমের মত কোমল প্রাণটাকে পাথরের মত শক্ত ক'রে কেমন ক'রে দাঁড়িয়েছিলি আমিনা! আমায় এমন ক'রে পাগল ক'রে দিতে বসেছিলি কেন? সিকন্দর রাজা হ'ক, ইব্রাহিম রাজা হ'ক, - মুবারিজের কিসের ক্ষতি;—কেমন আমিনা?

আমিনা। তা' বৈকি—কিসের ক্ষতি, মূর্খ মুবারিজ! আমি তাদের বাদশা হ'তে ব'লেছি, না—আমি তাদের ক্ষেপিয়ে দিয়েছি; দু' দু'খানা জীর্ণ অস্ত্র ভাল ক'রে সান দিয়ে নিয়েছি; তা'দের জন্য না —তোমার জন্য। ঐ দু'খানা অস্ত্র তোমায় দৃঢ় হস্তে ধ'রে অগ্রসর হ'তে হবে—মুবারিজ, তোমায় রাজা হ'তে হবে।

মুবা। এঃ—আবার যে সব ঘুলিয়ে দিলে!

আমিনা। এমন জীবনত পশুতেও বহন করে। মানুষ হয়ে জন্মেছ, মনুষ্যত্ব কই—নাম কই—কীর্ত্তি কই? তুমি মাথা উঁচু ক'রে

দাঁড়াবে, লক্ষ লোক মাথা নীচু ক'রে তোমার মাথাটা আরও উঁচু ক'রে যদি না দেয়, তবে সে মাথা নিয়ে বেঁচে থেকে লাভ কি?

মুবা। ঠিক ব'লেছ। কিন্তু তাহ'লে কিরোজকে আগে হত্যা করতে হয়।

আমিনা। নিশ্চয়। আর তুমি মনে করছ, তুমি তাকে হত্যা না ক'রলে—সে বেঁচে থাকবে? তাকে মন্ত্রী হত্যা করবে; সেনাপতি হত্যা করবে। টুকরো টুকরো ক'রে কেটে রেখে, তারা পাঠান সাম্রাজ্যখানা লুট ক'রে নেবে। তার চেয়ে প্রয়োজন হয়—একজনকে হত্যা ক'রে, লক্ষজনকে রক্ষা কর, একটা শিশুকে বলিদান দিয়ে—পাঠান সাম্রাজ্য রক্ষা কর।

মুবা। ঠিক বলেছ। মনুষ্যত্ব কই—নাম কই—কীর্ত্তি কই—উঁচু মাথা কই—আমিনা? কোন্‌খায়! ঘোড়া তৈরী কর। আমিনা! আমি চল্লুম; কিন্তু তোমার প্রতিদান?

আমিনা। তোমার প্রাণ—আমি তা আগেই পেয়েছি।

মুবা। উত্তম! [প্রস্থান।

আমিনা। সেলিমশা! মরে বোধ হয় বেঁচে যাচ্ছ! আর চাঁদ! মুবারিজ তোমার নয়, মুবারিজ আমার। গণিকা ব'লে একদিন তুচ্ছ ক'রেছিলে; রাজত্বের প্রথম দিনে তোমায় হত্যা ক'রব।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হিমুর—দোকান ঘর।

হিমু পার্শী পুস্তক পাঠে নিযুক্ত, হিমুর পিতা দয়াল—পাট কাটিতেছিল।

হিমু। তোমার কেবল বাবা, ওই এক কথা। কেন, নীচু ঘরে জন্মেছি ব'লে চিরকালই কি আমাদের এমনি দিন যাবে?

দয়াল। যাবে কি,—গেল যে! মনে নেই হিমু! জাতির উৎপীড়নে,—প্রতিবেশীর হতশ্রদ্ধায়, দেশের উপেক্ষায় যে গরিবাণীর হাত ধ'রে দেশ ছেড়ে, এতদূর পালিয়ে এলুম, কই—সে গরিবাণীত গেলনা। কিন্তু তুই যখন তখন আলেপ্‌ বে পে তে ক'র্‌ছিস্‌ কেন বল দেখি? হিন্দুর ঘরে জন্মে, রাতদিন পার্শী বই নিয়ে কেন?

হিমু। পাঠান সম্রাট সেলিমশার কথা মনে নেই? ছদ্মবেশে নগর পরিদর্শনে বেরিয়ে, সম্রাট বিপথে গিয়ে, দস্যুর হাতে পড়েন; আমি তাঁকে রক্ষা ক'রেছিলুম, মনে নেই?

দয়াল। খুব আছে। জান্‌লে বোধ হয় তোকে মন্ত্রী ক'রে দিত।

(ইব্রাহিম, সিকন্দর ও মুবারিজের প্রবেশ)

সিক। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায় ইব্রাহিম!

ইব্রা। যা ব'লেছ, একটু বিশ্রাম না ক'রে আর ছুটতে পারছি না।

মুবা। বেশ ত, একটু বিশ্রাম ক'রে নেওয়া যাক্‌ না। এই ত দোকান একটা, দু'ট লোকও রয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে কি করা যাবে, তাও একটা ঠিক ক'রে নেওয়া যা'ক্‌।

ইব্রা। ঠিক্‌ ব'লেছ—ঠিক্‌ ব'লেছ।

মুবা। ওহে, একটু আমাদের জল দিতে পার?

হিমু। আসুন—আসুন! বাবা! তুমি শিগ্‌গির জল নিয়ে এস। আমি এঁদের বাতাস করি।

সিক। বেশ বেশ! কর—হাওয়া কর। কিছু দেওয়া যাবে এখন

হিমু। ওকি কথা ব'ল্‌ছেন! দেখ্‌ছি, আপনারা বিশেষ ক্লান্ত।

ইব্রা। আচ্ছা, সম্রাট সেলিমশার অবস্থা এত শীঘ্র খারাপ—

মুবা। চুপ! (হিমুর প্রতি) ওহে! তুমি একটু বিশ্রাম করগে! না না, আর প্রয়োজন নেই। তুমি যাও, আমরা— [হিমুর প্রস্থান।

সিকু। আচ্ছা, সম্রাটের পুত্র ফিরোজশার দশা?

যুবা। ফিরোজশার দশা? সে আমার ভাগিনেয়; বলত ইব্রাহিম! তার দশা কি হবে?

ইব্রা। কি আর হবে। হয় ছুরী মেরে শেষ ক'র্‌তে হবে, না হয় বিষ খাইয়ে—আর এক রাজত্বে পাঠিয়ে দিতে হবে।

যুবা। শুধু তাই নয়; সিংহাসনের সুমুখে যে এসে দাঁড়াবে, তাকে তখনি যেমন ক'রে হ'ক হত্যা ক'র্‌তে হবে।

ইব্রা। অর্থের কাছে সব গোলাম। দেখ, গিয়েই রাজকোষ—দখল ক'র্‌তে হবে।

(জল লইয়া দয়ালের ও হিমুর প্রবেশ)

আপনাদের জন্য জল এসেছে!

দাও—দাও—(সকলে পান)

সকলে। আঃ—!

হিমু। (স্বগত) কিন্তু এরা এক ভয়ানক ষড়্‌যন্ত্র আঁট্‌ছে। সেলিমশার কথা ব'ল্‌ছে, ফিরোজশার কথা ব'ল্‌ছে, রাজকোষ ... ক'র্‌বে ব'ল্‌ছে।

সিক। প্রাণ বাঁচিয়েছ, নাও ধর, যৎকিঞ্চিৎ—

হিমু। যৎকিঞ্চিৎ! কেন, আপনাদের বাতাস ক'রেছি ব'লে, একটু জল দিয়েছি ব'লে? মিঞা সাহেব! আমায় পয়সা নিতে হবে, এককোঁটা তেষ্টার জলের জন্যে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! না মিঞাসাহেব! অমন পয়সা রাখ্‌তে আমাদের একটুও জায়গা নেই।

সিক। বড় স্পর্দ্ধা দেখ্‌ছি যে! জান, আমরা কে?

হিমু। রাগ ক'র্বেন না মিঞাসাহেব! পুরস্কারের বিনিময়ে, ভিক্ষুকের একটী কথার উত্তর দেবেন? আপনারা কি সম্রাট সেলিমশার কথা ব'ল্‌ছিলেন?

সিক। তুমি ত বাবা, দোকানদার - রাজা রাজড়ার খোঁজে তোমার কি হবে ?

হিমু। বোধ হ'চ্ছে, তাঁর বিরুদ্ধে আপনারা ষড়্‌যন্ত্র ক'রছেন।

ইব্রা। চুপ্‌ কর্‌ হারামজাদ! দেখ্‌ছিস্‌—তলোয়ার—!

দয়াল। হিমু! করিস্‌ কি—!

ইব্রাহিম ও সিকন্দর } বেয়াদব—বেয়াদব—!

হিমু। খবরদার! রাজদ্রোহী তোমরা, বিশ্বাসঘাতক তোমরা। বাদশা মৃত্যুশয্যায়,—তোমরা তাঁর শুশ্রূষা কর্‌বার অবসর পাওনি,—তাঁর মুক্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে একটীবারও প্রার্থনা ক'র্‌তে পারনি ; ঘোঁড়া ছুটিয়ে চ'লেছ, তাঁর পুত্রকে হত্যা ক'র্‌তে,—তাঁর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ক'র্‌তে।

যুবা। সিকন্দর! লোকটা সাহসী বটে!

সিক। চোপরাও কুক্কুর! (তরবারি লইয়া অগ্রসর হওন)

যুবা। না, জল দিয়েছে—মেরনা।

ইব্রা। জিব কেটে দাও, এ বেটা নিশ্চয় গোয়েন্দা!

সিক। ঠিক্‌ ব'লেছ, তাই দাও। (সকলে অগ্রসর হইল) ধর্‌ ধর্‌—!

হিমু। বটে, জিব কেটে দেবে? তবে রে কুক্কুরের দল—!

(দ্রুত দোকান ঘরে প্রবেশ করিয়া একভীষণ খড়্গ লইয়া বাহির)

দাঁড়া, আজ তোদের মুণ্ডগুলো কেটে, কালী পূজা ক'র্‌বো। আজ রাজদ্রোহীদের বলিদান দিয়ে, আমার রাজার সিংহাসন নিষ্কণ্টক ক'র্‌ব। (খড়্গ হস্তে অগ্রসর হইলেন)।

(দয়াল দ্রুত যাইয়া মাঝখানে দাঁড়াইলেন ও খড়্গ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া সকলে আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন)

দয়াল। ক'র্‌লি কি হিমু! সরকারের লোক্‌কে অপমান ক'র্‌লি!

হিমু। ক'রব না! সরকারের লোক হ'য়ে তারা সরকারের সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে যাচ্ছে, প্রজা হয়ে রাজার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে চ'লেছে; বড় আপশোষ হ'চ্ছে, তা'দের মাথাগুলো কেটে বাদশার কাছে পাঠাতে পারলুম না।

দয়াল। না, এম্‌নি ক'রে তুই কোন্ দিন মারা যাবি। [প্রস্থান।

হিমু। যাই যাব। তা' ব'লে ওরা বলে গেল ব'লে চিরকাল দোকান-দারী ক'র্‌তে পার্‌ব না—মরে বেঁচে থাক্‌তে পার্‌ব না।

নেপথ্যে। এটা কি হিমু বাকালের বাড়ী?

(দশ বারজন সেপাইয়ের প্রবেশ)

হিমু। কাকে চাও তোমরা?

১ম সে। আমরা হিমুকে চাই। এই বাড়ী নয়?

হিমু। হাঁ, এই বাড়ী। আমিই হিমু।

১ম সে। সম্রাট সেলিমশার হুকুম, এখনি গোয়ালিয়রে সম্রাটের কাছে হাজির হ'তে হবে।

হিমু। সম্রাটের হুকুম? বুঝেছি—তোরা এই কুকুরগুলোর সঙ্গী! (যাইতে যাইতে) যাই না, একবার ঘুরেই আসিনা; হয় ম'রব। না হয় বাঁচব।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পুষ্পোদ্যান।

পাঠান সম্রাট-সেলিমশার পুত্র ফিরোজ ও মুবারিজের কন্যা দুলিয়া দু'জনের হাত ধরাধরি করিয়া প্রবেশ ও গীত।

(গীত)

দুলিয়া। ঘোম্‌টা খুলে মুখটী তুলে, দেখ ফুল হাস্‌ছে কেমন।
ফিরোজ। এমন বাহার আছে কাহার, আধ ফোটা ফুল তুমি যেমন॥
দুলিয়া। লালি আভা ছড়িয়ে কিবা, হেসে দুলে গুল্।
ফিরোজ। মনহরা লাল অধর তোমার, নাইক সমতুল॥
দুলিয়া। ফুটফুটে বেলা মল্লিকা যুঁথি, বিলায় গন্ধ মিঠে।
ফিরোজ। তোমার ফুল্ল মুখের হাস্য টুকু নেবে ব'লে লুটে॥
দুলিয়া। হর রাঙ্গা চিড়িয়া নানা বোলে কেমন ডালে।
ফিরোজ। (এসেছে) দেশান্তরে, আশা ক'রে, তোমার সুর সাধ্‌বে ব'লে॥
দুলিয়া। ঝুর্ ঝুর্ বইছে বাতাস মন প্রাণ হরে।
ফিরোজ। তোমার অঙ্গ ছুঁয়ে ধন্য হবে তাই ব্যজন করে॥
দুলিয়া। যাও যাও তুমি দুষ্ট বড় জানই কত রঙ্গ।
ফিরোজ। তুমিত শান্ত শিষ্ট, সদাই মিষ্ট মানটী কর ভঙ্গ॥

(মুবারিজের প্রবেশ)

মুবা। (স্বগত) এই যে, ফিরোজ এইখানেই আছে। ওধারে সম্রাটের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। সকলে তাঁকেই নিয়েই ব্যস্ত আছে; ফিরোজকে সরাতে এই সুযোগ। (প্রকাশ্যে) এই নে, দুলিয়া! তোদের জন্য কেমন খাবার এনেছি দেখ্ (দুলিয়াকে প্রদান) এই নাও ফিরোজ (ফিরোজকে প্রদান)

দুলিয়া। না ফিরোজ। তুমি খাও। আমি মেয়ে মানুষ, আমাকে একটু কম খেতে হয়, কেমন বাবা?

মুরা। সোনা মেয়ে! যাওত মা; ফিরোজের জন্যে ভাল জল নিয়ে এসত। (ছুলিয়ার প্রস্থান) খাও, ফিরোজ! খাও!—

ফিরো। ছুলিয়াকে একটু ভেঙ্গে দিলেনা, মামা!

মুরা। তুমি বড় দুষ্ট হ'য়েছ ফিরোজ! কথা শুন্‌বে না? নাও, খেয়ে ফেল।

(ফিরোজ আহার করিতে গেল, এমন সময়ে চাঁদ ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল ও খাবার কাড়িয়া লইল)

চাঁদ। এ তোমার খাবার সময় নয় ফিরোজ! তোমার বাবা তোমাকে ডাক্‌ছেন, শীঘ্র যাও! খাবার আমার কাছে থাক্ এসে খেও।

[ফিরোজ ও চাঁদের প্রস্থান।

মুবা। তা'হলে কি জান্‌তে পেরেছে, আমাদের সমস্ত—এঁ্যা! তাহ'লে— (ছুলিয়ার জল লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

ছুলিয়া। ফিরোজ কই বাবা?

মুবা। যা যা,—তোর দেরী দেখে—সে চ'লে গিয়েছে।

ছুলিয়া। চ'লে গেল কেন? আমিত দেরী করিনি— [প্রস্থান।

মুবা। এঃ,—সমস্ত পণ্ড ক'র্‌লে! এখন কি উপায় করি?

(চাঁদের পুনঃ প্রবেশ)

চাঁদ। শুন্‌বে কি উপায়? এস, তুমি আধখানা, আর আমি আধখানা; বড় ভাল খাবার! তুমি, আর তোমার মত দু'জন শয়তানে ব'সে, হাতে ক'রে বিষের রসে পাক্ ক'রেছো, জনমের মত এক্ ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালকের উদর পূর্ণ ক'রে দিতে।

মুবা। দূর হ—দূর হ—কে তোকে এখানে আস্‌তে ব'ল্‌লে?

চাঁদ। বুঝি ঈশ্বর! মৃত্যুর মুখ হ'তে ফিরোজকে রক্ষা করতে খোদা আমায় পাঠিয়েছেন। ছিঃ! রাজা হবার এমন সাধ! শিশু হত্যা ক'রে! পাঠান সম্রাট শেরশার যে পবিত্র নামে স্বর্গের দুন্দুভি

বেজে ওঠে, সেই পবিত্র বংশের পুণ্য স্মৃতিকে, হৃদয়ের রক্তে পুষ্ট না ক'রে, ভুজঙ্গের মত দংশন ক'র্‌তে চ'লেছ ?

মুবা। চ'লেছি, পার—সহায় হও। সহধর্ম্মিনী তুমি, স্বামীর সহায়তা কর। চাঁদ! এস, গুপ্তঘাতকের মত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অগ্রসর হতে হবে।

চাঁদ। না না, তোমার বাঁচা উচিত নয়,—তোমার বাঁচা হবে না। এস, তুমি অর্দ্ধেক, আর অর্দ্ধাঙ্গিনী আমি, আমি অর্দ্ধেক। নাও তোমার বাঁচা উচিত নয়,—তোমার বাঁচা হবেনা।

মুবা। মুবারিজের মরা বাঁচা নারীর অনুকম্পার উপর নির্ভর করেনা। আবার বল্‌ছি, সহায় হও; না পার, মুবারিজের চক্ষুর অন্তরাল হও।

চাঁদ। সহায় হব সাধ যদি, পাঠানের হিতকল্পে সাধনা কর, স্বামি! আমি নিষ্ঠার মত প্রতিপদবিক্ষেপে তোমার চরণতলে লুটিয়ে থাকি—রাজার মাথার মুকুটের চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ তোমার মাথায় ঝরে পড়ুক। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতায় যদি শূর বংশে কলঙ্ক লেপন ক'র্‌তে চাও, ঘাতকের মত শেরশার বংশ লোপ ক'র্‌তে চাও, তাহ'লে শেরশার মেয়ে আমি-অভিমানে তোমার বিপক্ষে দাঁড়াতে কুণ্ঠিত হবনা।

মুবা। তার পুরস্কার—এই পদাঘাত—(পদাঘাত করিয়া প্রস্থান)

চাঁদ। পদাঘাত! খোদা! এমন সহস্র পদাঘাতের বিনিময়ে একটী বিকৃত মস্তকে এক বিন্দু করুণা দিতে পারনা?—না, মরব, এই বিষ খেয়ে মরব। কিন্তু তাহ'লে—না না, ম'র্‌তেত পার্‌ব না, এমন দুর্দ্দান্ত উচ্ছৃঙ্খল স্বামীকে রেখে যেতে পার্‌ব না। না আমায় বাঁচ্‌তে হবে,—আমার রাক্ষস্‌ স্বামীকে দেবতা ক'র্‌তে হবে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মৃত্যুশয্যায় পাঠান সম্রাট সেলিমশা। পার্শ্বে বিবিবেগম ও ফিরোজ।

সেলিম। বড় কষ্ট হ'চ্ছে—না—এ মৃত্যু যন্ত্রণা নয় বিবি। এ চিন্তা—চিন্তা—ফিরোজকে কে দেখ্‌বে? ফিরোজ কি ক'রে বাঁচবে! ফিরোজ! কাছে এস বাবা!

বিবি। একটু ওষুধ খাবেনা! একটু খাও।

সেলিম। না, আর ওষুধে কাজ নেই। কে আছ, সকলকে আস্‌তে বলো। (মুবারিজ, সিকন্দর ও ইব্রাহিমের প্রবেশ) এস ভাই সব, যাবার সময় হ'য়েছে—আমায় বিদায় দিয়ে যাও।

মুবারিজ। ওকি কথা ব'ল্‌ছেন জনাব!

সেলিম। আর জনাব ব'লনা মুবারিজ! ভাই বল। ভাই মুবারিজ! তোমার ভগ্নী রইল, তোমার ফিরোজ রইল। ভাই সিকন্দর! ভাই ইব্রাহিম! তোমরাও আমার পর নও; ফিরোজকে দেখো। কেবল একটী কাজ অসম্পূর্ণ রইল; একজন হিন্দুকে আমি আশ্বাস দিয়েছিলুম—হিমু তার নাম।

(একজন কর্ম্মচারীর প্রবেশ)

কর্ম্মচারী। হিমুকে নিয়ে সেপাইরা ফিরেছে।

সেলিম। ফিরেছে? নিয়ে এস—নিয়ে এস; প্রতিশ্রুতি রক্ষা ক'র্‌তে পারব। [কর্ম্মচারীর প্রস্থান।

(হিমুর প্রবেশ)

(মুবারিজ, ইব্রাহিম, সিকন্দর সকলে সশঙ্কিত হইলেন)

এসেছ—আমার প্রাণদাতা, এসেছ—?

হিমু। (স্বগত) একি! এখানেও যে সেই শয়তানেরা! (প্রকাশ্যে) জনাব! একি দেখ্‌তে এলুম!

সেলিম। চিন্‌তে পেরেছ হিমু? কিছু মনে ক'রনা। এতদিন ভুলে ছিলুম ব'লে, বেইমান ব'লে আমাকে কটূক্তি ক'রনা। এই নাও, তুমি আমার প্রাণ দিয়েছিলে, আমি যৎকিঞ্চিৎ পাথেয়স্বরূপ তোমায় প্রদান ক'রূছি।

হিমু। পায়ে হেঁটে এসেছি, পায়ে হেঁটে ফির্‌তে ত পারতুম জনাব!

সেলিম। সময় বড় কম্—আমায় অসুখী ক'রনা—ধর! (হিমুর গ্রহণ) হিমু! আর একটী অনুরোধ, তোমাকে আমি আজ হ'তে বাজারসরকারের পদে নিযুক্ত ক'রে গেলুম।

হিমু। বিনিময়ে আমি কি দেব জনাব!

সেলিম। আমার আত্মার সদ্গতির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর।

হিমু। (স্বগত) সদ্গতি! সদ্গতি! হিমু! এইবার এই শয়তান-গুলোর পায়ে ধ'রে চাক্‌রী বজায় রেখে বড়লোক হবে—না, তুচ্ছ চাকরীকে পায়ের তলায় দ'লে, এই শয়তানগুলোর ষড়যন্ত্র প্রকাশ ক'রে দিয়ে, পাঠানের সদ্গতি ক'র্‌বে? ভাব—ভাব—বাজার-সরকারের পদ—বড়লোক হবে—রাজা হ'য়ে যাবে—ভাব—ভাব! (প্রকাশ্যে) হ'য়েছে। বিনিময়ে দেবার আছে জনাব! হয়ত অশান্তিতে আপনার বুক জ্বলে যাবে, হয়ত ঈশ্বরের নাম ক'র্‌তে ভুলে যাবেন; তথাপি আমায় ব'ল্‌তে হবে, কর্ত্তব্য আমার। আর সুযোগ পাবনা। শয়তান! জনাব! এই সব শয়তানের দল আপনার সম্মুখে। কে আছ পাঠানের নিমকহালাল ভৃত্য, রক্ষা কর,—মহাত্মা শেরসার সিংহাসন রক্ষা কর। সাজাদাকে রক্ষা কর। জনাব! সেলাম, চাকরী আমার সহ্য হ'লনা। [প্রস্থান।

মুবারিজ। বন্দী কর—কমবক্তকে বন্দী কর—হুকুম জনাব!

সেলিম। কি বল্লে? না—না—কিছুনা। মুবারিজ, ভাই! তোমার ভাগিনেয়কে রক্ষা কর—আমি যাই। (মৃত্যু)

ফিরোজ। বাবা—বাবা—!

বিবি। ফিরোজ—ফিরোজ!

ইব্রাহিম। সম্রাজ্ঞী! বৃথা সন্দেহে প্রাণের অশান্তি আরও গুরুতর ক'র্‌বেন না। এই শবদেহ স্পর্শ ক'রে শপথ ক'র্‌ছি, আমরা ফিরোজের হিতাকাঙ্ক্ষী।

বিবি। খোদা তোমাদের মঙ্গল করুন।

পঞ্চম দৃশ্য।

হিমুর বাটী।

রাম ও দয়াল।

দয়াল। রাম! রাম! এলনা—এখনো এলনা? কি হবে, কি ক'রে কোথায় যাব? আর পারছিনা—আর সহ্য ক'র্‌তে পারছিনা।

রাম। মামা! আর একবার দেখি। ভয় কি? তুমি স্থির হও। আমার দাদাকে কেউ ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বে না। এই আমি চল্লুম; তুমি একটু স্থির হও, আমি দাদাকে নিয়ে এবার ফিরে আসব। [প্রস্থান।

দয়াল। উঃ! মা কালী, কি ক'র্‌লি! আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলি? স্বস্তির জন্য দেশ ছেড়ে পালিয়ে এলুম, একটু স্বস্তি দিলিনা?

(হিমুর প্রবেশ)

হিমু। বাবা—বাবা! আমি এসেছি।

দয়াল। এঁ্যা—হিমু—হিমু! বাবা—বাবা— (আলিঙ্গন)

হিমু। বাবা—বাবা!

দয়াল। তোকে কেন ধ'রে নিয়ে গেছ্‌লো হিমু?

হিমু। পুরোণো কথা বাদ্‌শা ভোলেনি বাবা! মরবার সময় আমার

নাম মনে পড়ে, তাই তাড়াতাড়ি আমাকে সেপাই দিয়ে ডাক্‌তে পাঠিয়েছিলেন।

দয়াল। মর্‌বার সময় কি বলছিস্ হিমু?

হিমু। মৃত্যুশয্যায় বাদশাকে দেখে এসেছি বাবা! এতক্ষণে বাদশা স্বর্গে চ'লে গেছেন। এই নাও বাবা! বাদশার দান, সব সোণার। আর একটী জিনিস বাদশা আমাকে দিয়েছিলেন, দোকানদারের বরাতে তা' সহ্য হ'লনা।

দয়াল। সে আবার কি জিনিস হিমু?

হিমু। বাদশার বাজারসরকারের পদ।

দয়াল। বাজারসরকারের পদ! সহ্য হ'লনা কেন? হা বরাতরে!

হিমু। বাদশার শয্যাপার্শ্বে আমায় যখন নিয়ে গেল, সেই তিন শয়তান সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখ্‌লুম। আমায় দেখে যেন তারা চম্‌কে উঠ্‌ল! আমিও মনে ক'র্‌লুম, বুঝি আমার বিচার হবে; কিন্তু সব উল্‌টে গেল, সেই অতীতের কথা স্মরণ ক'রে, বাদশা আমায় স্বর্ণমুদ্রা দিলেন,—বাজারসরকারের পদে আমায় নিযুক্ত ক'র্‌লেন। কৃতজ্ঞতায় প্রাণ ভ'রে গেল, সেই শয়তানদের ষড়যন্ত্রের কথা না ব'লে থাক্‌তে পার্‌লুম না। অমনি সঙ্গে সঙ্গে সেই তিন শয়তান "কম্‌বক্তকে বন্দী কর—বন্দী কর" ব'লে চেঁচিয়ে উঠে, বাদশার হুকুম চাইলে, বাদশা হাত নেড়ে বারণ ক'র্‌লেন। কিন্তু আমি আর সেখানে এক তিল দাঁড়ালেম না। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালিয়ে এলুম। তারা কিন্তু ছাড়্‌বে না বাবা!

দয়াল। এঁ্যা! এঁ্যা! এমন মূর্খ তুই, এসব কথা ব'ল্‌তে গেলি কেন? তাদের পায়ে ধ'রে মাপ চাইলিনি কেন? ছিঃ! ছিঃ! বুদ্ধির দোষে এত বড় একটা রোজগারের চাকরী পায়ে ঠেলে এলি?

হিমু। কি ব'লছ বাবা! একটা ভাবী বিপদের কথা। তাঁদের জানিয়ে এলুম; যদি তাঁরা সতর্ক হন, একটা জীবন তাঁরা রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বেন। তুচ্ছ চাকরীর জন্য মানুষ মার্‌ব বাবা!

দয়াল। ঠিক্ ক'রেছিস্ হিমু। আমি বুঝতে পারিনি,—তুই চমৎকার ক'রেছিস, এতটা লোভ বুঝি মানুষে ছাড়তে পারে না। বাবা! আমি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ছি, তুই বড় হবি, আর তোকে দোকানদারী বেশীদিন কর্‌তে হবে না।

নেপথ্যে। বাকাল ঘোরে আছিস্—বাকাল ঘোরে আছিস্?

হিমু। হাঁ—হাঁ—। (ভীল সর্দ্দারের প্রবেশ)

ভীল। একশো সিপাই এই ধারে ছুটে আসছেক্। তুই বলে এলি, আমার পরাণ খারাপ হ'য়ে ওইধারে তাকিয়ে রইল। ঠিক্ হ'ল— তোকেই ধ'র্ত্তে ছুটে আসছেক্; বোল্ কি ক'র্‌বেক?

হিমু। দেখ্‌লে বাবা, দেখ্‌লে! তারা ছাড়লে না!

ভীল। পঁচাশঠো ভীল্‌কে সাজিয়ে নিয়ে এসেছি, তারা পাঁচশ সেপাই হটাবেক্। বোল তবে লাগি!

দয়াল। যেমন ক'রে হ'ক্ রক্ষা কর সর্দ্দার।

হিমু। না সর্দ্দার! যুদ্ধে কাজনেই। তুমি এক কাজ কর, তোমার পঞ্চাশজন ভীল্‌কে খিড়্‌কী দিয়ে নিয়ে এস। আমাদের জিনিস পত্র যা কিছু আছে, সব তোমাদের ডেরায় নিয়ে চল; তারপর দিন কতক পরে ফিরে আসা যাবে। সর্দ্দার! এ যুদ্ধ এখন নয়, প্রয়োজন হয়, বাদশাকে রক্ষা কর্‌তে যুদ্ধ দিতে হবে। হীন দোকানদারের প্রাণ রক্ষা ক'র্‌তে অনর্থক কতকগুলো প্রাণনষ্ট ক'রে কি লাভ হবে সর্দ্দার? চল, পালাই চল। [ভীলদের প্রস্থান।

[সকলের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

গোয়ালিয়ার প্রাসাদ।

দরবারের বেশে ফিরোজ দর্পণে মুখ দেখিতেছে ও
মাথায় মুকুট ঠিক করিয়া বসাইতেছে। পার্শ্বে
ছুলিয়া তাহা দেখিতেছিল।

ফিরোজ। এইবার হয়েছে, কেমন!

ছুলিয়া। না—না—তুমি ঠিক পারছ না,—দাঁড়াও আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি,—দেখ্‌বে খাসা মানাবে! (মুকুট পরাইয়া দিল) কেমন দেখদেখি এইবার।

ফিরোজ। ঠিক হ'য়েছে। আগেকার চেয়ে মানিয়েচে ছুলিয়া!

ছুলিয়া। আচ্ছা, ফিরোজ! বুড়ো বুড়ো লোক তোমায় কি ক'রে সেলাম করে?

ফিরোজ। তারা কি আমায় সেলাম করে ছুলিয়া? তারা সেলাম করে, পিতামহের পবিত্র আত্মার উদ্দেশ্যে, তারা সেলাম করে, খোদার করুণার দ্বারে। আর তারা ত তোমার মত দুষ্ট নয় ছুলিয়া, যে, আমায়—বাদশা ব'লে না ডেকে ফিরোজ ব'লে ডাক্‌বে।

ছুলিয়া। রাগ ক'রনা বাদশা! আমার সেলাম গ্রহণ কর!

ফিরোজ। একটা শুভ সংবাদ শুনেছ!

ছুলিয়া। কি সংবাদ বাদশা?

ফিরোজ। না ছুলিয়া! তুমি আমাকে বাদশা ব'ল না, ফিরোজ ব'ল।

ছুলি। না আমি বাদশা ব'লব। শুধু বাদশা ব'লব? বাদশা ব'লব, হজুরালি ব'লব, সান্‌শা ব'লব, জাঁহাপনা ব'লব।

(গীত)

বন্দেগি বন্দেগি জাঁহাপনা।
জাঁহাপনা জাঁহাপনা জাঁহাপনা ॥
দিন দুনিয়ার মালিক, সাহানশা কালিক,
বহুত বহুত লহ সেলাম খাজানা।
সূর্য্য প্রতিহারী, চন্দ্রমশালধারী,
বাদশা নন্দন হে জগবন্দন '—
পবন উড়ায় জয় নিশানা।
সুলতান পাতশা, হুজুরালি বাদশা,
গরীব বাঁদীকো লহ নজরানা ॥

ফিরোজ। তবে আমি এই রাগ ক'রে চল্লুম।

দুলিয়া। না—না—শোন ফিরোজ! বল কি শুভ সংবাদ?

ফিরোজ। আমার শীগ্‌গির যে বিয়ে।

দুলিয়া। তাই নাকি? কই আমায় ত কিছু বলনি? তা' বেশত কবে—কোথায়?

ফিরোজ। এই শীগ্‌গির—খুব কাছে।

দুলিয়া। তা হ'লে তোমার হবু বউটীকে বোধ হয় দেখে এসেছ?

ফিরোজ। বোধহয় কি! নিশ্চয় দেখে এসেছি। দেখতে খুব অনেকটা তোমার মত।

দুলিয়া। আমার মত! তবে ছাই বউ হবে। তোমার পছন্দ হবে না।

ফিরোজ। না দুলিয়া আমার পছন্দ হ'য়েছে।

দুলিয়া। তাহ'লে তোমার ছাই পছন্দ! আচ্ছা ফিরোজ! আমার মত কাল বউকে তুমি ভাল বাস্‌বে?

ফিরোজ। খুব ভালবাসব—আরও খুব ভালবাসব—তার চেয়েও খুব ভালবাস্‌ব।

ডুলিয়া। আর সে যদি আমার মত দুষ্ট হয়, তোমায় যদি ভাল না বাসে।

ফিরোজ। ভালবাসতেই হবে। এই তুমি দুষ্ট বলে কি, ভাল বাসনা?

ডুলিয়া। একটুও না। আচ্ছা ধর, সে যদি তোমায় ভাল না বাসে।

ফিরোজ। ভালবাস্‌তে শেখাব।

ডুলিয়া। ওমা! ভালবাসা নাকি—আবার শেখান যায়?

ফিরোজ। তা' আর যায়না! এই আমি যদি ক্রমাগত তাকে ভালবাস্‌তে থাকি, সে আমায় ভাল না বেসে কি থাক্‌তে পারে?

ডুলিয়া। ওঃ এই ভরসা! আচ্ছা ধর, সে তোমাকে কিছুতেই ভালবাসলে না—

ফিরোজ। তা' না বাসুক আমি বাসৃব।

ডুলিয়া। ইস্—তা' আর বাসতে হয় না! পুরুষ তোমরা, ভালবাসলেই বড় ভালবাস; ভাল না বাস্‌লে লাথি মেরে দূর ক'রে দিয়ে, আবার একটা বউ ঘরে নিয়ে আস্‌বে।

ডুলিয়া। ক'নের ঘর কোথায় ফিরোজ?

ফিরোজ। এই গোয়ালিয়রে—এই—ঘ—

ডুলিয়া। এই গোয়ালিয়রে? আমায় দেখাবে না? আচ্ছা, তার নামটী কি?

ফিরোজ। কেন দেখাব না! তার, নাম ডুলিয়া; পেয়েছ? দেখ্‌তে পেয়েছ?

ডুলিয়া। যাও—তুমি বড় দুষ্ট।

[প্রস্থান।

ফিরোজ। ও ডুলিয়া—ডুলিয়া শোন শোন, যেওনা। ডুলিয়ার লজ্জা হ'য়েছে। ডুলিয়া আমায় বড় ভালবাসে, আমিও ডুলিয়াকে বড় ভালবাসি। এই যে মা এই ধারে আস্‌ছেন।

(বিবি বেগমের প্রবেশ)

বিবি। তোমায় সাজিয়ে দিয়ে গেছিত অনেকক্ষণ ফিরোজ! দরবারে যাবার সময় হ'য়েছে বাবা!

ফিরোজ। মা! আজ আমার দরবারের চতুর্থ দিবস। আশীর্ব্বাদ কর মা!

(চুপে চুপে আমিনা ও মুবারিজের প্রবেশ)

আমিনা। এই সুযোগ—পার' আচম্বিতে এই ছুরি ফিরোজের বুকে বসিয়ে দাও।

বিবি। আশীর্ব্বাদ করৃছি বৎস! আদর ক'রে পৃথিবী তোমায় চিরকাল বক্ষে ধারণ ক'রে থাকুক।

মুবারিজ। মা হ'য়ে তুমি এমন অন্যায় অসঙ্গত আশীর্ব্বাদে পুত্রের মস্তকে অভিসম্পাত ঢেলে দিলে কেন ভগ্নি!

বিবি। মাতৃস্নেহের অপরাধ নিওনা ভাই।

মুবারিজ। তবে আমার অপরাধ—এই রুদ্ধকক্ষে, এই শাণিত ছুরীকা হস্তে যদি আমি হৃদয়ের বাসনা পরিতৃপ্ত ক'রৃতে তোমার পুত্রের প্রাণের উপর দাবী দিয়ে দাঁড়াই—আমার বুকের রক্তে গড়া বাসনা, অপরাধ নিওনা—অপরাধ নিওনা।

বিবি। একি ব'লৃছ দাদা?

ফিরোজ। তুমি অমন ক'রছ কেন মামা?

মুবা। সরে দাঁড়াও বিবি! সরে দাঁড়াও! তোমার পার্শ্বে শুয়ে অকাতরে ফিরোজ যখন ঘুমুত, কতদিন চেষ্টা ক'রেছি, পারিনি। বজ্রমুষ্টিতে এই শাণিত ছুরিকা ফিরোজের বুকের উপর ধরেছি, বুঝি স্বর্গের শোভা স্বপ্নে দেখে ফিরোজ হেসে উঠেছে। আমার হাতের ছুরী প'ড়ে গেছে; আজ সব জাগ্রত। তুমি জাগ্রত,

ফিরোজ জাগ্রত, আজন্ম বর্দ্ধিত হৃদয়ের বৃত্তিগুলি বড় সুন্দর জেগে ব'সে আছে। সরে দাঁড়াও—সরে দাঁড়াও বিবি!

বিবি। না—না, এ আমি বিশ্বাস ক'র্‌তে পারছি না। সত্যই যদি হত্যায় ক্ষেপে থাক ভাই, স্থির হও! রাজ্য নাও, ঐশ্বর্য্য নাও,—সব নাও;—ভিক্ষা দাও,—পুত্রের প্রাণভিক্ষা দাও! অরণ্যে বাস ক'র্‌ব, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে খাব, মাতাপুত্রে তোমার মঙ্গল কামনা ক'র্‌ব; ছেড়ে দাও।

মুবা। তাকি হয় বিবি! মাতাপুত্রে যখন প্রজার দ্বারে দাঁড়াবে, সে দৃশ্য দেখে প্রজা কেঁদে উঠবে। না না তা' হবে না, সে অবসর দেবো না। পার চীৎকার কর; পুত্রের প্রাণ যায়, সাহায্য চাও—চীৎকার কর! চীৎকার কর! আমার কোমল বৃত্তিগুলির কর্ণ রুদ্ধ ক'রে দাও!

ফিরোজ। না না, তা' কেন? মা! ছেড়ে দাও, বাদশার পুত্র আমি, বীরাগ্রগণ্য শেরশার পৌত্র আমি, বাদ্‌শা আমি, ছেড়ে দাও আত্মরক্ষা করি।

(মাতার হস্ত হইতে ছিনাইয়া আসিল)

বিবি। ফিরোজ! ফিরোজ! যেয়োনা—যেয়োনা। ভাই! ভাই! তোমার পায়ে পড়ি—(পদধারণ) বিশ্বাস কর—ভাই। রাজ্য নাও—ঐশ্বর্য্য নাও—সব নাও; আমাদের কারারুদ্ধ ক'রে রাখ, না খেতে দিয়ে মেরে ফেল। যাকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছ, ক্ষুধার সময় যার মুখে আহার তুলে দিয়েছ, নিজে না খেয়ে যাকে খাইয়েছ; তাকে এমন ক'রে হত্যা ক'রনা।

মুবা। না, তবে হ'লনা—তবে পারলুম না। ধমনীর গতি স্তব্ধ হ'য়ে আস্‌ছে, মস্তিষ্ক ঘুলিয়ে যাচ্ছে, আমার হাত কাঁপছে, হাত থেকে ছুরী খ'সে প'ড়ে যাচ্ছে।

(দ্রুত আমিনার প্রবেশ ও মুবারিজের হাত হইতে ছুরীকা লইয়া)

আমিনা। কিন্তু আমার হাত কাঁপেনি! ফিরোজ! একবার শেষ মা বলে ডাক। (উপর্য্যুপরি ছুরীকাঘাত)

ফিরো। মা—মা—(পতন ও মৃত্যু)

বিবি। ফিরোজ! ফিরোজ! ওহো—হো—

(ফিরোজকে ধরিতে যাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

মুবা। উঃ—খুন ক'রেছে—খুন ক'রেছে—কে আছ—(চীৎকার)

আমিনা। চুপ কর মূর্খ! আর তুমি মুবারিজ নও। আজ হ'তে তুমি পাঠান সম্রাট আদিলশা।

দ্বিতীয় অঙ্ক।
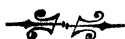
প্রথম দৃশ্য।

আদিলশার কক্ষ।

আদিলশা ও আমিনা।

আদিল। ইব্রাহিম আর সিকন্দরকে ভারী ঠকিয়েছ কিন্তু আমিনা! ওঃ—আমার চেয়েও মূর্খ তারা।

আমিনা। তোমার কি কম বুদ্ধি! আজ বুদ্ধির জোরেই তুমি সিংহাসনে ব'সেছ।

আদিল। না আমিনা! তিন জনে ঘোড়া ছুটিয়েছিলুম; ইব্রাহিম আর সিকন্দর পেছিয়ে প'ড়্‌ল; কেবল তোমার বুদ্ধিতে আজ আমি বাদশা হ'য়ে বসেছি।

আমিনা। বিবির আর্ত্তনাদ,—আর ফিরোজের রক্ত দেখে বড় ভয় পেয়েছিলে, নয়?

আদিল। ফিরোজের রক্ত—ফিরোজের রক্ত! আমিনা! আমিনা! ওই—ওই ফিরোজ ঘুমুচ্ছে, ওই ওই ফিরোজ চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল! মার কোল্ থেকে ছিনিয়ে এসে তোমার ছুরীর মুখে বুক পেতে দিলে! ফিরোজের রক্তে আমার সব্ ভেসে গেল! আমিনা—আমিনা—সরাপ দাও! সরাপ দাও! এইখানটা জ্বল্‌ছে —সরাপ দাও!

আমিনা। এটা মন্ত্রণাগার, এখানে সরাপ চ'ল্‌বে না।

আদিল। চল্‌বে, এইখানেই চল্‌বে। কোন্ হায় (প্রহরীর প্রবেশ) সরাপ—সরাপ—জল্‌দি সরাপ! (প্রহরীর প্রস্থান) চুপ কর আমিনা! সরাপ নইলে জ্বালা যাবে না—জ্বালা না গেলে মাথা খুল্‌বে না।

(পাত্র লইয়া প্রহরীর প্রবেশ)

দাও জল্‌দী! আমিনা! তুমি দাও! (আমিনার তথাকরণ) ফের দাও! (তথাকরণ) অ বার দাও!

আমিনা। ঢের পরামর্শ রয়েছে, এখন আর চ'ল্‌বে না।

আদিল। চ'ল্‌তেই হবে। দাও—আমায় দাও! (পাত্রগ্রহণ ও পান) বাস্—আর একটুও স্থান নেই—জলবার একটুও জায়গা নেই; এইবার নাচওয়ালী—নাচওয়ালী, এইখানেই নাচওয়ালী। কোনহায়! নাচওয়ালী! [প্রহরীর প্রস্থান।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও নৃত্য গীত)

আমরা আদরিণী আমরা সোহাগিনী।
অবলা সরলা বড়ই কোমলা কিছুই জানিনি॥
জানিগো শুধু তোমারে বঁধু নিখিল ভুবনমাঝে,
হেরিনাই প্রভু তোমা ছাড়া কভু ফিরি তব পাছে পাছে,
মোরা যে তব সঙ্গিনী রূপের দ্বারে বন্দিনী॥
হাসির সাথে হাসি মিলাইয়ে আমরা আমোদিনী।
নৃত্যভঙ্গে কাটাইরঙ্গে দিবসযামিনী॥
আপনার সব ভুলিয়ে হৃদয় দিয়াছি লুটায়ে,
বারিধির বুকে গিয়াছি মিশায়ে আমরা তটিনী॥

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

আদিল। আমিনা! আমি একটু ঘুমুব, তুইও একটু ঘুমিয়ে আয় যা—

আমিনা। (স্বগত) তাই ঘুমোও; মন্দকি! তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখ্‌তে পার্‌লেইত ভাল। তাই ঘুমোও! আমিনাই না হয় এ রাজ্য চালাবে; পার্‌বে না? কেন পারবে না? তুমি যদি পার আমিনাও পার্‌বে। (প্রকাশ্যে) তাহ'লে তুমি এখন ঘুমোও, আমি এখন আসি। [প্রস্থান।

আদিল। তাই এস। আমি একটু ঘুমিয়ে নেব। চোখ দু'ট বুজতে আর খুল্‌তে যতক্ষণ; তারপর দ্বিগুণ উৎসাহে সুরাস্রোতের উপর দিয়ে ভেসে যাব। ঘুমুব—ঘুমুব, এইখানেই ঘুমুব। এই আমার রাজ্য—এই আমার সিংহাসন। চোরের ভয়—ডাকাতের ভয়, রাজ্য ছেড়ে যাবনা, রাজ্য ছেড়ে যাবনা।

(চাঁদের প্রবেশ)

চাঁদ। এই রাজ্যের রাজা হবার যদি সাধ ছিল, তবে শিশুর রক্তে কি প্রয়োজন ছিল? ফিরোজের কাছে হাতপেতে চাইলে, সে যে এমন শতরাজ্য তোমাকে গড়ে দিত।

আদিল। কে? একি, তুমি এখানে কেন? চলে যাও—চ'লে যাও—

চাঁদ। যাব, একটী কথা ব'লে চ'লে যাব; এ নরকে আমি থাক্‌তে আসিনি।

আদিল। বল, একটী কথা—বেশী নয়। বড় ঘুম এসেছে, বল— জলদি বল!

চাঁদ। প্রাণহীন, চক্ষুহীন, উচ্ছৃঙ্খল বাদশা! এ বাদশাই তোমার ক'দিন থাক্‌বে? এই পাপরাজ্যেরও যদি একটা শৃঙ্খলা রাখ্‌তে চাও স্বামি! তবে তোমার ওই ভগ্ন প্রাণটাকে ভেঙ্গে দু'ট কর; একটাকে তোমার অতৃপ্ত বাসনাগুলো তার গলায় বেঁধে দিয়ে

নরকের মুখে নামিয়ে দাও, আর একটাকে অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্য সিংহাসনের দিকে তাকাতে বল। তা যদি না পার, তবে একদিন মোহের নিদ্রা ভেঙ্গে গিয়ে দেখ্‌বে, তুমি শত্রুর পদে শৃঙ্খলিত হ'য়ে প'ড়ে আছ। আর তাও যদি না পার; তবে মানুষ খোঁজ, উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে তোমার বাদশাই অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত আলস্যে দিন কাটাও। [প্রস্থান।

আদিল। (কিছুক্ষণ পরে) এতদিনের পর একটা কথা ব'লেছে, প্রাণে বেজেছে; কিন্তু কই, মাথায় আস্‌ছেনাত? তবে তবে এ রাজ্যের ভার ইব্রাহিমকে? সেকেন্দর? না, সব শয়তান! তবে চাঁদকে দেব? আমিনাকে? অসম্ভব! তবে কাকে? মানুষের মতন মানুষকে? সে কে—ভেবে বার ক'র্‌তে হবে, ভেবে বার ক'র্‌তে হবে; একটা নির্জ্জন স্থান—কোন্ হায়!

(আহম্মদের প্রবেশ)

আহম্মদ। জনাব!

আদিল। আহম্মদ ধর, আমায় সেপাইখানায় নিয়ে চল। আর দেখ, এইঘরে আজ হ'তে সাতদিন চাবীবন্ধ ক'রে রাখ্‌বে। কেউ যদি ঢুক্‌তে চায়, বল্‌বে, এর ভেতর বাদশা ঘুমুচ্ছে, এক সপ্তাহ ঘুমুবে; কাউকে ঢুক্‌তে দেবে না, বুঝেছ?

আহম্মদ। বুঝেছি, জনাব।

আদিল। উত্তম ধর। চল। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সিকন্দরের হস্তধরিয়া নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে সিকন্দরের স্ত্রী মেহেরার প্রবেশ।

(গীত)

দরদি পিয়ারা মেরা হৃদয় কি হার।
(মুঝে) ছাতিপর লাথি মারি করতেহো পিয়ার॥
নয়ন কি রোশনি আঁধেরাকি বাতিয়া,
মজেমে মজগুল যব সাথে নয়া সাথিয়া,
ম্যায় রোতা পিট্‌তাহু সারাদিন রাতিয়া
ভরাদিল ভরপুর তুহি হামারা
দেখে তুহি হামারা;
সাচ তুহি হামারা।

সিকন্দর। চমৎকার তোমার এ বিদ্রূপের কষাঘাত। আমি প্রশংসা না ক'রে থাকৃতে পারৃছিনা।

মেহেরা। বক্‌সিস জাঁহাপনা!

সিকন্দর। তোমায় অদেয় আর আমার কি আছে মেহেরা!

মেহে। কাণ দুটী, চোখ দুটী আর নাক্‌টী জাঁহাপনা!

সিক। না মেহেরা! সব দিয়েছি।

মেহে। ওমা কি হবে! অমন হাতীর মত বড় বড় দু'ট কাণ, ইন্দারার মত বড় বড় দু'ট চোখ্‌, মসজিদের চুড়োর মত নাক্‌ রয়েছে; বল্‌লে কিনা সব দিয়েছি!

সিক। না, মেহেরা! আনন্দে যখন তুমি হাস্য কর, আবেগে যখন সঙ্গীত ধর, ক্রোধে যখন চীৎকার কর, সব যে আমি সুন্দর শুনি।

মেহে। কিন্তু আমি কি দেখি জান! দেখি, তুমি যখন নাচওয়ালীর গান শোন, তখন তোমার ঐ নাক কান্‌কাটা কানদুটী তোমার চোখের মাথা খেকো চোখ্‌ দুটোকে শিখিয়ে দেয় যে, সেই

মুখপুড়ী মেহেরার দিকে আর তাকাসনি। আর তোমার কালামুখো চোখ দু'ট তোমার দেমাক ভরা নাক্‌টাকে কি শিখিয়ে দেয় জান! বলে, "সে ছুড়ী বড় গায়ে পড়া; যদিই আমি কখনও দেখে ফেলি, তুই ভাই, সিঁট্‌কুস্, তা হ'লেই সে ছুঁড়ী তিষ্ঠুতে পার্‌বে না"। না জাঁহাপনা! আমার ঐ কটী জিনিস চাই।

সিক। প্রেমময়ি। তোমার দানের প্রতিদান আমি কোথায় পাব মেহেরা?

মেহে। আচ্ছা, তা না পার, উপস্থিত বাদশার এই ঘুমের ব্যাপারটা কি ব'ল্‌তে পার হজরৎ!

সিক। কি ক'রে ব'ল্‌ব! কিছু বুঝ্‌তে পারছিনা।

মেহে। দয়া ক'রে ঘুমপাড়িয়ে রাখেননিত হজরৎ?

সিক। কি ব'ল্‌ছ মেহেরা! বাদশা যে তোমার ভাই!

মেহে। আর ফিরোজ বাদ্‌শার কে ছিল জাঁহাপনা?

সিক। বড় দুঃখের! কিন্তু এ হত্যাকাণ্ডে আমি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত; আমায় কিছু দুষনা।

মেহে। তুমি অলস অক্ষম, দুষবনা! এমন সুযোগ! একটা ফকির এক্‌দিন আমার হাতগুণে বলেছিল, আমি বাদশার বেগম হব, তুমি আমার এমন সোনার কপালে আগুন ধরিয়ে দিয়েছ। (ক্রন্দনের ভান)

সিক। সোনায় আগুন দিলে, সোনা খাঁটী হয় মেহেরা! বল বল, আর এক্‌বার আমায় সেই ফকিরের কথাটা শোনাও—আমি—

মেহে। আর শুন্‌তে হবে না, তুমি কুঁড়ের জাঁহাপনা!

সিক। হুকুম দাও মেহেরা। সত্যই বড় সুযোগ! আমার বুকভরা মুসলমানের প্রাণ তোমার ভয়ে নিদ্রিত ছিল, আজ তোমার ইঙ্গিতে বুক্ ভেঙ্গে ছুট্‌তে চাইছে—হুকুম কর।

মেহে। না, তা পারবে না, কাজ নেই; তুমি আমায় বক্‌সিস্ দাও—আমি চ'লে যাই।

সিক। দেব। তোমায় পাঠানের সিংহাসন বক্‌সিস্ দেব।

মেহে। না না—আমার ভাই। পার্‌বে না। তুমি যে বল্‌লে—

সিক। কে ব'ল্‌লে পারব না? যদি বলে থাকি—মিথ্যা বলেছি। আমার প্রাণের কথা তুমি জাননা মেহেরা। আমি তোমায় গোপন ক'রেছি। তোমার ভাই মুবারিজ, আমায় ফাঁকী দিয়ে আদিলশা হ'য়ে সিংহাসনে বসেছে।

মেহে। তাইত ব'লি, এমন নিষ্কর্ম্মা কি তুমি হবে আমার? আমার ভাই ব'লে যখন তুমি পেছিয়ে গেলে, তখন কিন্তু তোমার উপর আমার বড় ঘেন্না হ'য়েছিল। মনে হল, বরাতে আমার এমন স্বামী জুটলো!

সিক। সমস্বরে আজ দুটী প্রাণ যখন বেজেছে, তখন শোন মেহেরা! অলস অক্ষম নই আমি, আমি সুযোগ খুঁজ্‌ছি। ভাই ব'লছ কি? আজ যদি তোমার পিতা—

মেহে। তাঁকেও তা' হ'লে কোরবাণী ক'র্‌তে? বাহবা! পাঠানবীর! বাহবা! তবে নাকি তুমি সব ক'র্‌তে পারনা? দোহাই হজরৎ ভিক্ষা! (যুক্ত করে জানুপাতিয়া বসিল)

সিক। এ আবার কি ক'রছ মেহেরা?

মেহে। ভিক্ষা ক'র্‌ছি হজরৎ! ভগ্নী আমি, ভ্রাতার জীবন ভিক্ষা ক'র্‌ছি।

সিক। পরীক্ষা, না তিরস্কার?

মেহে। পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য স্বামী! এ যদি তিরস্কার হয়, সহধর্ম্মিণী আমি, অপরাধ নিয়োনা।

সিক। মেহেরা! বাদ্‌শা তোমার ভাই, আমি তোমার স্বামী।

মেহে। এখানে ভ্রাতৃস্নেহের কোন উপরোধ নাই। স্বামি-ভক্তির কোন অনুরোধ নাই। মেহেরার ভয়ে নয় স্বামি! সমগ্র পাঠানের অগোচরে যে ছুরী তুমি বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে, সুযোগের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছ, তা যখন সামান্য চেষ্টায় মেহেরা দেখে ফেলেছে; তখন মেহেরার কাতর প্রার্থনা—না—না—এ সমগ্র পাঠানের অনুরোধ, এ পাঠান-রাজলক্ষ্মীর কাতর প্রার্থনা; এ ছুরী তুমি ফেলে দাও, যা গড়েছ—তা দৃঢ় কর, পাঠান তুমি—পাঠানকে হিংসা ক'রনা!

সিক। চুপ কর! লজ্জায়—ঘৃণায়—ক্রোধে—আমি—না,—আর এখানে দাঁড়াব না। (প্রস্থান)

মেহে। কি দিয়ে মুসলমানের জীবন গড়েছ হজরৎ! সব ছুরী খুলে দাঁড়িয়ে!

[নেপথ্যে ইব্রাহিম।—"সিকন্দর ভায়া আছ নাকি?"]

মেহে। ইব্রাহিম নয়? হাঁ, আর একটী শয়তান! না,—কিছুতেই আর এদের অগ্রসর হ'তে দেবনা, সিংহাসনে আর রক্তের দাগ্ লাগ্‌তে দেবনা।

[নেপথ্যে—"সিকন্দর ভায়া—আছ নাকি?'

মেহে। হাঁ—হাঁ,—আছি; এসনা (ইব্রাহিমের প্রবেশ) বলি, গলার রব শুনে টের পাচ্ছ না?

ইব্রা। তাহ'লে সিকন্দর ভায়া বাড়ী নেই? আচ্ছা,তা'হ'লে চল্লুম এখন।

মেহে। বলি, ইব্রাহিম সাহেব! তুমি আমার ছোট ভগ্নীপতি, না হয় শালীর সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপই ক'র্‌লে!

ইব্রা। এই—তা কিছু নয়—তা কিছু নয়!—

মেহে। এর মধ্যেই যে, রসে মুখ জড়িয়ে আস্‌ছে! বলি, ছোট বোন্‌টী আমার মরেনি এখনও?

ইব্রা। এ আবার কি রসালাপ সাজাদি!

মেহে। এ আর বুঝ্‌তে পার্‌লে না? বাদশার যখন এমন ঘুমের ঘটা, তখন কোন্ দিন এই তুমি আমার সর্ব্বনাশটী ক'রে আমার ছোট ভগ্নীটীকে বেগম ক'রে নিয়ে ব'সবে, আর আমি হিংসায় জ্ব'লে মর্‌ব।

ইব্রা। আরও জটীল হ'য়ে গেল, সাজাদি!

মেহে। আহাহা! বলি সিংহাসনের ছ'পাশে ছ'জন দাঁড়িয়ে ত পাঁয়তাড়া খেল্‌ছো, কবে সরল ক'রে ফেল্‌বে বল দিকি?

ইব্রা। বড় ব্যস্ত সাজাদী, চল্লুম আমি—

মেহে। আহা হা! ধরেই না হয় ফেলেছি, তা' ব'লে গ্রেপ্তার করিয়েত দিচ্ছি না? আর যদি শালীর হাতে গ্রেপ্তারই হও, তাতে বিশেষ কি—

ইব্রা। (স্বগত) আজকার ভাবভঙ্গীত কিছু বুঝছি না? যেন প্রেমে গ'লে প'ড়্‌ছে! উঃ কি সুন্দর!

মেহে। কি ভাব্‌ছ ইব্রাহিম সাহেব! আচ্ছা, আমি কি সুন্দরী নই, বাদশার বেগম হবার উপযুক্ত নই? দেখ দিকি চেহারাখানা ভাল ক'রে!—

ইব্রা। (স্বগত) একটী কথাও ব'ল্‌ব না? না ব'ল্‌ব, এ সুযোগ্ ছাড়্‌ব না।

মেহে। তা বেশত, আমি তা' হ'লে সুন্দরী!

(গীত)

গোরি বদন মেরি ইয়া খুব সুরৎ।
দেখাউঁ দেখে কোন করে মহব্বৎ॥
জঙ্গলকি গুল্‌সন্ জঙ্গলমে রহি,
রোওয়ে নিরালা দিল্‌কো দরদ্ স হি,
বেগুনা খুবই কিসমৎকী যোবন সুরতিয়া।
যব্ না পুছে কোই, না মিলে পিয়ারা সাথ॥

ইব্রা। সত্যই চমৎকার সাজাদি! এরূপের সেবা যদি আমি—

(মেহেরা একটু সাম্‌লাইয়া লইল)

[নেপথ্যে সিকন্দর।—"মেহেরা—মেহেরা"—]

ইব্রা। কে? সিকন্দর? আমি যে যাব বড় কাজ ফেলে এসেছি।

[প্রস্থান।

{ মেহেরা যেন কোন কথা কহিতে পারিল না,—হঠাৎ সম্মান হানী হওয়ায় যেন নত হইয়া রহিল। }

মেহে। ছি! ছি! ইব্রাহিম! তুমি এত হীন্! আমার মর্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে।

(সিকন্দরের প্রবেশ)

সিক। কিসের আলাপ হ'চ্ছিল মেহেরা?

মেহে। শালী ভগ্নীপতিতে কিঞ্চিৎ রসালাপ হ'চ্ছিল। দেখ্‌ছিলুম, যারা রাজা হ'তে চায়, তা'দের কতখানি প্রাণ, কতখানি সাহস,—কতটা সংযম! দেখ্‌ছিলুম, তারা মানুষ না পশু! না, স্বামি! কিছু ভুল না ক'রলেও, যেন একটা ভুল ক'রেছি, পশু নিরীহকেও যে ছাড়ে না, আজ তা ভাল ক'রে বুঝেছি। নারীর মান, নারীর সম্ভ্রম, পুরুষের উচ্ছৃঙ্খল বৃত্তির সম্মুখ থেকে কতটা দূরে রাখ্‌তে হয়, তা আজ শিখেছি, আমায় ক্ষমা কর।

সিক। পাপিনি! প্রাণে এত সাহস। এত রূপের কথা, এত প্রাণের কথা! কুলটা!—

মেহে। স্থির হও স্বামি! যে ভুল ক'রেছ, তা' স্বীকার ক'র্‌ছে ব'লে, নূতন ভুলের দায়ী ক'রনা; মেহেরাকে নির্ব্বাসিত কর,—হত্যা কর—তা' ব'লে কলঙ্ক দিয়োনা,—স্থির হও।

সিক। স্থির হব? ব্যাভিচারিণীর স্পর্দ্ধার সম্মুখে দাঁড়িয়ে—

মেহে। ছিঃ ছিঃ! অপদার্থ পুরুষ! মুহূর্ত্ত অগ্রে শত অন্বেষণে যে

প্রেমের প্রতিদান খুঁজে পেলেনা, চোখের পালটে তা' তোমার চক্ষে বারবিলাসিনীর প্রেম হ'য়ে গেল? রিপুর গোলাম! এই প্রাণ নিয়ে তোমার মতন একজন বাদ্‌শা সেজে ব'সে, ধর্ম্মের শিরে পদাঘাত ক'র্‌ছে! না—না—তা হবে না, দুনিয়া যদি এ পাপের প্রশ্রয় দেয়, মেহেরা দেবে না। শোন স্বামি! মেহেরাকে যদি চাও, হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতাকে ধুয়ে ফেল, মনকে আরও উন্নত কর,—যদি পার—মেহেরা আবার আস্‌বে, নতুবা এই শেষ—(প্রস্থান।

সিক। যাও, দূর হ'ও। কিন্তু ইব্রাহিম, না—না, সমস্ত শক্তি দিয়ে ক্রোধ্‌কে দমন ক'র্‌তে হবে। সুযোগ চাই, সুযোগ চাই, আরও গাঢ় বন্ধুত্বে বুকের কাছে টেনে এনে, তখন ছুরী মার্‌তে হবে। তারপর মেহেরা। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

হিমুর বাটী।

[পথিক আসিয়া দ্বারে ঘা দিল]

পথিক। দ্বারে বিপন্ন পথিক; কে আছ—দ্বারে বিপন্ন পথিক!

(ক্ষণ পরে হিমু দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল)

হিমু। কে তুমি, পথিক?

পথিক। অপরিচিত পথিক আমি। এর চেয়ে বেশী পরিচয় আর কি দেব গৃহস্থ?

হিমু। রাত দুপুরে কোথায় যাচ্ছিলে?

পথিক। না না, দুপুর বেলা বেরিয়েছিলুম—সসারামে যাব ব'লে। পথ ভুল ক'রে সারাদিন ঘুরেছি, অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে আরও পথ গুলিয়ে গেল! খেতে না দাও, আজকার মত একটু স্থান্ আমায় দেবে না?

হিমু। পথিক! কখনই তুমি পথিক নও, তা যদি হ'তে, গৃহস্থের দ্বারে দাঁড়িয়ে, এমন কথা ব'লতে না।

পথিক। না গৃহস্থ! সত্যই আমি পথিক।

হিমু। তবে শোন পথিক! গরীব আমরা, হয়ত পেটপুরে খেতে দিতে পারব না। কিন্তু তোমার সেবার প্রয়োজন হ'লে, বুকের রক্ত তোমার পায়ে ঢেলে দিতে পারব।

(হিমু একটু পশ্চাৎ ফিরিবা মাত্রই পথিক বংশীধ্বনি করিল সহসা দশবারজন সেপাই আসিয়া হিমুকে বন্দী করিল)

একি! একি! কে তুই?

পথিক। কই হিমু! তোমার দেহের শক্তি এবার কোথায় গেল? তোমার বড় অনুগত ভীলেরা এবার কোথায় গেল?

হিমু। ওঃ চিনেছি, তুই সেই শয়তান ইব্রাহিম। না না, তুমি—

পথিক। কাছাকাছি গেছ কিন্তু চিন্‌তে পারনি। আমি সেই তিনটীরই একটী বটে, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে—সব চেয়ে বড় শয়তান। তখন আমার নাম ছিল—মুবারিজ, এখন আমার নাম কি জান? পাঠান-সম্রাট মহম্মদ আদিল শা। স্বহস্তে ভাগিনেয়কে হত্যা ক'রে সিংহাসনে ব'সেছি।

হিমু। বাদশা! শত্রু মিত্র আপনাকে বাদশা ব'লে যখন আজ মাথা নীচু ক'রেছে, তখন এ স্থাপিত শৃঙ্খলার অবমাননা আমি ক'রতে চাইনা। দীন আমি, অধীনের সেলাম গ্রহণ করুন। কিন্তু আমি আপনাকে ঘৃণা করি; আপনি ঘাতক, পরস্বাপহারী দস্যু।

আদিল। কোন্ হ্যায়! (দশ বারজন সৈন্য মশাল লইয়া আসিল) দাও, আগুন দাও—পুড়িয়ে মার—হিমু—হিমু! এখনও বল, আমার মত বাদশা নেই—

(দয়াল ও রামের প্রবেশ)

দয়াল। হিমু! বাইরে এত গোলমাল কেন রে? এত আলো! একি!

হিমু। বাবা! তোমার সম্মুখে বাদশা! সেলাম কর; কিন্তু বাদশা ঘাতক, চিরদিন তাঁকে ঘৃণা ক'রো; হিমু বন্দী—হিমু চ'ল্লো।

[সৈন্যগণের হিমুকে লইয়া প্রস্থান।

দয়াল। বাদশা! বাদশা! পায়ে ধরি, হিমুকে ছেড়ে দাও।

আদিল। স্থির হও বৃদ্ধ! তোমার উদ্ধত পুত্রের আচরণে আমি তাকে বন্দী ক'রে গোয়ালিয়র নিয়ে যাচ্ছি। যদি পুত্রের মুক্তি চাও, তবে আমি যা বলি, তা ব'ল্‌তে বল, যদি তা পার, তবে এস, গোয়ালিয়রে যেতে হবে।

দয়াল। বলাব—বলাব, হিমু বাপের কথা অমান্য ক'র্‌বে না।

আদিল। তবে এস বৃদ্ধ, এই মুহূর্ত্তে, ইতস্ততঃ ক'রনা, সমস্ত প'ড়ে থাক্। যদি কিছু অপহৃত হয়, তা আমি সোনা দিয়ে তৈরী ক'রে দেব।—এস— [প্রস্থান।

দয়াল। দোহাই বাদশা! হিমুকে ছেড়ে দিও। [পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

রাম। তাইত কি করি—কি করি? মামাও যে ছুটে গেল! কোন রকমে কি উদ্ধার হয়না? যাই ভীলসর্দ্দারকে ডাকি—

(নেপথ্যে—"বাকাল—বাকাল!")

(ভীলসর্দ্দারের প্রবেশ)

ভীল। আজ এতোদিনে সেই বাঘ্‌টা মেরেছিরে—!

রাম। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে; সর্দ্দার—সর্দ্দার—! আবার দাদাকে বাদশা ধ'রে নিয়ে গেল, মামাও পেছু পেছু ছুটে গেল।

ভীল। আবার ধ'রে নিয়ে গেল? বল্লুম, এথোন আসিস্‌নি; ছোটা ভীলের কোথা শুন্‌বি কেনো?

রাম। কি হবে,—কি হবে—সর্দ্দার? (ক্রন্দন)

ভীল। কাঁদিস্‌নি—দাঁড়া!

(শিঙ্গাধ্বনি ও ভীলগণের প্রবেশ)

বোল্, কোন্ দিকে গেলো? বোল্—বোল্ জল্‌দি বোল্?

রাম। তুমি কি যুদ্ধ দেবে সর্দ্দার?

ভীল। হাঁ-হাঁ, লড়াই দেবে,—বোল্, জল্‌দী বোল্, কোন্ দিকে গেলো—বোল্—বোল্—

রাম। না সর্দ্দার! বাদশা, 'খুব ভাল বাদশা', এই কথা দাদা ব'ল্লেই—তাকে বাদশা ছেড়ে দেবে ব'লেছে; চল, আমরাও যাই।

ভীল। তবে তাই চোল্, জল্‌দী চোল্।

রাম। তবু যদি তারা না ছাড়ে সর্দ্দার?

ভীল। তোবে লড়াই দেবে,—একঠো ভীল যেতোক্ষণ থাক্‌বেক, তেতোক্ষণ লড়্‌বেক্। একঠো ভীলের শরীরে এক্‌ফোঁটা লহু যেতোদিন থাক্‌বেক, তেতদিন ল'ড়্‌বে; বাদশার ঘোরের একখানা পাথর যেতদিন থাক্‌বে, তেতদিন ল'ড়্‌বেক। চ'লে আয়—চ'লে আয়! [সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সিংহাসনে আদিলশা ও সম্মুখে বন্দী হিমু।

আদিল। পিতার সহস্র কাতর ক্রন্দন তুমি উপেক্ষা ক'রেছ, তুমি পিতৃদ্রোহী হিমু!

হিমু। পিতৃদ্রোহী আমি! না, আমি ধর্ম্ম রক্ষা ক'রেছি, আমি পিতৃদ্রোহী নই বাদশা! আমি পিতৃভক্ত, পিতার সুসন্তান! আবার বল্‌ছি বাদশা! জীবন থাক্‌তে নরঘাতককে কথনও ধার্ম্মিক ব'ল্‌ব না।

আদি। তুমি পিতার কুসন্তান ; বৃদ্ধ পিতার জীবন বিপন্ন ক'রলে। মূর্খ দোকানদার ! একটী সামান্য কথার জন্য আপনার জীবনও হারালে !

হিমু। দোকানদারের জীবনের জন্য হিমু কাতর নয়, কিন্তু বাদ্‌শা ! সেই নিরীহ বৃদ্ধের জীবনের জন্য ঈশ্বর আপনাকে দায়ী ক'রবেন ; সাবধানে অগ্রসর হ'ন !

আদি। সাবধান হিমু !

হিমু। সমস্ত সৃষ্টির উপর আধিপত্য করে যে মৃত্যু, তার দ্বারে যখন হিমু এসে দাঁড়িয়েছে তখন বাদশার ভ্রূকুটী তাকে ভয় দেখাতে পারবে না।

আদি। কোন হ্যায়। (প্রহরীর প্রবেশ) দাও, মুক্ত ক'রে দাও ! (তথাকরণ) যাও—(প্রহরীর প্রস্থান) তোমায় মুক্ত করে দিলুম হিমু ! বল, ঐ একটী কথা বল ?

হিমু। মুক্তির জন্যই দোকানদর বড় ব্যস্ত বাদশা।

আদি। এই নাও—লক্ষ আসরফি নাও—

হিমু। লক্ষ আসরফি ! হাঃ হাঃ হাঃ। কতক্ষণ থাকবে ? কতদিন থাব ? না না, দিন বাদ্‌শা ! খুব দিয়েছেন, অনেক দিয়েছেন, আমার দোকান ঘরে যা আছে, তার চেয়ে অনেক বেশী দিয়েছেন ; কিন্তু এই আসরফির যিনি জন্মদাতা,—তাঁর দেওয়া এই দোকান ঘরের ছোট্ট বিবেকটুকুর চেয়ে কি বেশী দিয়েছেন ! বাদশা ! এই দোকানদারের কাছে এগুলো ধুলোর মুঠো। শুনুন বাদশা ! একটী পাপের জন্য হিন্দুকে শতজন্ম প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হয়।

আদি। রাজপদ দেব, জায়গীর দেব, তোমায় রাজা ক'রে দেব।

হিমু। রাজপদ দেবে ! জায়গীর দেবে ! আমায় রাজা ক'রে দেবে ! হাঃ হাঃ হাঃ ! বাদশা ! সেগুলো কি আমার সঙ্গে যাবে ?

আমায় সেই বিদানের দিনে—সেগুলো কি আমার শুশ্রূষা কর্'বে! বাদশা! শুধু রাজপদ কেন, জায়গীর কেন, মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সাম্রাজ্যের প্রলোভনেও হিমুর প্রাণ—অচল অটল; কারণ কি জানেন বাদশা! হিমু দীন—হিমু হীন—হিমু মিথ্যা কখনও বলেনি।

আদিল। সত্য বলছি—শপথ ক'র্‌ছি।

হিমু। প্রলোভন দেখিয়োনা বাদশা! এ ক্ষীণ হীন দীনের আত্মাকে যদি কলুষিত কর, তবে আমারও নরক,—তোমারও জাহান্নম।

আদি। বটে! আচ্ছা, জল্লাদ! (খড়্গ হস্তে আহম্মদের প্রবেশ) সেই বৃদ্ধকে হত্যা করগে—যাও— [আহাম্মদের প্রস্থান।

হিমু। বাদশা!

আদি। হিমু! শেষ মুহূর্ত্ত! এখনও চিন্তা কর,—বেছে নাও, জীবন মৃত্যু তোমার দু'ধারে দু'জন দাঁড়িয়ে আছে।

হিমু। বাদশা! কিছু চাইনা, আমায় মৃত্যু দাও, মৃত্যু দাও। তা নইলে—আমার হাতের বাঁধন খোলা র'য়েছে।

আদিল। (সিংহাসন হইতে উঠিয়া) কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ—সংযমী, নিস্পৃহ, নির্ভীক হিমু! ব'লে দাও সে মহা-পাতকের প্রায়শ্চিত্ত কি? না পার—এই নাও ছুরী,—বাদশার বক্ষে আমূল বিদ্ধ ক'রে,—তুমিই তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রে দাও। (জানু পাতিলেন)

হিমু। এ আবার কি নূতন ছলনা বাদশা! না না, আমার পিতৃহন্তা, সরে যাও—সরে যাও—

আদি। কে বল্লে, আমি তোমার পিতৃহন্তা? মিথ্যা—মিথ্যা! কোন হায়—(আহাম্মদের দয়ালকে লইয়া প্রবেশ) বল বৃদ্ধ তোমার মঙ্গল সংবাদ তোমার পুত্রকে বল!

দয়াল। রাজার মত সুখ রেয়েছি হিমু!

আদি। যাও বৃদ্ধ হ'য়েছে। [বৃদ্ধকে লইয়া প্রস্থান।

হিমু। বাদশা!

আদি। শিশু হত্যা ক'রেছি, বল হিমু! সে মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত কি?

হিমু। সে মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত কিছু নাই—

আদি। যদি আত্ম-হত্যা করি?

হিমু। গতজীবন ফিরে আস্‌বেনা, মহাপাতক আরও বেড়ে যাবে।

আদি। তবে মোহবশে যে পাতক ক'রে ফেলিছি, তার প্রায়শ্চিত্ত কোন জাতির শাস্ত্রের কোন পৃষ্ঠায়—কোন যুক্তিতর্কের মীমাংসায় কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না?

হিমু। মূর্খ আমি শাস্ত্র কখনও পড়িনি, তবে আছে; কিন্তু এ মহাপাতকে তা মহাসমুদ্রে একবিন্দু বারিপাতের মত।

আদি। কিন্তু তা' মহাসমুদ্রেরই প্রাণ। বল হিমু প্রাণ দিলেও আমি তা ক'রব।

হিমু। তাই দিতে হবে। হৃদয়ের রক্ত দিয়ে সাম্রাজ্যের পুষ্টিসাধন ক'রতে হবে। প্রাণ দিয়ে প্রজার কল্যাণ কামনা ক'রতে হবে।

আদি। সে যে বড় কঠিন! সারাজীবন উচ্ছৃঙ্খলায় যে কাটিয়ে এসেছি হিমু! সে প্রাণ যে আমি নিজের হাতে উপ্‌ড়ে ফেলেছি।

হিমু। তবে যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান কর বাদশা! সানন্দে তাকে রাজ্যভার দিয়ে অবসর গ্রহণ কর।

আদি। ঠিক বলেছ হিমু! আমি পেয়েছি; মনের মত মানুষ পেয়েছি। বক্ষে তার বেহেস্তের সৌন্দর্য্য! অস্থিতে তার গুরুভক্তি! মাংসে তার রাজভক্তি! মজ্জায় মজ্জায় দেশভক্তি! হিমু! বিনয়ের মত সে নম্র! মৃত্যুর মত দৃঢ়! মুক্তির মত পবিত্র! তাই সন্ধান পেয়ে দ্বিপ্রহর নিশীথে গোয়ালিয়র হ'তে ছুটে গিয়েছিলুম। হিমু! আমি

শেখাচ্ছি। এই নাও দোকানদার! আমার পাঞ্জা! আজ হ'তে এ রাজ্য আমি প্রজার নামে উৎসর্গ ক'রলুম। ধর দোকানদার! প্রজা আজ তোমার অধীন।

হিমু। তা' কি হয়! না না—এ আবার কি ভীষণ পরীক্ষা বাদশা!

আদি। কেন হবে না? পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হিন্দুবীর! কেন হবে না? নাও, ধর এই পাঞ্জা, যদি না ধর, জোর ক'রে ধরাব।

হিমু। না না আমায় যে চিরকাল মোট ব'য়ে খেতে হবে! আমায় যে চিরকাল হাহাকার ক'র্‌তে হবে—আমায় যে চিরজীবন দোকানদারী ক'রতে হবে!

আদি। তাই কর। মস্ত বড় দোকান ঘর সাজিয়ে দিলুম, ব'স দোকানদার—তুলাদণ্ড ধ'রে ব'স, একদিকে তোমার বিবেক, বিচার বুদ্ধি, আর একদিকে শুধু প্রজার কল্যাণ; ব'স দোকানদার তোমার নূতন দোকানে বস।

হিমু। এ যে বড় গুরুভার! বল বাদশা! পারব?

আদি। পারবে—আমি বল্‌ছি—পারবে। বল হিমু! আনন্দে বল, পাঠান সাম্রাজ্য রক্ষা ক'র্‌বে।

হিমু। কে বলে আমায় চিরকাল দোকানদারী ক'র্‌তে হবে! বাদশা! আনন্দে আজ এ উপহার গ্রহণ ক'র্‌লুম। সগর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করছি সম্রাট! সাম্রাজ্য রক্ষা করতে আমি প্রাণ দেব।

আদি। তবে এস হিমু! তোমার অভিষেকের আয়োজন দেখবে এস। [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

প্রাসাদের অপর পার্শ্বস্থ কক্ষ।

ইব্রাহিম।

ইব্রা। সিংহাসনের লোভ দেখিয়ে খুব ছুটিয়ে নিলে মুবারিজ! যাই হ'ক্, এখনও সয়তানের খোসামোদ ক'র্‌ছি, যদি মন্ত্রীত্বটা দেয়।

(আদিলশার প্রবেশ)

আদিল। এই যে ইব্রাহিম! দেখ ভাই! স্বীকার ক'র্‌ছি, একবার তোমায় ঠকিয়েছি, কিন্তু আর আমায় অবিশ্বাস ক'রনা! রাজত্ব যখন পেয়েছি, আর আমার কোন অভাব নাই। তোমায় মন্ত্রীত্ব আমি দেবই। কিন্তু সিকন্দরকে আজ শেষ ক'র্‌তে হবে, যেমন শিখিয়ে দিয়েছি, সেই রকম। এখন আমি চল্লুম। [প্রস্থান।

ইব্রা। ঠিক এই কথা সিকন্দরকে বলেনি ত? যাই হ'ক্ আজ শেষ— (সিকন্দরের প্রবেশ)

সিক। এতদিনে তাহ'লে বাদশার ঘুমের ব্যাপারটা বুঝতে পারা গেল।

ইব্রা। তা' পারা গেল বই কি! (স্বগত) একটা কথা কেবল ভেবে বার করতে পারছি না—তুমি মন্ত্রীত্ব পাও কি আমি পাই!

সিক। বল কি ইব্রাহিম! একটা হিন্দু, একটা কাফের, একটা দোকানদার! (স্বগত) ইব্রাহিমকে কোন রকমে সরিয়ে না দিলে, অন্ততঃ মন্ত্রী হওয়া যাচ্ছে না।

ইব্রা। হ'তে পারে আমাদের উচ্ছেদ ক'রে নূতন সম্প্রদায় নিযুক্ত করা বাদশার ইচ্ছা কিন্তু হিমু কি ক'র্‌বে! একে সে হিন্দু, তাতে দোকানদার; দশ মণ বোঝা সে মাথায় ক'রে নিয়ে যেতে পারে; রাজকার্য্যের সে কি ধার ধারে? শুধু তাই নয়, বাদশা তার হাতে

...য় খেয়েছে; বাদশাকে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে একজন ব'লে সে একদিন ধরিয়ে দিয়েছিল।

সিক। হ'তে পারে, কিন্তু সপরিবারে হিমুকে এখানে নিয়ে আস্‌বার ত একটা উদ্দেশ্য আছে।

ইব্রা। অবশ্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে—

(সহসা আদিলশার পুনঃ প্রবেশ)

আদি। ঠিক ব'লেছ ইব্রাহিম! আজ হ'তে তোমাকে আমি প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ক'র্‌লুম। আর সিকন্দর ভায়া—

সিক। আমিও তাই ভাবছিলুম যে, তা' কি হ'তে পারে!

আদি। না ভায়া! তুমি মুসড়ে গিয়েছিলে, কিন্তু আশ্চর্য্য! এত বড় একটা পরিবর্ত্তনে, হিমু একটু ভয় খেলে না; একটু বিস্মিত হ'ল না! এটা তার একটা সহজ সরল ন্যায্য অধিকার ব'লে আগ্রহে সে হাত বাড়িয়ে নিলে! কিন্তু সে জানে না, সবংশে তাকে কেন ধ'রে এনেছি, আশমানের সমান উঁচুতে তাকে কেন তুলেছি! সেখান থেকে ফেলে দিলে, আঘাতটা বড় চমৎকার হবে; কি বল সিকন্দর।

সিক। আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করি জনাব। (স্বগত) কিন্তু আজ শেষ—সিংহাসন ফাঁকি দিয়ে নিয়েছ, মন্ত্রীত্ব যদি না দাও, তবে শেষ ক'রব।

আদিল। বুদ্ধির নয়—শয়তানির। বেশ এখন তোমাদের এক কাজ করতে হবে।

উভয়ে। বলুন—বলুন—

ইব্রা। (স্বগত) যখন সিংহাসন অধিকার ক'রে বসেছো, তখন উপস্থিত তোমার তুষ্টি না ক'র্‌লে নয়, তাই—তা না হ'লে তোমাকে—

আদিল। এই ঘরটীর ভেতর ঢুকে দোরের দুটী পাশে দু'খানি ঝক্-

থাকে তলোয়ার নিয়ে তোমাদের দু'জনকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে—কারও কিছু মনে ক'রনা, সুমুখ সুমুখ দু'খানা তলোয়ার তাকে হটাতে পারবে না। তারপর এই তার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ব'লে যখন তাকে আমি এই ঘরে ঢুকতে ব'লব, আর সে যেমন ঘরে ঢুকবে, অমনি তোমরা দু'জনে দুখানি তলোয়ারের ঘায়ে তাকে বুঝিয়ে দেবে, এ তার বাসস্থান নয়—এ তার গোরস্থান। তবে একটা কথা, একেবারে মেরনা, একটু একটু ক'রে। বাদশা আমি—একাজ আমি নাই করলুম, কি বল?

উভয়ে। না না, আমরা থাকতে আপনাকে কষ্ট ক'রতে হবে না।

আদি। তবে প্রস্তুত হও—আমি এখনি আসছি। [প্রস্থান।

ইব্রা। দেখলে সিকন্দর ভায়া!

সিক। আমারও তাই ধারণা ছিল, তবে তোমার প্রাণ কি বলে তাই দেখছিলুম। যাক্; এখন আর সময় নষ্ট ক'রে কাজ নেই। (স্বগত) আগে এধার পরিস্কার ক'রে নিই। তারপর তোমায় দেখব ইব্রাহিম!

ইব্রা। চল—আজ সেই অবসর এসেছে—চল—

(উভয়ে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল)

(হিমুকে লইয়া আদিলশার পুনঃ প্রবেশ)

আদি। দেখ হিমু এ ঘর তোমার পছন্দ হবে ত?

হিমু। গাছতলায় না শুলে হিমুর যে হাঁপ ধরে জনাব!

আদি। না-না-না, পছন্দ হবেত।

হিমু। এ ঘরে ঢুকতে যে হিমুর সাহস হবে না!

আদি। কেন হবেনা! এ তোমার ঘর, এস—

(দ্বারের নিকট যাইয়া দ্বার খোলার পরিবর্ত্তে হস্তস্থিত কুলুপ লইয়া দ্বারের কড়ায় লাগাইয়া দিলেন)

হিমু। এ কি জনাব! ঘরে না ঢুকে চাবিবন্ধ ক'রে দিলেন!

আদি। দাঁড়াও হিমু। ঘর বড় অন্ধকার—আগে আলো জ্বালি। কোন হ্যায়।

(মশাল লইয়া আহম্মদের প্রবেশ)

আদি। দাও—জানালার ভেতর দিয়ে ঐ রেশমের কাপড় গুলোতে আগুন ধরিয়ে দাও।

হিমু। প্রাণ ভ'রে বিশ্বাস ক'রেছি, আমি যে, অবিশ্বাস ক'রতে পারছি না বাদশা। (আহম্মদের তথাকরণ ও প্রস্থান।

সিক। (ভিতর হইতে) ইব্রাহিম—ইব্রাহিম—শয়তান হ'য়ে—শয়তানকে বিশ্বাস ক'রেছি—

ইব্রা। আগুন—আগুন—চারিদিকে আগুন। মনে ক'রেছিলুম রাজত্ব পেয়েছে—আর শয়তানি ক'র্‌বে না—

আদি। ওই দেখ হিমু। আমার শত্রু—তোমার শত্রু—ইব্রাহিম আর সিকন্দর, আমার ছুটী স্নেহের ভগ্নিপতি তোমাকে হত্যা ক'র্‌তে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। যাই, মেহেরাকে, ভগ্নিকে আমার ডেকে দিইগে। সে এসে স্বামীর ভস্মে ছু'ফোঁটা অশ্রুপাত ক'রে যাক্। যাই, চাঁদকে ডেকে দিইগে, সে এসে যোগ্যব্যক্তির সম্মান সমারোহ দেখে যাক্। [প্রস্থান।

সিক। উঃ প্রাণ যায়। আর পারি না—কাফের, তোর জন্য আজ আমরা জীবন্ত পুড়ে মলুম। তোর জন্য হিমু—ওঃ—

হিমু। আমার জন্য! আমার জন্য মানুষ জীবন্ত পুড়ে মর্‌বে! বিধাতার করুণা আমার জন্য আজ শুকিয়ে যাবে! না,—না, তা' হ'তে দেবনা। মা কালি! এক মুহূর্ত্তের জন্য আমায় শত হস্তীর বলে বলীয়ান কর—আমার জন্য প্রাণীহত্যা হয়, জীবন্ত মানুষ পুড়ে মরে! (কুলুপ ভগ্ন করিয়া হিমুর ঘরের মধ্যে প্রবেশ) কোথায় সিকন্দর! কোথায়

ইব্রাহিম! চ’লে এস! (সিকন্দর ও ইব্রাহিমকে বাহির করিয়া আনিল) পেয়েছি—পেয়েছি—মা কালী রক্ষা ক’রেছেন। (মূর্চ্ছা)

ইব্রা। সিকন্দর! তুমি আমার শত্রু—আমি তোমার শত্রু, সে শত্রুতা এখন তোলা থাক্‌, এস আমাদের জাতির শত্রু, আমাদের জীবনের শত্রু, এই কাফেরকে আজ হত্যা করি, প্রাণ পেলে ব’লে ভুলনা। (অস্ত্রাঘাতের উদ্যোগ)

(মেহেরার প্রবেশ)

মেহেরা। সাবধান বেইমান! প্রাণ হারাবে। (পিস্তল প্রদর্শন)

(ইব্রাহিম স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল)

সিক। ক’জনকে তুই বাধা দিবি শয়তানি! এই দেখ্‌ কে রক্ষা করে। (হিমুকে অস্ত্রাঘাত করিতে উদ্যোগ)

(বেগে চাঁদ আসিয়া সিকন্দরকে পিস্তল লক্ষ্য করিল)

চাঁদ। সাবধান সিকন্দর।

(সিকন্দর নির্ব্বাক হইয়া পশ্চাৎ দৃষ্টি করিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রাসাদ-সংলগ্ন হিমুর কক্ষ।

হিমু, আহম্মদ, রাম ও ভীলসর্দ্দার।

হিমু। এই হিংসাদ্বেষপূর্ণ পাঠানসাম্রাজ্যে তুমিই আমার একমাত্র সহায় যুবক! নির্ভীক বীর! তোমারই রণপাণ্ডিত্যে আমি আজ বাঙ্গালার বিদ্রোহ দমন ক'রে উজ্জ্বল মুখে ফিরে আসতে পেরেছি। কিন্তু প্রতিদানে দেবার আমারত' কিছু নাই।

আহম্মদ। পাঠান আমি। প্রতিদানে আমি কিছু পেতে পারিনা, কিন্তু অধঃপতিত পাঠানসাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হিন্দু-বীর! তোমার এ আত্মোৎসর্গের প্রতিদান পাঠান যদি না দিতে পারে, খোদা দেবেন।

হিমু। আহম্মদ! ভাই!

আহম্মদ। পুরস্কার নয়, প্রতিদান নয় (স্বগত), দুলিয়া—দুলিয়া! —স্বর্গের দুলিয়া! (প্রকাশ্যে) ভিক্ষুকের মত দুটী হাত পেতে, একদিন একটী ভিক্ষা ক'র্ব মন্ত্রি! সেইদিন—

হিমু। প্রাণ দিয়েও তা হিমু পূর্ণ ক'র্বে। কিন্তু আজ বড় দুঃখে প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে আহম্মদ! এ রাজ্যের সমস্ত পুরুষ আজ কর্ত্তব্য ভুলেছে।

(সহসা মেহেরার প্রবেশ)

মেহেরা। নারীর সেবায় তোমাদের কর্ত্তব্য কি ক্ষুণ্ণ হবে মন্ত্রী?

হিমু। কে মা তুমি?

মেহেরা। এত শীঘ্র ভুলে গেলে মন্ত্রী!

হিমু। অপরাধ হ'য়েছে মা! তুমি আমার প্রাণ রক্ষা ক'রেছিলে।

মেহেরা। না মন্ত্রী! তুমি আমার স্বামীর প্রাণ রক্ষা ক'রেছিলে।

হিমু। তোমার স্বামী! পরিচয় দাও মা!

মেহেরা। বিদ্রোহী সিকন্দরের পত্নী আমি।

আহম্মদ। শত্রু পত্নী!

মেহেরা। বিস্মিত হ'য়োনা! শত্রু পত্নী আজ শত্রুদেরই সংবাদ দিতে এসেছে। শোন মন্ত্রী! তোমার প্রথম শত্রু সিকন্দর শা— আমার স্বামী, পাঞ্জাবে স্বাধীন রাজ্যস্থাপন ক'রে, নিজেকে সম্রাট ব'লে ঘোষণা ক'রেছে। তোমার দ্বিতীয় শত্রু ইব্রাহিম, বিংশতি সহস্র সৈন্য নিয়ে দিল্লী ও আগ্রা ধ্বংস ক'র্‌তে ছুটে আস্‌ছে। মালোয়ায় সমস্ত প্রজা বিদ্রোহী।

আহম্মদ। হ'তে পারে, তাবলে শত্রুপত্নীকে বিশ্বাস ক'র্বেন না। নিশ্চয় কোন ষড়যন্ত্র আছে—বন্দী করুন।

হিমু। কি ব'ল্‌ছ, বন্দী ক'র্ব! রমণীকে বন্দী ক'রে হিমুকে যুদ্ধ জয় ক'র্‌তে হবে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কিন্তু তুমি স্বামীর বিরুদ্ধে হস্ত তুলেছ, ঘৃণায় যে তোমার দিকে আমি তাকাতে পাচ্ছিনা মা!

মেহেরা। অমূল্য সময় মন্ত্রী! তবে—শুধু শুনে রাখ; বিকারগ্রস্ত

রোগী উত্তেজনায় যদি মুহূর্মুহু পানীয়ের প্রার্থনা করে, সে আবেদন পূর্ণ করা কি শুশ্রূষাকারীর কর্ত্তব্য ?

হিমু। বুঝেছি মা! অপরাধ হ'য়েছে—বল, কি ক'র্‌তে হবে ?

মেহেরা। রণসজ্জা কর মন্ত্রী! বুকের ভেতর থেকে তোমার জন্মার্জ্জিত কোমলতা নিংড়ে বার ক'রে ফেলে দিয়ে, পাঠানের কাঠিন্যে প্রতি পঞ্জরখানি দৃঢ় কর; বজ্রের মত সাহসী হও,—মৃত্যুর মত দুর্ব্বার বিক্রমে শত্রুদমনে প্রবৃত্ত হও। চতুর্দ্দিকে তোমার প্রচণ্ড বহ্নি জ্ব'লে উঠেছে; এ বহ্নি যদি নির্ব্বাপিত ক'র্‌তে পার হিন্দু! ইতিহাসে তোমার নাম থাক্‌বে, হিন্দুর সুপ্ত জীবনে একটা জাগ্রত গরিমা চিরকাল দেদীপ্যমান থাক্‌বে। আর মেহেরার কার্য্যে যদি কখনও সন্দেহ জাগে মন্ত্রী! তখন মেহেরাকে শত্রুপত্নী ভেবনা; ভেব— মেহেরা তোমার কন্যা। আদর ক'রে একবার মা ব'লে ডেকো— তোমার সন্দেহ দূর হ'য়ে যাবে।

হিমু। তাই ডাক্‌ব মা! মাতৃহীন আমি, আমি তোমাকে মা ব'লেই ডাকব। কিন্তু কি ক'রে কোন্ দিক রক্ষা ক'র্‌ব, কোন্ দিকে যাব ?

মেহেরা। ইব্রাহিম, সিকন্দরকে ভয় ক'রনা; যতদিন না মালোয়ার বিদ্রোহ দমন ক'রে ফিরে এস, নারী আমি—বেশী শক্তি নাই—ততদিন তাদের ভার আমি নিলুম। [প্রস্থান।

হিমু। তবে চল সর্দ্দার! তোমার পাহাড়ীদের নিয়ে পাহাড়ের মত শত্রুর বুকে চেপে প'ড়্‌বে চল। তবে চল আহম্মদ! জলোচ্ছ্বাসের মত উদ্দাম উত্তেজনায় শত্রুর অস্তিত্ব ভাসিয়ে দেবে চল! আর মা কালী! স্বার্থের তাড়না নয় মা, প্রাণের উন্মাদনায় নয়, সহজ সরল বিশ্বাসে তোমার সন্তান আজ যে দায়িত্বের তলায় মাথা পেতে দিয়েছে, সে মাথায় তোমার করুণার ধারা ঢেলে দাও—বরাভয় সরিয়ে নিওনা

মা! আজ হিন্দুর হৃদয়ে শক্তি দাও, তোমার অধঃপতিত হিন্দু-জাতির মুখপানে চাও। [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

ভিখারীর বেশে হিমুর পিতা দয়াল ও ভিখারিণীর বেশে মেহেরা। দয়াল সারেঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে ও মেহেরার গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

(গীত)

হায় খোদা তেরা দুনিয়া
তোহারি দৌলত মন
তোহারি রিয়াস্ত্রি—তোহারি বাদশাই
আদম তোহার জান।
খুন জখম সব তোহারি লীলা
আরাম দরদ লেকে জুয়ারী খেলা।
তোহারি মনসা মেহেরবাণী
তুহি মেহেরবাণ।
তোহারি কাম তুম করণে ওয়ালা
ভালাবুরা সোঁচ বিচার নিরালা
দুষমনি মিতালি তোহারি হুকুম
তুহি ভগবান।

দয়াল। বলি নাত্‌নি! যত বুড়ো সেজেছি—তত বুড়োত আমি নই নাত্‌নি!

মেহে। বুড়োদের ঐটে ভারী বুড়োমি ঠাকুরদা'। যত বুড়ো তারা সাজ্‌তে বাধ্য হয়, তারা যে তত বুড়ো এ কিছুতেই স্বীকার করে

না। তারা বলে, এই পিত্তির ধাতে, দাঁত গুলো প'ড়ে গেছে—আর বাতের যন্ত্রণায় চুলগুলো সব পেকে উঠেছে।

দয়াল। না, নাত্নি! এই পরচুলোর সহবাসে যদি আমার চুলগুলো সব ধপ্ ধপে হ'য়ে উঠে,—গরমে যদি সব হাঁপসে উঠে—নাত্নি!

মেহে। তা' যদি যায় ঠাকুরদা', মাথাটার বেমানানটা ঘুচে যাবে। তোমার প্রাণটা যেমন সাদা—মাথাটাও তেমনি সাদা হ'য়ে উঠ্বে।

দয়াল। না-না—ঠাট্টা নয় নাত্নি!—ঠাট্টা নয়!

মেহে। অচ্ছা ঠাকুরদা' তুমি ঠান্দিকে কেমন ভালবাস্তে?

দয়াল। কি রকম ভালবাস্তুম শুন্বি নাত্নি, শুন্বি; এই যেমন কি রকম ভালবাসতুম নাত্নি—এই যেন—এই যেন—দূর, না—আমি সুবিধে মত সহজ কথা ভেবে পাচ্ছি না। এই যেমন—

মেহে। কেন সহজ কথা পাচ্ছ না! এই ভঁইস যেমন পচা পুকুর ভালবাসে, পীলে রুগী যেমন কুলের আচার ভালবাসে, বাঁদরে যেমন কাঁচা তেঁতুল ভালবাসে; কেমন?

দয়াল। নাত্নি, যদিও আমি বাঁদর নই, কিন্তু সত্যি সত্যি ঠিক ওই রকমই; কিন্তু নাত্নি, ফুলের তোড়া নিয়ে বিদেশ চ'লেছি, সন্দেহ ক'রে যদি হঠাৎ কেউ আমার দাড়িতে হাত দিয়ে ফেলে!

মেহে। দাড়ি চাঁচা দেখে বুঝবে—কার বাগান থেকে মালির অজ্ঞাতে তুমি ফুল তুলে নিয়ে পালিয়ে এসেছ।

দয়াল। ওরে বাপ্রে তা হ'লে—

মেহে। কিছু ভয় নেই; বেগতিক দেখ্লেই বলা যাবে, তুমি আমার বুড়ো কত্তা; আর ঠাকুরদার সঙ্গে নাতনীর ছেলে বেলা থেকেইত এ সম্বন্ধটা থেকে যায়, তা যতই বুড়ো ঠাকুরদা হক না কেন।

দয়াল। তা হয় বটে! বেশ মিষ্টি; এর চেয়ে মিষ্টি সম্বন্ধ বুঝি পৃথিবীতে আর হয় না। সেই ভাল—সেই ভাল—

মেহে। বেশ তবে এখন চল ঠাকুরদা! যেমনটী শিখিয়েছি, কিন্তু ভুলনা; তুমি ইব্রাহিমের চোখে ধূলো দেবে, আর আমি আমার গুণধর স্বামী সিকন্দরের চোখে ধূলো দেবো। চল, অনেকদূর যেতে হবে।

দয়াল। কিন্তু নাত্‌নি, মাঝে মাঝে ওই মিষ্টি "কত্তা" কথাটী বলে ডাক্‌তে ভুলিস্‌নি। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পাঞ্জাব—দুর্গাভ্যন্তর।

সিকন্দরশা ও সভাষদগণ।

সিকন্দর। সরাপ—সরাপ—নাচনাওয়ালি।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও গীত)

যামিনী হয়নি ভোর।
ছি ছি সখা কেন নয়ন কোণে আইল ঘুমের ঘোর॥
জগত উজ্জ্বল স্নিগ্ধ বিমল তুমি যে হৃদয় শশী,
মোরা তারাদল, পুলক বিহ্বল তুহার কিরণে হাসি,
হের চাঁদ ঢালিছে সুধারাশি, পিপাসী হেরি চকোর।
তুমি ফুটাও অধরে হাসি, ছুটাও বিষাদরাশি,
মিটাও ক্ষুধিত তৃষিত চিত ঢালি সুধা মনোচর॥

সিক। (মদিরা জড়িত স্বরে) কি, এই গান গাইলে! মনে ক'রনা আমি বিলাসে মেতেছি; আমি একটা নেশা ছোটাতে আর একটা নেশা—না দাঁড়াও, একটা গান গাও দেখি—যাতে বোঝাবে আমি পাঞ্জাবের একজন দুর্দ্দান্ত সম্রাট।

(নর্ত্তকীগণের পুনঃ গীত)

তা বটে বঁধু তা বটে বঁধু তা বটে।
তুমি সবার সেরা নাইক জোড়া বুদ্ধি এমন কার ঘটে॥
বীরের সেরা বীর নাকি ছিল সেকন্দর,
যার দিগ্বিজয়ে দুনিয়াখানা কাঁপলো থর থর,
পুরুকে নিয়ে পিঠে, পালাল হাতী ছুটে ;
জয় ক'রে হিন্দুস্থান—উড়িয়ে নিশান ফিরলো দেশে খুব দাপটে,
ম'রে সে বেঁচে গেল (নইলে) বুঝতো বঁধুর কায়দানিটে।
জাঁহাপণা ঝাজলে পরে, বারুদে আগুণ ধরে,
হুঙ্কারে গগন ফাটে, আতঙ্কে পাহাড় ছোটে,
দুনিয়া পদে লোটে সানসার আমার শাসন চোটে॥

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

(মিনাখাঁর প্রবেশ)

মিনা। জনাব! জনাব! ভারী জাঁদ্রেল রকমের একটা ভিখারিণী। উঃ, কি রূপ! জনাব! কিরূপ! যেন—যেন—উঃ এমন রূপ চখে কখনও দেখিনি—জনাব! আমার হাত পা হিল্‌বিল্‌ ক'রে উঠ্‌ছে জনাব!

সিক। এঁ্যা—, বল কি! কিছু ভিক্ষে চাইছে না!

মিনা। ভিখারিণী গান ধরেছে, মনে হচ্ছে দুনিয়া যেন ঘুরপাক্ খেয়ে উঠ্‌ছে জনাব! ভিখারিণী কেবল কাঁদছে—কেবল কাঁদছে।

সিক। কাঁদ্‌ছে কেন?

মিনা। বড় বিপদ জনাব! ভিখারিণী তার ঠাকুরদার সঙ্গে ভিক্ষায় বেরিয়েছিল। দিল্লীতে তারা সম্রাট ইব্রাহিমশূরের লোক দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে, ইব্রাহিমের কাছে আনীত হয়, ভিখারিণীকে হস্তগত কর্‌বার জন্য ইব্রাহিম বৃদ্ধকে প্রলোভন দেখায়, অকৃতকার্য্য

হ'য়ে তা'কে প্রহার ক'র্‌তে থাকে, কিন্তু কৌশল ক'রে ভিখারিণী পালিয়ে এসেছে।

সিক। ইব্রাহিমের এত স্পর্দ্ধা! এত অত্যাচার! মিনাখাঁ! নিয়ে এস, ভিখারিণীকে নিয়ে এস—যাও,—দেরী ক'রনা—

(মিনাখাঁর প্রস্থান ও
মেহেরাকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

(স্বগত) সুন্দরী বটে—একটা মেয়েমানুষের মত মেয়েমানুষ বটে! মেহেরাকে এ বেশ পরালে বোধহয় এত সুন্দর দেখ্‌তে হ'ত না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা তুমি এখন যেতে পার। [মিনাখাঁর প্রস্থান।

সিক। এই আমি তরবারি স্পর্শ ক'রে শপথ ক'র্‌ছি, তোমার ঠাকুরদাকে আমি উদ্ধার ক'রব—তোমার উপর এ অত্যাচারের প্রতিশোধ নেব।

মেহেরা। চিরকাল আমিও আপনার ক্রীতদাসী হ'য়ে থাক্‌ব। হিমুর বিরুদ্ধে গোয়ালিয়র যাত্রা আমি স্থগিত ক'র্‌লুম। আগে ইব্রাহিমকে শাস্তি দিয়ে,—তারপর হিমুর ধ্বংসে অগ্রসর হব। এস'—(মেহেরার হস্ত ধরিলেন)

মেহেরা। না—না,—এখন আমায় ছেড়ে দিন, প্রাণে দুর্ব্বলতা আন্‌বেন না।

সিক। তুমি গাইতে পার? গাও—একখানা গান গাও—

(মেহেরার গীত)

কোই এইসি সখি চাতুর না মিলি
মোহে পিউকে দুয়ারে পৌছা দেতি।
সাত সমুন্দর পার বসে পিয়া
পাও চলেনেকি জোর নেহি।

সাঙ্গকি সখি কোই সাঙ্গ না চ'লেরে
পিউকে নাগর পৌছা দেতি।
দিলমে আওয়ে যোগীন বানু জি
মালেকে ভভুত মদিনে চলি
ওয়াহি মদিনেমে ভুল গেয়ি ম্যায়
যেইয়া পাঁকড় পৌছা দেতি।

সিক। সুন্দরী! সুন্দরী! না, আর দুর্ব্বলতা আন্‌বো না। মিনার্খাঁ! মিনার্খাঁ! (মিনার্খাঁর প্রবেশ) এই দুর্গের ভার তোমার উপর রইল। আমি ইব্রাহিমকে আগে শাস্তি দেব, তারপর হিমু। এস, সুন্দরী! সঙ্গে এস—

[সিকন্দর ও মিনার্খাঁর প্রস্থান।

মেহেরা। একেবারে চিন্‌তে পারেনি। খোদা! এমনি ক'রে সেই বৃদ্ধকে কৃতকার্য্য করো,—হিমুকে রক্ষা ক'রে পাঠানকে রক্ষা ক'রো। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দিল্লী—শিবির।

বেগে ইব্রাহিম শূরের প্রবেশ ও ঘণ্টাধ্বনি।

বেগে জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ।

ইব্রা। এই মুহূর্ত্তে সমস্ত ফৌজ গোয়ালিয়র পথে রওনা করে দাও,—কাফের হিমুর রক্তাক্ত দেহের উপর, আদিলশার ছিন্নমুণ্ডের উপর যখন তারা আমার সিংহাসন বিস্তৃত ক'র্‌তে পার্‌বে, তখন তারা আহার পাবে, নিদ্রার সময় পাবে; যাও—

(সৈন্যাধ্যক্ষের প্রস্থান ও জনৈক সৈন্যের প্রবেশ)

সৈন্য। জনাব! একজন ভিখারী আপনার সাক্ষাৎ চায়।

ইব্রা। ইব্রাহিমশা দিল্লীর সম্রাট। ভিখারিকে সপ্তাহকাল অপেক্ষা ক'র্‌তে বল।

সৈন্য। জাঁহাপনা! ভিক্ষুক হাপুষ নয়নে কাঁদ্‌ছে আর ব'ল্‌ছে, জাঁহাপনার বড় আদরের সংবাদ তার কাছে আছে।

ইব্রা। বেশ, নিয়ে এস শীঘ্র যাও।

[সৈন্যাধ্যক্ষের প্রস্থান ও ভিক্ষুককে লইয়া প্রবেশ এবং পুনঃ প্রস্থান]

মুহূর্ত্তমাত্র সময় ভিক্ষুক! বিলম্বে প্রাণহানীর সম্ভাবনা—

দয়াল। জাঁহাপনা! সিকন্দরপত্নী মেহেরাকে আপনি কি চিন্‌তেন?

ইব্রা। চিন্‌তুম—চিন্‌তুম—প্রাণ দিয়ে চিন্‌তে যাচ্ছিলুম, এমন সময়—যাক্; বল ভিক্ষুক! বিলম্ব ক'রনা!

দয়াল। মুহূর্ত্ত উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, বিদায় দিন—প্রাণের ভয় ত আছে জনাব!

ইব্রা। ভিক্ষুক! বল, আমি ক্ষমা চাইছি।

দয়াল। কি জানি কি অভিপ্রায়ে মেহেরা ছদ্মবেশে আমাকে নিয়ে আপনার উদ্দেশে যাত্রা করে; পথে আপনি পাঞ্জাবের সম্রাট হ'য়েছেন, এই ভুল সংবাদ পেয়ে আমরা পাঞ্জাবে উপনীত হই। কিন্তু দেখলুম, পাঞ্জাব সম্রাট ইব্রাহিমশা নন, পাঞ্জাব সম্রাট্ সিকন্দর। ভয়ে কাঁপতে লাগলুম জনাব! পালিয়ে আস্‌তে চেষ্টা ক'র্‌লুম, আমি পারলুম, কিন্তু মেহেরা পারলে না জনাব! মেহেরাকে রক্ষা করুন—বোধ হয় এখনও সে ছদ্মবেশ গোপন রাখতে পেরেছে।

ইব্রা। বেশত স্ত্রী স্বামী সঙ্গ লাভ ক'রেছে।

দয়া। না জনাব! মেহেরা আপনার নাম স্মরণ ক'রে যাত্রা

ক'রেছে, আপনার নাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে পথ হেঁটেছে, আপনার কথা পথিককে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে ক'র্‌তে এসেছে।

ইব্রা। একদিন মেহেরা তার বুকভরা উচ্ছাস এই তপ্তদেহে ঢেলে দিতে এসেছিল, একদিন সে আমায় সিকন্দরের হাত হতে বাঁচিয়েছিল; আবার আজ সে আমার নাম ক'রে বেরিয়েছে,—ভিক্ষুক!

দয়াল। জনাব!

ইব্রা। সিকন্দর—যে তোমাকে চায়না, তাকে তুমি জোর ক'রে ধ'রে রাখ্‌তে চাও? না, শাস্তি দেব। ভিক্ষুক—না, দাঁড়াও—(সবেগে ঘণ্টাধ্বনি করিল—সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ) সমস্ত ফৌজের মুখ্ ফিরিয়ে নাও—পাঞ্জাবের পথে রওনা কর।

সৈন্যা। গোয়ালিয়র যাওয়া স্থগিত হ'ল? হিম্মুকে—

ইব্রা। প্রশ্ন ক'রনা, পাঞ্জাবের পথে রওনা কর—পাঞ্জাবের পথে রওনা কর। পাঞ্জাব ধ্বংশ ক'রে ইব্রাহিমের জয় পতাকা সিকন্দরের রক্ত কর্দ্দমে প্রোথিত কর। [প্রস্থান।

দয়াল। ঈশ্বর! কৃতকার্য্য হ'য়েছি। মেহেরা! তুমি যেখানে থাক, শোন—আমি কৃতকার্য্য হ'য়েছি। [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

নদী বক্ষে প্রশস্ত সেতু।

আহম্মদ ও মেহেরার প্রবেশ।

মেহেরা। কত দূর—কত দূর!

আহ। কার্য্য শেষ ক'রে এসেছি মা! এমন ক'রে সেতুর দুধারে স্তূপাকার বারুদ মাটীতে পুঁতে রেখে এসেছি যে, একটা কণা

আগুন তাতে গিয়ে পড়্‌লে এক্‌বারে সমস্ত সেতুটা দেখ্‌তে না দেখ্‌তে উড়ে যাবে।

মেহেরা। চমৎকার! যে মুহূর্ত্তে সমস্ত সেতুটা পাঠান সৈন্যে পূর্ণ হ'য়ে যেতে দেখ্‌বে, সেই মুহূর্ত্তে বন্দুকের আওয়াজ ক'রে, সমস্ত বারুদ জ্বালিয়ে দেবে—যাও— [আহম্মদের প্রস্থান।

মেহেরা। একি অসম সাহসিকতায় আমার বুক ভরিয়ে দিলে খোদা! এক্‌দিকে যে আমার বড় স্নেহের ভগ্নিপতি ইব্রাহিম, তার সমস্ত শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে—আর এক্‌দিকে যে আমার জীবনের সর্ব্বস্ব আমার স্বামী তার বিপুল বাহিনী নিয়ে অবসর খুঁজ্‌ছে—খোদা! আজ্‌ যদি সব যায়!

(দয়ালের প্রবেশ)

দয়াল। তাই বল্‌ছি, আর অগ্রসর হ'য়ে কাজ নেই মেহেরা! তোর প্রাণে দুর্ব্বলতা রয়েছে—নারি! সিকন্দর যে তোর স্বামী! তাকে কি তুই এতবড় বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারিস! না—সাবধান! তুই জানিসনা—সে বড় দুঃখ—বড় কষ্ট—বড় যন্ত্রণা!

মেহেরা। তবে ফিরে যাব?

দয়াল। ফিরে চ',—পালাই চ',—হিন্দু যায় কিসের ক্ষতি! একটা দোকানদারের জন্য—

মেহেরা। না না সেত দোকানদার নয়—সে যে আমার সন্তান—সে যে আমায় মা ব'লে ডেকেছে—না না,—ফিরবো না—আর দুর্ব্বলতা নেই—যাও বৃদ্ধ—এই শুভ মুহূর্ত্ত ব'লে, ইব্রাহিমকে সেতুর উপর অগ্রসর হ'তে বল। যাও—আজ সব যদি যায় কতটা যাবে! মরুভূমির বুকের উপর থেকে একটা কণা বালুকা উড়ে যাবে; কিন্তু থাক্‌বে—মস্তবড় একটা সৃষ্টি, থাক্‌বে হিন্দু—থাক্‌বে পাঠান—থাক্‌বে পাঠানের রাজ্য। যাও—অগ্রসর হও বৃদ্ধ!

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

(ইব্রাহিম ও সিকন্দরের সৈন্যগণে সেতু পূর্ণ হইবামাত্র বারুদ জলিয়া উঠিয়া সেতুসহ সৈন্যগণের জল নিমজ্জন ইব্রাহিম জলে পড়িয়া সাঁতার দিতে লাগিল।)

ইব্রা। ডুবে গেল, ডুবে গেল!—কি কুক্ষণে আমার সঙ্গ নিয়েছিলি ভিক্ষুক! কোথায় গেলি ভিক্ষুক—ওহো হো খোদা! শয়তানিতে বুক ভরিয়ে দিয়েছ—সামান্য ভিক্ষুকের ষড়যন্ত্র ভেদ্ ক'র্‌তে, এতটুকু শক্তি দিলেনা? (গড়াইতে গড়াইতে তীরে উঠিল।) ও:হো হো খোদা! কি ক'র্‌লুম—কি ক'রলুম—কি ক'রলুম!

(ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িল)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

প্রান্তর।

(মেহেরাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করিতে করিতে সিকন্দরের প্রবেশ)

সিক। সর্ব্বনাশি! সব ডুবিয়ে দিলি—আমার সাধের সাম্রাজ্য নদীর জলে ভাসিয়ে দিলি! শয়তানি! বল-কে তুই? বল—এ তোর ষড়যন্ত্র।

মেহে। সত্যই আমার ষড়যন্ত্র। বল নাথ! আমি কৃতকার্য্য হয়েছি। (পদ ধারণ) পাঠান হ'য়েও তুমি আজ পাঠানের কর্ত্তব্য ভুলেছ; কিন্তু সহধর্ম্মিনী আমি—বল, সে ধর্ম্ম আমি রক্ষা ক'রেছি।

সিক। এঁ্যা! একি মেহেরা! সর্ব্বনাশি! আজ তোকে হত্যা ক'রব! (অসি আঘাতে উদ্যত, বেগে দয়ালের পিস্তল হস্তে প্রবেশ ও পিস্তল লক্ষ্য করিয়া)

দয়াল। সাবধান! সিকন্দর!

সিক। শত্রু! শত্রু! চারিদিকে শত্রু! [প্রস্থান।

দয়াল। হুঁসিয়ার মেহেরা! সিকন্দরকে রক্ষা কর!

[উভয়ের প্রস্থান। (সিকন্দরের পুনঃ প্রবেশ)

সিক। কোন রকমে ভীলদের চোখের আড়াল ক'রেছি! কিন্তু কোন দিকে যাই? সৈন্য সব ছত্রভঙ্গ হয়ে প'ড়েছে, কি ক'রে আত্ম-রক্ষা করি; খোদা! আজ আমাকে রক্ষা কর,—কাফের আমায় চারদিক থেকে ঘিরেছে।

(হিমুর প্রবেশ)

হিমু। কিন্তু একটা দিক্‌ত খোলা রয়েছে সর্দ্দার!

সিক। হিমু! হিমু!

হিমু। পাঠান বীর! অভিমানে সব পণ্ড ক'রনা রাজ্যের লোভে বিবেক হারিয়োনা—স্বার্থের সেবায় একেবারে অন্ধ হ'য়ে যেয়োনা, পাঠানের রক্তে পাঠানের সিংহাসন ধৌত ক'রে শত্রুর হাতে তুলে দিয়োনা; হিমুর সৌভাগ্যে হিংসা ক'র না! হিমুর দায়ীত্বটুকু তোমরা গ্রহণকর—সে, তার দোকান ঘরে চ'লে যা'ক্।

সিক। কাফের—শয়তান!

(তরবারি উত্তোলন করিয়া হিমুর প্রতি আঘাত করিতে গেল)

হিমু। সাবধান সিকন্দর! (পিস্তল বাহির করিয়া সিকন্দরের প্রতি লক্ষ্য) একটী বারও ভাব্‌লে না! প্রাণের ব্যাকুলতা,—বেদনার ভরে তার সমস্ত উচ্ছ্বাস তোমার পায়ে ঢেলে দিলে—মার্জ্জনা পেলে না! মূর্খ পাঠান! বিধাতার সমস্ত আশীর্ব্বাদ নিয়ে জন্মেও, এম্‌নি নির্জ্জীব হ'য়ে গেছ যে দেশকে ভালবাস্‌তে পার্‌লে না! রাজাকে ভালবাস্‌তে শিখ্‌লে না! না—এ পৃথিবীতে তোমার স্থান থাকা উচিত নয়—তোমাকে হত্যা ক'র্‌লে—কোন পাপ্‌ নেই।

(পিস্তল ছুঁড়িতে গেলেন, এমন সময়ে বেগে মেহেরার প্রবেশ)

মেহে। ক্ষমা—মন্ত্রি—ক্ষমা—

হিমু। কে মা তুমি রাজকার্য্যে বাধা দিলে!

মেহে। পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রনা মন্ত্রি! শুধু শোন, আমি নারী, বড় ব্যথা বুকে ক'রে—নারী আজ ছুটে এসেছে; ভিক্ষা দাও, ক্ষমা কর!

হিমু। একি! এ যে আমার মা!

মেহে। না মন্ত্রি! আমি তোমার শত্রু পত্নী।

হিমু। মা—মা—একি বেশ!

মেহে। ভিখারিনি। হিমু! ভিক্ষা দাও, স্বামীর জীবন ভিক্ষা দাও।

হিমু। স্বামী তোমার রাজদ্রোহী,—তার অত্যাচারের জন্য তোমায় দায়ী হ'তে হবে মা!

মেহে। তাই হলুম, এবার ক্ষমা কর মন্ত্রি। এইবার শেষবার।

হিমু। পাঞ্জাব সম্রাট সিকন্দরশা! মুক্ত তুমি। তোমার শিষ্টাচারে নয়, আমার দয়ায় নয়, তোমার সতী সাধ্বী স্ত্রীর দয়ায় তুমি মুক্ত!

সপ্তম দৃশ্য।

প্রাসাদ কক্ষ।

(আমিনা ও নর্ত্তকীগণ)

আমিনা। দেখ্ যেমনটী শিখিয়ে দিয়েছি! আজ যদি তার মন মজাতে পারিস,—তাহ'লে তোদের সর্ব্বাঙ্গ আমি হীরে জহরৎ দিয়ে মুড়ে দেব। বুঝ্লি? ঐ আস্ছে! যাই, তোরা—বুঝ্লি?

[প্রস্থান।

(হিমুর প্রবেশ)

(নর্ত্তকীগণের গীত)

এস অরাতি দমন, রমণী-মোহন, এস গলে ধর ফুলহার।
দেহ অনুমতি, অবলার গতি, দিই ঢেলে পদে সুধাভার॥
এ সুধা লহরে, যতনে আদরে রেখেছি জ্যোছনা রাশি,
আছে গো ডোবানো, মরমে জড়ান, শরত চাঁদের হাশি,
আছে নন্দনসার সুরভি সম্ভার।
মরম মাঝে বাজে কি মধু ঝঙ্কার॥

হিমু। এখানে কেন—এখানে কেন—এ পাহাড়ের গহ্বরে—কে তোমাদের প্রবেশাধিকার দিলে? পৃথিবীর কেউ কি তোমাদের আশ্রয় দেয়নি? সংসার কি আজ সংসার ধর্ম্ম ভুলে গিয়েছে?

নর্ত্তকী। (সভয়ে) না—না—আমরা যাচ্ছি—যাচ্ছি—সম্রাজ্ঞীকে বলিগে—যে আমাদের দ্বারা হ'ল না। [সকলের প্রস্থান।

হিমু। চলে গেল—হ'লনা কিন্তু কি ব'লে গেল—'সম্রাজ্ঞীর আজ্ঞা!'

(সম্রাজ্ঞীর পরিচ্ছদে আমিনার প্রবেশ)

আমিনা। হঁা—আমার আজ্ঞা হিমু! এত বড় একটা সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা স্থাপন ক'রে এলে, বিনিময়ে কিছু চাওনা? হীনবুদ্ধি দোকানদার! ভাব—ভাব—একবার আমার দিকে চেয়ে দেখ। দেখ, এই রূপ। না না—ভ্রুকুটী কেন! ইতস্ততঃ কেন? সন্দেহ হ'চ্ছে? না—না—অসম্ভব নয়! একটা বাঁদী—আমার বুকের উপর দাঁড়িয়ে নৃত্য ক'রছে, আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ ক'রে আনন্দ উপভোগ ক'রছে; সব ভুলে গেছে, অতীতের স্মৃতি মুছে ফেলে দিয়ে' স্বামী আমার—এখন সেই কুহকিনীর কুহক রাজ্যের গোলাম হ'য়ে আছে—আর আমি—না—না—আমি পারব কেন? রক্ত মাংসে এই রূপের প্রতিষ্ঠা, প্রবৃত্তি কেমন ক'রে ভুলব, প্রবৃত্তি কেমন ক'রে ভুলব?

হিমু। নারি! তুমি যে সাম্রাজ্যের জননি—তুমি যে প্রবৃত্তির গর্ভধারিণি! নানা—ছলে তুমি আজ হিমুকে পরীক্ষা ক'র্‌ছ, বড় নীচু থেকে হিমু আজ উঁচুতে উঠেছে, বল মা! তুমি তা'কে সংযম শিখাচ্ছ?

আমিনা। না না, ও সম্ভাষণ ক'রনা! মুগ্ধ হ'য়েছি! তুমিও মুগ্ধ হ'তে চেষ্টা কর হিমু! এই রূপে বাদশাও একদিন মুগ্ধ হ'য়েছিল। একবার চেয়ে দেখ,—আমার এই বিশ্ববিমোহন কটাক্ষে একটা কটাক্ষ কর,—এ রূপে তুমিও মুগ্ধ হবে। দেখ—দেখ—এই রূপ—এত রূপ!

হিমু। তাইত! এত রূপ! এত রূপ!—দেখেছে, হিমু অবাক হ'য়ে দেখেছে। নারী! হিমু দেখেছে—সারা জগৎ তোর রূপের প্রভায় মোহিত হ'য়ে পড়ে আছে। জননী! রূপ যে তোদের স্তন্য দুগ্ধে মা! শিশুর হাসিতে তাইত এত রূপ। নারী! রূপ যে তোদের পুতঃ আত্মার পবিত্র প্রেমে—বিশ্ব প্রেমের তাইত এত রূপ মা! মা মা! রূপ যে তোদের সুখে, দুঃখে, কষ্টে, সহিষ্ণুতায়,—উপেক্ষিত সংসার ধর্ম্মের তাইত এত রূপ মা! নারী! রূপ যে তোদের সেবায়, নিষ্ঠায়, ব্রতধারণে—সাধনার আজ তাইত এত রূপ মা!

আমিনা। না না, তোমায় ভালবাসি আমি, এস—এস—যেয়োনা! (অগ্রসর হইলেন)

হিমু। স্থির হ'য়ে দাঁড়াও সম্রাজ্ঞী! না না, আর সম্রাজ্ঞী ব'লে সম্মান ক'র্‌তে পারিনা। রাজলক্ষ্মীর আবরণে একি বীভৎস মূর্ত্তি লুকিয়ে রেখেছিস! সর্ব্বনাশী! জন্মার্জ্জিত কি অভিশাপে আজ নারীত্ব বিসর্জ্জন দিলি! মা ব'লে ডাকলুম, একটু দয়া হ'লনা! যে নাম শুন্‌লে পুত্র শোকাতুরা জননীও তার পুত্রহন্তাকে ক্ষমা করে, যে নামে ঘৃণিত বারবিলাসিনীরও প্রাণে মাতৃস্নেহের ক্ষীর-ধারা সঞ্চারিত হয়, সে নামে তোর প্রাণে একটু করুণা জাগলো না! না—না—তা হবেনা। ঈশ্বরের

এমন একটা মধুর দান "মা" নাম—সন্তানের এমন একটা সম্পত্তি "শোক দুঃখ হরা মা নাম"—আজ যদি তুমি কলুষিত ক'রে দাও,—তাহ'লে সৃষ্টির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে—শিশু মা নাম শুনে কেঁদে উঠ্‌বে, মার ক্রোড়ে উঠ্‌লে মূর্চ্ছিত হবে।

আমিনা। স্পর্দ্ধিত কাফের! যে করুণায় ঐ ঘৃণিত দোকানদারের মাথায় আজ রত্নখচিত উষ্ণীষ পরেছ, জান—সেই করুণার একটু বিপর্য্যয়ে সেই মস্তকে বজ্রাঘাত হ'তে পারে।

হিমু। রাক্ষসী! না না, মা ব'লে ডেকেছি। এই নে মা, যে উপহার একদিন বড় আদর ক'রে এ দীনের মাথায় তুলে দিয়েছিলি—সে উপহার আজ ঘৃণায় পরিত্যাগ ক'র্‌লুম। (পদতলে মুকুট স্থাপন) দোকানদার, দোকানদারী ক'র্‌বে, এই নে পরিচ্ছদ। (পরিচ্ছদ খুলিতে লাগিলেন) এ রাজপরিচ্ছদ দোকানদারের জীর্ণ মলিন বস্ত্রের অবমাননা ক'রেছে।

আমিনা। সঙ্গে সঙ্গে তবে ওই প্রাণটুকুও ত্যাগ ক'রে যাও কাফের। (পিস্তল উত্তোলন)

(চাঁদের প্রবেশ)

চাঁদ। হাঁ হাঁ—বধ কর্‌, বাঁদী! বধ কর। ও পিস্তলে হবেনা,—এই নে ছুরি, বুক চিরে দেখে যা, স্বর্গের কোন অমৃতসিঞ্চিত উপাদানে এ দীনের আত্মা গঠিত! কোন্ মহাপুরুষের আশীষ স্পর্শে এ দীনের আত্মা এত পবিত্র! ব্যাভিচারিণী সাবধান! আমি তোকে চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী ক'র্‌লুম।

আমিনা। শুনেছে—দেখেছে—সকলে দেখেছে,—তবে আর কজনকে হত্যা ক'র্‌ব? একজন যদি বেঁচে থাকে সেই বাঁদীর ঘোর পরাজয়ের কথা দুনিয়ায় রাষ্ট্র ক'রে দেবে। না, না, তবেনা। (পিস্তল নিক্ষেপ) সম্রাজ্ঞি! এই নাও তোমার মুকুট, এই নাও তোমার

রসুন্দ। বাঁদী চুরী ক'রে এনেছিল; রূপে মুগ্ধ হ'য়ে আসেনি, গুণে মুগ্ধ হ'য়ে আসেনি,—কাফেরের উপর আধিপত্য পেতে ব'সে অর্দ্ধচর্ব্বিত সাম্রাজ্য খানা আরও ভাল ক'রে চর্ব্বন ক'র্ব্বে ব'লে এত ষড়যন্ত্র ক'রেছিল। বড় দুঃখ বড় যন্ত্রণা; যে রূপে তোমার সর্ব্বনাশ ক'রেছি, সেইরূপে একটা হীন দোকানদারের ক্ষুদ্র একটু প্রাণকে চঞ্চল ক'রতে পারলুম না! এই কাফেরকে আশীর্ব্বাদ কর সম্রাজ্ঞী! এ কাফের শুধু তোমার রাজ্য উদ্ধার করেনি, এই ভুজঙ্গিনীর গ্রাস থেকে তোমার বড় আদরের বাদশাকে উদ্ধার ক'রেছে। অভাগিনি, আজ ভাগ্যবতী তুমি, আজ তুমি স্বামী ফিরে পেলে। [প্রস্থান।

হিমু। মা,মা—আমায় ক্ষমা কর—আশীর্ব্বাদ কর মা!

চাঁদ। আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ব হিমু! রাজা হও বাদশা হও ব'লে আশীর্ব্বাদ ক'রবনা, সুখী হও শান্তি পাও ব'লে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বনা। আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'রব হিমু! যে আশীর্ব্বাদ বাদশার মুকুটের মহিমার চেয়ে মহিমময়—দেবতার দেবত্ব যা থেকে বড় নয়। হিমু—চরিত্রবান হও—এমনি চরিত্রবান থেকে, জীবনের অস্তিত্ব সফল কর, এমনি চরিত্রবান থেকে জগৎকে চরিত্র শিক্ষা দাও,—দুনিয়ার পিশাচত্ব দূর ক'রে দাও।

চতুর্থ অঙ্ক।
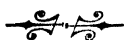
প্রথম দৃশ্য।

দরবার।

সিংহাসনে আদিলশা, পার্শ্বে আমিনা ও সভাসদগণ।

আদিল। শুনুন সভাসদগণ! এই নারী একদিন আমার বাঁদী ছিলেন, এঁরই জন্য আমার রাজ্য, এঁরই জন্য আমার সিংহাসন। ইনিই আমার জন্য সেই শিশুকে হত্যা ক'রেছিলেন; আমি এঁকে আমার প্রধানা বেগম ক'র্‌তে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেম; আজ সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা ক'র্‌তে আমি দরবার ক'রেছি। (আমিনার প্রতি) আসুন সম্রাজ্ঞি! আপনার আসন গ্রহণ করুন। কেবল একটা কথা বলিনি; বাদশা হ'য়ে আমি আমার সেনাপতিত্ব, মন্ত্রীত্ব, রাজস্ব---সব আপনাদের প্রিয় হিমুকে অর্পণ ক'রেছি। আমার সহবাসে আর ঐশ্বর্য্য প্রসব ক'র্‌বে না ব'লে, এই ব্যাভিচারিণী আমার বেগমের পোষাক চুরি ক'রে বেগমসেজে হিমুকে ভোলাতে গিয়েছিল। অকৃতকার্য্য হ'য়ে যেন হঠাৎ সংসারে বিরাগ এসেছে—এই ভান্ দেখিয়ে, বিদায় নিতে গেছলো; কিন্তু আমি কি তাকে বেগম না ক'রে বিদায় দিতে পারি?

১ম সভাসদ। শয়তানি—শয়তানি—পিশাচি—রাক্ষসি!

২য়। আমাদের দেবতার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে গেছ্‌লো, রাক্ষসি!

আদিল। আপনাদের চোখে এ যদি শয়তানীই হয়, তবে বলুন, এ শয়তানীর শাস্তি কি? বলুন, যাঁর যা ইচ্ছা? এই আমি একে সিংহাসন হ'তে নামিয়ে এনেছি; বলুন, কি শাস্তি! বেত্রাঘাত ক'রব, না লোহার মুগুর এর গলায় বেঁধে ছেড়ে দেব? পিঁজরেয় পুরে একে সারা পৃথিবী ঘুরিয়ে আনব?—না, একটী একটী ক'রে অঙ্গ কেটে দেব?—না,—চোখ দুট উপড়ে নেব? না,—এই অসির দ্বারা দ্বিখণ্ড ক'র্‌ব? বলুন, আমি স্থির থাকতে পার্‌ছিনা।

২য় সভা। বেত্রাঘাত করুন—পিঁজরায় পুরুণ, জলে ডুবিয়ে দিন—

৩য় সভা। ব্যাভিচারিণীর শাস্তি শাস্ত্রে নেই, এই কুলটাকে গলা টিপে মারুন।

(হিমুর প্রবেশ)

হিমু। বটে—বটে,—শাস্ত্রবিৎ বটে!—বীর বটে! ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ! একটা ক্ষুদ্র দুর্ব্বল প্রাণহীন নারী,—এত ক্ষুদ্র, এত দুর্ব্বল, এত প্রাণহীন যে, সে নিজের ভার নিজে বইতে পারেনি,—নিজের অস্তিত্বের দিকে নিজে তাকিয়ে দেখ্‌তে ভুলে গেছে,—তার স্বভাব সুলভ অপরাধ নিয়ে তোমাদের সুমুখে দাঁড়িয়ে,—আর তোমরা বীর, তোমরা আত্মাভিমানী, তোমরা রাজ্যের রক্ষক, সাম্রাজ্যের সংস্কারক,—তোমরা কোন শাস্ত্রে তার শাস্তি খুঁজে পাচ্ছনা! কেউ পিঁজরেয় পুরে রাখছ, কেউ জলে ডুবিয়ে দিচ্ছ, কেউ একটা একটা অঙ্গ কেটে দিচ্ছ, অথচ তার কোন অপরাধ নেই। ধিক্ তোমাদের!

আদিল। আমার হুকুম, আপাততঃ বেত্রাঘাত কর!

(একজন অগ্রসর হইল)

হিমু। সাবধান! একটী আঙ্গুল পর্য্যন্ত তুলনা!

আদি। হিমু! এই বাঁদীই তোমাকে হত্যা ক'র্‌তে গেছলো, এই বাঁদীই তোমার শক্র!

হিমু। শক্র! নারী হিমুর শক্র! না সম্রাট! এমন অভিশপ্ত জীবন নিয়ে সে পৃথিবীতে আসেনি! এ নারী আমার শক্র নয়, আমার বড় অভাগিনী জননী। যাও মা,—কোন ভয় নেই। কেউ তোমার লাঞ্ছনা ক'রবে না—যাও,—এ রাজ্য হ'তে প্রস্থান কর।

আমিনা। যাব—যাব—আদিলশা! মুক্তি পেলুম ব'লে ভুলবনা, এবার তোমার জন্য মুক্তি নিয়ে আস্‌ব। [বেগে প্রস্থান।

হিমু। সভাসদগণ! এই বাঁদীর অপরাধের জন্য দায়ী বাঁদী নয়, দায়ী তোমাদের সম্রাট। কই, তাকে শাস্তি ত তোমরা দিলে না! রাজা ব'লে ভয় পেলে! তবে তোমরা কিসের প্রজা, কিসের সংস্কারক, কিসের রক্ষক? অপরাধী রাজা—প্রজার শাস্তি নিতে বাধ্য। আর সম্রাট—

আদি। আমি প্রস্তুত। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য পৃথিবীর যে কোন দণ্ড,—আমি যে কোন প্রজার হস্ত হ'তে নিতে প্রস্তুত।

হিমু। প্রস্তুত! তবে আমার দণ্ড নিন্। শুনুন সম্রাট! এ সিংহাসনের আজ থেকে আপনি কেউ নন্। এ রাজ্যের রাজা আমি। (সিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন) সভাসদগণ! যদি আমার শাসনে সুখী হয়ে থাকেন, আমার আশ্রয়ে আপনারা সমৃদ্ধি লাভ ক'রে থাকেন, আমায় যদি ভালবাসেন, তবে আমার অভিষেকে জয়ধ্বনি করুন।

সকলে। যাঁর জন্য আজ পাঠান—পাঠান, শক্র মিত্রকে যিনি এক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছেন, তাঁর অভিষেকে জয়ধ্বনি করবনা? 'জয় হিন্দুবীর হিমুর জয়'।

হিমু। উত্তম! বাইরে অপেক্ষা করুন! সমস্ত নগরে ঘোষণা ক'রে দিন,—বাদশাকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে আমি সিংহাসনে ব'সেছি।

আমার স্বপক্ষে যদি কেউ থাকে, তাদের এ আনন্দে যোগদান দিতে বলুন, বিপক্ষীয়গণকে যুদ্ধসজ্জা ক'র্‌তে বলুন, যান—

[সভাসদগণের প্রস্থান।

কে আছ, সম্রাজ্ঞীকে সংবাদ দাও, আমি বাদশাকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে সিংহাসন গ্রহণ করেছি। সম্রাট! এ দণ্ড কি সহ্য ক'র্‌তে পারছেন?

আদি। হিমু! আমি মানুষ হয়েছি, এ দণ্ড কেন? আজ যদি তুমি আমাকে হত্যা ক'র্‌তে এস, তাহ'লেও যেমন স্থির দাঁড়িয়ে আছি —তেমনি স্থির থাক্‌ব।

হিমু। প্রয়োজন হয়—হত্যাও ক'র্‌তে হবে।

(চাঁদের প্রবেশ)

চাঁদ। একি সত্য না স্বপ্ন! না, কখনও সম্ভব নয়!

হিমু। কেন সম্ভব নয়! রক্তমাংসে এ দেহ তৈরী কেন সম্ভব নয়?

চাঁদ। অসম্ভব! যে চরিত্র জয় ক'রতে পারে, সে দেবতা।

হিমু। ভুল, ভুল—একেবারে ভুল! চরিত্র জয়—সেত না করাই লোকসান! যেখানে সমৃদ্ধি আছে, নাম আছে, সেখানে হিমু ঠিক্ এই রকম; তা যদি না হবে, তবে সে এ প্রাণপণ পরিশ্রম ক'র্‌বে কেন? কার জন্য সে আহার নিদ্রা ত্যাগ্ ক'রে, এতদিন ঘুরে বেড়িয়েছে! পাঠান তার কে? কেউ নয়। হিমু নিজের জন্য এতদিন অগ্রসর হ'য়েছে, সুযোগ বুঝে আজ সিংহাসন গ্রহণ ক'রেছে।

চাঁদ। এও যদি সম্ভব হয়, তবে, ঈশ্বর! তুমি বিচার কর। কিন্তু তুমি আমায় প্রকাশ্য দরবারে এনে অপমানিত ক'র্‌লে?

আদিল। অপমানিত ক'রেছে! নির্ব্বোধ নারি! সন্তানের জননী হয়েও পুত্রবাৎসল্য ভুলে গেলে? আদর যত্নে শুশ্রূষায় যে সম্পত্তি এতদিন ধরে সঞ্চয় ক'রেছিলে, একদিনের একটা আন্দোলনে,

একদিনের একটা বিপর্য্যয়ে আজ তা বিলিয়ে দিতে ব'সেছ! চাঁদ! এতদিন ছিলে তুমি রাজার রাণী, আজ হ'তে হ'লে রাজার জননী।

চাঁদ। ঠিক্ ব'লেছ। জ্ঞানহীনা দুর্ব্বলা নারী আমি, বুঝ্তে পারিনি। পুত্র! তুমি চিরজয়ী হও! ক্ষুদ্র থেকে আজ তুমি আমাকে বৃহৎ ক'রে দিয়েছ, অণু পরমাণু থেকে সারাসৃষ্টিতে ছড়িয়ে দিয়েছ, আদর ক'রে ডেকে আমায় পূজা দিয়েছ।

হিমু। আর কি ব'ল্ব? আর কি ক'রব? এই তুচ্ছ লিপিগুলি নিয়ে আর কতদূর অগ্রসর হব? হিমু, ধন্য তুমি! তোমার রাজাকে এমন ক'রে সেবা করতে পেরেছ যে, তোমার অত্যাচার, দুষ্ট সন্তানের অত্যাচারের মত আনন্দে তাঁরা সহ্য ক'রেছেন। সম্রাট! আমায় ক্ষমা করুন,—এই পত্রগুলি পাঠ করুন। (পত্র প্রদান)

আদিল। (পত্র পাঠ করিয়া) আমি তোমায় বন্দী ক'রব, তোমার পরাক্রম দেখে—পাছে তুমি আমায় হত্যা কর, আমি ষড়যন্ত্র ক'রছি—হাঃ হাঃ—তাই বুঝি এই পরীক্ষা?

হিমু। না সম্রাট! শুধু সে জন্য নয়। এ লিপিগুলি থেকে বুঝ্তে পারছেন, পুরী এখনও শত্রুশূন্য হয়নি, এখনও আমার উপর নির্ভর ক'রে, অজ্ঞাতে কেউ কেউ ষড়যন্ত্র ক'রছে। আমি তাদের ভুল ভেঙ্গে দিতে চাই, সকলের সমক্ষে আমি তাদের দেখাতে চাই যে, আমি রাজ্যের প্রয়াসী নই, আমি রাজার সেবার প্রয়াসী,—আমি তাদের শেখাতে চাই,—রাজার সেবা কেমন ক'রে ক'র্তে হয়,—প্রজার মত প্রজা কেমন ক'রে হ'তে হয়। মা, মা! তাই এই অনুষ্ঠান;—সিংহাসন গ্রহণ করুন সম্রাট!—সিংহাসন গ্রহণ করুন সম্রাজ্ঞী! সন্তানের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, পুত্রের হিতের জন্য কখনও যা হয়নি' আজ তোমাকে তাই ক'র্তে হবে। প্রকাশ্য দরবারে, শত চক্ষুর সামনে, মাতৃস্নেহের তরল আশীর্ব্বাদ নিয়ে

দাঁড়াতে হবে; আর হিমু দেখাবে, এই তার সম্রাট—এই তার জননী।

আদি। দেবতা তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।

[নেপথ্যে—"জয় হিন্দুবীর হিমুর জয়!"]

(সভাসদ্‌গণের প্রবেশ)

১ম সভা। একি মন্ত্রি! আপনি সিংহাসন ত্যাগ ক'রেছেন?

হিমু। হ্যাঁ, মহাশয়!

১ম সভা। কেন?

হিমু। আপনাদের কৃতঘ্নতায়। আপনাদের হাতে প্রাণ যাবার ভয়ে।

১ম সভা। আমাদের কৃতঘ্নতায়! আপনাকে রাজা পেলে—

হিমু। খুব সুখী হ'তেন, কেমন—ছিঃ! আপনারা না পাঠান, আপনারা না রাজ্যের রক্ষক? নিঃস্বার্থে আপনাদের জন্য পরিশ্রম ক'রেছি ব'লে, আপনারা আমাকে দেবতা মনে ক'রলেন—রাজাকে ভুলে গেলেন? চক্ষের সমক্ষে একটা বিধর্ম্মী আপনাদের রাজাকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে, সিংহাসনে ব'স্‌লো, তা আপনারা স্থির হ'য়ে দেখলেন? একবার ভেবে দেখ্‌লেন না, কে আমি—পাঠানের সঙ্গে আমার কতটা সম্বন্ধ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আজ যদি আপনারা আমার চুলের মুঠি ধ'রে সিংহাসন হ'তে নামিয়ে দিতেন, তাহ'লে বুঝতুম—আপনাদের প্রাণ আছে, আপনাদের মস্তিষ্ক ঠিক আছে—একটা লক্ষ্য আছে। আর বুঝতুম, আমার এতদিনের পরিশ্রম সফল হ'য়েছে। আমি আপনাদের প্রজার মত প্রজা ক'রে তৈয়ের ক'রেছি।

আদি। না সভাসদ্‌গণ! আজ আপনারা আমার প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছেন, এতটা সম্মান, এতটা ভক্তি আমি কখনও পাইনি—কখনও পাব না; আজ আপনারা দেখিয়েছেন, যাকে আপনাদের

রাজা ভালবাসে, যাকে প্রাণ ভরে বিশ্বাস ক'রে, রাজ্যের সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে, সেই তাঁর প্রতি আপনাদের অতুল স্নেহ, অগাধ ভক্তি। সারাজীবন যে ভুল ক'রে এসেছে, সে যে একজন হিন্দুকে তার শাসন-রশ্মি ছেড়ে দিয়ে ভুল করেনি, এ প্রতিপন্ন ক'রে আপনারা আমায় বড় সম্মানিত ক'রেছেন। আমার দক্ষিণ বাহুর সম্মান ক'রে আমার শিরের সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছেন। নগরময় উৎসবের আয়োজন করুন! আজ আমি আপনাদের নাম ক'রে দীনদরিদ্রকে অর্থ বিলুব। যান্—

সভাসদ্গণ। জয় সম্রাট আদিলশার জয়!

হিমু। দাঁড়ান সভাসদ্গণ! আপনাদের মধ্যে পাঠানের শত্রু যাঁরা তারা শুনুন। আমার উপর ভরসা ক'রবেন না, সুবিধে হবে না; আর স্মরণ রাখ্‌বেন, ধন্য সে দেশ—যে দেশ রাজার পূজা করে।

সভাসদ্গণ। জয় সম্রাট আদিলশার জয়! [সভাষদ্গণের প্রস্থান।

চাঁদ। হিমু! মন্ত্রি! এই সিংহাসনে ব'সে একে পবিত্র ক'রেছ। কিন্তু এ সিংহাসন ত তোমার যোগ্য নয়, তোমার সিংহাসন আমাদের হৃদয়ে—মস্তকে—ওই স্বর্গে—। [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গোলাপবাগ।

রাম ও আহম্মদ।

রাম। আবার তুমি নির্জ্জনে দুলিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে এই গোলাপবাগে প্রবেশ করেছ আহম্মদ! তুমি জান, বাদশা তাঁর কন্যাকে আমার হস্তে সমর্পণ ক'র্‌তে কৃতসঙ্কল্প হ'য়েছেন।

আহম্মদ। তুমি জান রাম! যে, তুমি হিন্দু, দুলিয়া পাঠান কন্যা? তুমি জান, যাঁর কৃপায় আজ বাদশার বাদশাত্ব,—সেই হিন্দু

মন্ত্রী ছুলিয়াকে আমার হস্তে দেবেন স্থির ক'রেছেন? আরও বোধ হয় জান, ছুলিয়া আমায় ভালবাসে?

রাম। তোমার মন্ত্রীর কোন যুক্তি আর সেখানে খাটবে না। যাও এখনও প্রস্থান কর, অনধিকার চর্চ্চা ক'রনা, শান্তি পাবে।

আহম্মদ। উন্মাদ তুমি! তোমার ভাই তোমাকে শাস্তি দেবে।

রাম। দু'দিন পরে ভাইয়ের শির এই রামের কাছে নত হয়ে যাবে।

আহম্মদ। বল কি রাম! এতদূর অগ্রসর হ'য়েছ! কিন্তু হিন্দু তুমি, জান তোমায় মুসলমান হ'তে হবে?

রাম। হতে হবে কি? আমি মুসলমান হব।

আহম্মদ। মুসলমান হবে! ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রবে! একটা ক্ষুদ্র বালিকার জন্য—না, আমায় মার্জ্জনা কর, রাম। আর আমি এখানে আসূব না। [প্রস্থান।

রাম। না। এটা শুধু চালাকি। আমাকে অতর্কিত করবার জন্য, না, তা হবেনা,—মুর্খ আহম্মদ! তা হবেনা,—একটা নিষ্পত্তি চাই আজ— [তলোয়ার বাহির করিয়া প্রস্থান।

(ছুলিয়ার প্রবেশ)

ছুলি। এ মন্দ নয়, বেশ এ লোক দু'ট মজ্ গুল হয়ে আছে। তবে যখন থাকে থাকে তলোয়ারে হাত দিয়ে ফেলে, তখন একটু ভয় হয়! বাবা রামের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চাইছেন, তা হিঁদু জাতটা মন্দ কি—আর মন্ত্রীমশায় আহম্মদের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চাইছেন—খাসা সম্বন্ধ ক'রেছেন—খাসা সম্বন্ধ ক'রেছেন! তা' আহম্মদ ছোক্‌রাও ত বেশ! এখন আমি করি কি? কোন্‌টীকে রেখে কোনটীকে ভালবাসি? রহিমটীকে না রামটীকে ভালবাসি? আমার প্রাণ যে যায় যায় হ'ল।

(গীত)

কোনটী ওগো কোনটী ওগো ভালবাসি আমি কোনটী।
রহিমটী না রামটী—
ওগো তার যে ভাল নাকটী
ওগো তারওত ভাল চোখ দু'টী
(আবার) তার যে চন্দ্রবদন হইতে হয়গো সুধা বৃষ্টি
তার যে ভাল হাসিটী,
তারও ত ভাল কাশিটী।
তবে কোন্‌টী তবে কোন্‌টী যায় যায় ওগো প্রাণটী॥

দুলিয়া। (নেপথ্যে তাকাইয়া) কি সর্ব্বনাশ, বাবা আর মন্ত্রী মহাশয় যে এইধারেই আস্‌ছেন। এ বাগানে যখন, তখন আমার সম্বন্ধে কিছু আছেই। আচ্ছা, একটু আড়ালে যাওয়া যাক্। [প্রস্থান।

(হিমু ও আদিলশার প্রবেশ)

আদি। কই, কোথায় আহম্মদ! রামের সঙ্গে কলহের তার কোন অধিকার নাই। আমার কন্যা আমি রামকে সমর্পণ ক'রব।

হিমু। পাঠানবীর আহম্মদই বাদশাজাদীর উপযুক্ত। বাদশার নামে আমি তাকে আশ্বাস দিয়েছি। হিন্দু হিন্দুত্ব নষ্ট ক'র্‌বেন না।

আদি। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, ভঙ্গ ক'র্‌তে পারিনা। না, আমি ধর্ম্ম সমন্বয় ক'রবো, হিন্দু মুসলমানকে এক্ ক'র্‌ব। হিমু! আমি তোমার মত আত্মীয় লাভ ক'র্‌ব। [প্রস্থান।

হিমু। মা কালি! মা কালি! এ বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার কর!

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। আপনার ভাই আর আহম্মদ খাঁ, বাদ্‌শাজাদীর নাম ক'চ্ছে,—আর কাটাকাটি ক'র্‌ছে।

হিমু। বল কি! হত্যা কর্‌ব!—হত্যা ক'রব! রামকে হত্যা ক'র্‌ব। [বেগে হিমুর প্রস্থান।

(দুলিয়ার পুনঃ প্রবেশ)

দুলিয়া। এঁ্যা! এতদূর হ'য়েছে! আমার জন্য হিন্দু ধর্ম্মত্যাগ ক'র্‌তে উদ্যত হয়েছে! বেদনায় মন্ত্রী পাগল হ'য়ে তাঁহাকে হত্যা ক'র্‌তে ছুটেছে! না না, তা কেন হবে? আমার জন্য তা কেন হবে? ফিরোজ! ফিরোজ! তুমি যে আমার শূন্য হৃদয় পূর্ণ ক'রে বিরাজ ক'চ্ছ! আমায় উপায় ব'লে দাও! [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

গোলাপ বাগের অপর পার্শ্ব।

(রাম ও আহম্মদের প্রবেশ)

আহ। এখনও বল্‌ছি—স্থির হও রাম!

রাম। কোথায় পলাবে? যুদ্ধে মরা ভাল, পালান ভাল নয়;—আজ মীমাংসা চাই—(অস্ত্রাঘাত)

আহ। না, পারনা—আর তোমাকে ক্ষমা ক'রবনা—

(অস্ত্রাঘাত করিয়া আক্রমণ ও আদিলশার প্রবেশ)

আদিল। আহম্মদ! আমি পাঠান সম্রাট আদিলশা! আমার কন্যা আমি রামকে সমর্পণ ক'র্‌ব,—আমি ধর্ম্ম সমন্বয় ক'র্‌ব। হিন্দু মুসলমানকে এক্ ক'র্‌ব।

(আহম্মদ অভিবাদন করিয়া তরবারি কোষবদ্ধ করিল)

রাম। না না,—আদেশ করুন সম্রাট! যুদ্ধে আমাকে পরাজিত ক'রে, বাদশাজাদীকে গ্রহণ করুক। (অস্ত্রাঘাতে উদ্যত)

(হিমুর প্রবেশ)

হিমু। সাবধান, রাম! অবাধ্য যদি হও, হত্যা ক'র্‌ব।

রাম। হাঃ—হাঃ! তা' না ক'র্‌লে সুবিধে হবেনা ত? রামকে

হত্যা না ক'র্‌লে, ভবিষ্যতে রামের প্রতিপত্তির দ্বারে যে, মাথা নিচু ক'র্‌তে হবে! তাই ভেবে বুঝি পাগল হ'য়ে উঠেছ?

হিমু। ওহো ধিক্ আমায়—ধিক্ আমার ভ্রাতৃত্বে! অস্ত্রধর পাঠান-বীর! তস্কর আজ—পাঠানের মানমর্য্যাদা নষ্ট ক'র্‌তে উদ্যত।

রাম। ধর, অস্ত্র ধর—ভয় হয়,—তোমার মন্ত্রীকেও ডেকে নাও।

(অস্ত্রাঘাতে উদ্যোগ ও একজন খোজার প্রবেশ)

খোজা। জনাব! জনাব! বাদশাজাদী জহর খেয়েছেন।

আদিল। এঁ্যা! ঢুলিয়া বিষ খেয়েছে!

(টলিতে টলিতে ঢুলিয়ার প্রবেশ)

(রাম আহম্মদ সরিয়া দাঁড়াইল)

ঢুলিয়া। হাঁ বাবা! ঢুলিয়া বিষ খেয়েছে—বড় যন্ত্রণা হ'চ্ছিল—এখন সুস্থ হ'য়ে আস্‌ছে! (পতন)

আদি। বিষ খেয়েছিস্, মা! মা! একি ক'র্‌লি!

ঢুলি। কিছুনা বাবা! হিন্দুর—হিন্দুত্ব রইল, মুসলমানের মুসলমানত্ব রইল। তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হ'লনা। ঢুলিয়া জগতের এত গুলো কাজ ক'র্‌লে। আশীর্ব্বাদ কর বাবা! ঢুলিয়ার আত্মা যেন মুক্তিলাভ করে। ঢুলিয়া যেন ফিরোজের-কাছে—

আদিল। ঢুলিয়া ঢুলিয়া! তোর বুক আমিই ভেঙ্গে দিয়েছি। অধম পিতা রাজ্য লোভে পিশাচ হ'য়েছিল, অভিমানিনী মা আমার—তাই বুঝি কাঁদিয়ে চল্‌লি!

হিমু। কি ক'রলি! ঢুলিয়া ঢুলিয়া! কি সর্ব্বনাশ আমাদের মাথায় ঢেলে দিলি।

ঢুলিয়া। বাবা! মন্ত্রীর মনে কখনও কষ্ট দিয়োনা। মন্ত্রী মানুষ নয় বাবা! মন্ত্রী দেবতা; দেবতার মত দারিদ্রের জঠরে জন্ম নিয়ে, বড়

দুঃখী ব'লে আমাদের রক্ষা ক'রতে এসেছেন। কখন অবাধ্য হ'য়োনা।—কখনও তাঁর প্রাণে ব্যথা দিয়োনা।

হিমু। বাদ্শাজাদি! এইটুকু প্রাণে এতখানি উচ্ছ্বাস কেমন ক'রে ধ'রে রেখেছিলি? এমন আত্মবলিদান কে তোকে শেখালে দিদি? কিন্তু পার্লিনাত? হিমুর বুকের ব্যথা দূর ক'রে দিতে, তা যে সহস্রগুণে গুরু ক'রে চল্লি। শিরঃপীড়া দূর ক'রে দিতে শিরচ্ছেদ্ যে ক'রে দিলি! কি ক'র্লি! (অশ্রু বর্ষণ)

দুলিয়া। বাবা! বাবা!—মা-ক-ই-মা-ক-ই-(মৃত্যু)

আদিল। দুলিয়া দুলিয়া! মা আমার—চ'লে গেলি! যা মা—স্বর্গের দুলিয়া স্বর্গে চ'লে যা!—ভুলিসনি মা! ফিরোজের কাছ থেকে তোর অধম পিতার জন্য মুক্তি চেয়ে নিস। [প্রস্থান।

হিমু। রাম! দেখ্লি! যা, দূর হ'য়ে যা—দূর হ'য়ে যা!

[রামকে পদাঘাত ও রামের প্রস্থান।

আহ। খোদা! এর দায়ী আমি, আমাকে শাস্তি দাও! [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পাঞ্জাব উপকণ্ঠ।

বাইরাম, হুমায়ুন ও আকবর।

বাই। মহত্ব মহতের সম্রাট! কিন্তু সে মহত্বেও স্বার্থ ছিল। আপনি সীয়া সম্প্রদায় ত্যাগ ক'রে সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত হ'য়েছেন, তাই পারশ্য সম্রাট ত্রিশ সহস্র সৈন্য দিয়ে আপনার সাহায্য করে'ছিল।

হুমা। বুক্‌ভরা পিতৃরক্তের বিনিময়েও ভাই ভাইকে একটা হাত তুলে সাহায্য করেনা। না না, তিনি আমায় বিনামূল্যে বন্ধুত্ব দান করেছিলেন। বাইরাম! আজ তাঁরই কৃপায় কাবুল কান্দাহার জয় ক'রে আমার বড় সাধের হিন্দুস্থানের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি।

বাই। কোনরকমে এইবার পাঞ্জাবটা দখল ক'রতে পারলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

আক। বাবা! মোগল আবার ভারতের বুকের উপর মাথা তুলে দাঁড়াবে, ভারতবাসী আবার আপনার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেবে।

হুমা। আকবর! তোর মুখ যে, প্রাতঃসূর্য্যের মত উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল—এ দীপ্ত তুই কোথা হ'তে পেলি!

আক। শুনেছি বাবা, গুর্জ্জর সম্রাট বাহাদুর শার হস্ত হ'তে চিতোর উদ্ধার ক'রে, রাণা বিক্রমজিৎকে সিংহাসন দিতে গিয়ে, তুমি নিজের সিংহাসন হা'রয়েছিলে; নিজের বিপদ তুচ্ছ ক'রে, একগাছি সূত্রের অনুরোধে বিপন্ন ভগ্নীর উদ্ধারে গিয়েছিলে। ভারতবর্ষ এর প্রতিদান না দিয়ে থাকবেনা, ভারতবাসী আবার তোমার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেবে।

(আমিনা, ইব্রাহিম ও রামের প্রবেশ)

আমিনা। অসম্ভব, আবার সিংহাসন পাওয়া একেবারে অসম্ভব!

বাই। একি! কে তোমরা? চতুর্দ্দিকে সৈন্য-শিবির—সতর্ক প্রহরী সব শিবির রক্ষা ক'রছে, কি ক'রে তোমরা এখানে এলে?

আমিনা। কেন! এমনি ক'রে একটু হাসলুম, এমনি ক'রে একটা নয়না হানলুম, তোমাদের সতর্ক প্রহরীদের হাতের বন্দুক সব প'ড়ে গেল, আর এরা সব আমার পেছু পেছু এল। চঞ্চল হবেন না, আমরা শত্রু নই।

বাই। তোমরা যে শত্রু নও, কি ক'রে বিশ্বাস ক'রব?

আমিনা। শত্রু হ'লে, এই পিস্তলের আঘাতে তোমাদের ধরাশায়ী ক'রে এতক্ষণ প্রস্থান করতুম বাইরাম!

বাই। অদ্ভুত তোমার সাহস রমণি! বল, তোমরা কে,—কি জন্য এখানে এসেছ?

আমিনা। তবে শোন বাইরাম! আমি পাঠান রাজলক্ষ্মী—না না, পাঠান সম্রাট আদিলশার বেগম—না না, সময় নষ্ট ক'রব না। মিথ্যা ব'লব না;—আমি বাদশার বাঁদী ছিলুম কিন্তু সাম্রাজ্যখানা ছিল আমার হা'তে; আবার কি জানি, কিকুক্ষণে চাকা ঘুরে গেল—সমস্ত সাম্রাজ্য আমার বিপক্ষে বিদ্রোহ ক'র্‌লে, বাদ্‌শা আমাকে প্রহারে জর্জ্জরিত ক'রে তাড়িয়ে দিলে,—আমি প্রতিশোধ নেব, প্রতিশোধ! তোমাদের সাহায্য ক'রব।

বাই। মোগল-পাঠানে দ্বন্দ্ব, তুমি কি সাহায্য ক'র্‌বে নারি?

আমিনা। বেশ্যার ক্রোধ, ভুজঙ্গিনীর নিশ্বাস—বিষের জ্বালা! পাঠানের শিরে আমি দংশন ক'র্‌ব। আশ্চর্য্য হ'য়োনা! এমনি ক'রে দাঁড়িয়ে থেকনা, আমার পেছু পেছু আস্‌তে হবে। পাঞ্জাব সম্রাট সিকন্দরশা, একটা লম্পটকে পাঞ্জাবের প্রতিনিধি ক'রে রেখে, এই ইব্রাহিমকে তাড়িয়ে দিয়ে, দিল্লীতে বসেছে; এই মুহূর্ত্তে পাঞ্জাব অধিকার ক'র্‌তে হবে; তারপর সিকন্দর—

বাই। আপনি ইব্রাহিমশা! তা' বেশ হবে, চমৎকার হবে!

আমিনা। আর ইনি হ'চ্ছেন রাম। পাঠান মন্ত্রী হিমুর ভাই।

বাই। হিন্দুমন্ত্রী হিমুর ভাই!

আমিনা। বুদ্ধি যদি খাটাতে পারেন, এঁর দ্বারা অনেক কাজ হবে।

বাই। চমৎকার হবে! তর্দীবেগ! এই মুহূর্ত্তে দ্বাদশ সহস্র মোগল সৈন্য আর এই ইব্রাহিমকে নিয়ে তুমি হিমুর বিরুদ্ধে গোয়ালিওর পথে রওনা হও। আমি পাঞ্জাব আক্রমণ ক'রব। আর সম্রাট! আপনি ও আকবর দিল্লীর দিকে অগ্রসর হ'ন! এই মুহূর্ত্তে! আর নারি! এস, তুমি আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে এস; আর আপনিও আসুন! (রামের হস্ত ধারণ) [সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পাঞ্জাব—দুর্গাভ্যন্তর।

পাঁচজন সর্দ্দার ও সিকন্দরের রাজপ্রতিনিধি—মিনাখাঁ।

মিনাখাঁ। ভাই সব, তোমাদের পাঁচজন সর্দ্দারকে আমার কাছে রেখে, আমাদের সম্রাট সিকন্দরশা, ইব্রাহিমকে তাড়িয়ে দিয়ে, দিল্লীতে ব'সে খাসা ফূর্ত্তি ক'চ্ছেন। কিন্তু এ ধারে কড়া হুকুম, এ দুর্গের ভেতর যেদিন মেয়ে মানুষ ঢুক্‌বে, আমার রাজ সরকারি—আর তোমাদের সর্দ্দারী, সব ঘুচে যাবে। কিন্তু ভয়ে লজ্জায়, তোমাদের কাছে আমার প্রাণের কথা ব'ল্‌তে পার্‌ছি না।

সকলে। বলুন—বলুন,—আমাদের কাছে আপনার কিসের ভয়, কিসের লজ্জা!

মিনা। দেখ, মেয়েমানুষ নইলে, একটু আমোদ নইলে, আমাদের এমন চমৎকার প্রভুত্বগুলো নষ্ট হ'য়ে যায়।

সকলে। আজ্ঞে, তা' আর ব'ল্‌তে—তা আর ব'ল্‌তে। আমরা কেবল ভয়ে ব'ল্‌তে পারিনি;—তবে—মাঝে মাঝে আপনার অজ্ঞাতে একটু একটু আমোদ ক'রে থাকি।

মিনা। তা' বেশ ক'রেছ—তা বেশ ক'রেছ। তা' হ'লে এখন একটু চলুক না!

সকলে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—চ'লবে বই কি, ভায়া! তুমি ততক্ষণ একটা গান ধর!

(জনৈক সর্দ্দারের গীত)

আমার কিন্তু মোটেই ইচ্ছে মরতে নাইক ভাই।
ওই যেখানেতে মরবার আমি একটু চিহ্ন পাই
আল্লা ব'লে সরে গিয়ে অন্য পথে যাই।

এত ঝাঁটা, এত লাথি, পড়ে পিঠে দিবারাতি
ওই যখন পড়ল, তখন পড়ল কিছুই মনে নাই।
মরব ব'লে জন্ম নিলুম মানুষের পেটে
বাল্য গেল মধুর যৌবন তাওত গেল কেটে
এখন কিন্তু বড়ই জ্বালা পাচ্ছি ওরে ভাই
তবু কিন্তু বেশ আছি—মরতে ইচ্ছা নাই।
ম'লে বাঁচি ব'লে বুড়ো করিছে চীৎকার
ছুটে গিয়ে করলুম জিজ্ঞেস—একি সত্যি ইচ্ছে তার।
মনে ক'রলে আমি যমদূত বলব কি রে ভাই
কাঁপতে কাঁপতে বললে বুড়ো মরতে ইচ্ছা নাই।
বুঝলুম তখন করলুম স্থির এ ধাতার কারসাজি
পুড়ে পুড়ে হবে ছাই তবু মরতে কেউ নয় রাজি।
মরতে এসে চায়না মরতে একি ইচ্ছা ভাই
পরের ঘাড়ে দোষ দিই কেন আমারও ইচ্ছা তাই।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। জনাব! একদল বাইজী এসেছে। তা'রা ব'লছে, তারা কিছু চায় না, কেবল গান ক'রবে, আর একখানা প্রশংসা-পত্র নিয়ে যাবে'—পয়সা কড়ি কিছু চায় না। বড় নাছোড়বান্দা হ'য়ে প'ড়ছে, কিন্তু হুকুমত নেই।

সকলে। নিয়ে এস, নিয়ে এস, যা চায়, দেওয়া যাবে।

[প্রহরীর প্রস্থান।

মিনা। যাও, এঁরা সব যখন বায়না ধরেছেন তখন নিয়ে এস!

সকলে। কি স্ফূর্ত্তি—কি স্ফূর্ত্তি! সিরাজির জালা আন্‌তে বলুন জনাব! জালা আন্‌তে বলুন। (প্রহরীর সহিত বাইজী ও পাঁচ সাত-জন ওস্তাদজীর প্রবেশ)।

বাইজী। তা হ'লে হুকুম করুন জনাব, আরম্ভ করি ?

মিনা। হুকুম কি, আমরা বুক পেতে দিতে দিই, তুমি বুকের উপর দাঁড়িয়ে নৃত্য কর!

সকলে। হাঃ হাঃ তা' ব'ল্‌তে তা' ব'ল্‌তে—সরাপ—সরাপ—

(বাইজীর গীত)

যাও যাও কাহে ঠার ডালে গলে বেইয়ারে
(ওতো) ঘেরত রহত নিত নিদ পর ছায়িরে
সুলতান পিয়াকি—পীত নেহিরে
বারিবে ভরুরে কছু জানত ম্যায়রে।

(নেপথ্যে ঘোরতর তোপধ্বনি)

মিনা। একি! একি!

সকলে। কিছু না—কিছু না! বোধ হয় কেউ বাজী পোড়াচ্ছে। আমাদের এ উৎসবের দিনে কেউ তুবড়ী ছুঁড়্‌ছে—

মিনা। না না, বন্দুক ধ্বনি! দেখ্‌ছেন কি সব? নিশ্চয়—শত্রু দুর্গ আক্রমণ ক'রেছে। (বেগে একজন প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। হটাৎ মোগল এসে দুর্গ আক্রমণ ক'রেছে!

সকলে। এঁ্যা! এঁ্যা! তাই নাকি? যুদ্ধ কর—যুদ্ধ কর—

(সকলের প্রস্থানোদ্যোগ)

বাইজী। কোথায় যাবে সব, তোমরা সমস্ত বন্দী!

(ওস্তাদজীরা সকলকে একে একে বন্দী করিল)

নেপথ্যে তোপধ্বনি ও—"আল্লা হো আকবর"

(বাইরাম ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

বাই। হত্যা কর—হত্যা কর!

মিনা। দাঁড়াও সেনাপতি! আগে একবার ভাল ক'রে এই বাঁদীর কৃতিত্বের পরিচয় নাও, বিনা মূলধনে আজ মোগলের বাণিজ্যের কতদূর প্রসার হ'য়েছে—তা ভুল না।

বাই। দাঁড়াও, আগে শত্রুর শেষ করি। হত্যা কর একসঙ্গে সকলকে হত্যা কর! (আকবরের প্রবেশ)

আক। দাঁড়াও খান্‌খানান্‌। আর একটা আনন্দ সংবাদ দিই। দিল্লীর সম্রাট সিকন্দরশাকে বিতাড়িত ক'রে আমরা দিল্লী, আগ্রা অধিকার ক'রেছি। খান খানান! আবার মোগল ভারতের সিংহাসনে ব'সেছে, ভারতবাসী মোগলের জয়গান ক'রতে ক'রতে আমার পিতার মাথায় মুকুট পরিয়ে দিয়েছে।

বাই। বাইরামের দর্প তবে অক্ষুণ্ণ আছে আকবর! সৈন্যগণ! হত্যা কর! সকলকে হত্যা কর! নিয়ে যাও—

(পাঠানগণকে লইয়া বাইরাম ও আকবর ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

আক। খান্‌খানান্‌—

বাই! চুপ কর আকবর! মনে রেখ দুনিয়ার কঠোর অত্যাচারে তোমায় মরুভূমিতে জন্ম গ্রহণ ক'র্‌তে হয়েছিল, চ'লে এস—

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

নদীতীরস্থ যুদ্ধক্ষেত্র।

(মেহেরার প্রবেশ)

মেহেরা। এত ক'রে বোঝালুম, পায়ে ধ'রে কাঁদলুম, তবু স্বামী আমার বুঝ্‌লোনা। খোদা! তুমি আমার স্বামীকে দয়া কর!

গীত।

করুণা, করুণা একটু করুণা, বড় দুঃখী আমি বুকে বড় বেদনা।
অন্তর্‌ জর জর বাহিয়া শতধার উথলিয়া যায় যত যাতনা॥
আধার ভাঙ্গিয়া উষার মুকুটে তুমিত ফুটাও আলো
পাষাণ পরশি আশীষ বরষি তুমিত চেতনা জ্বালো।

পাতকী তরাতে গলিয়া ধরাতে পড়িছে তোমারি রচনা
কেন তবে পাবনা, মনোমত হবে না—কেন তারে ফিরে
আমি পাবনা—পাব না।

(গীতান্তে প্রস্থান)

(তর্দীবেগ ও ইব্রাহিমের প্রবেশ)

তর্দী। ইব্রাহিম শা! পাঠান হ'য়ে তুমি পাঠানের ধ্বংসে মোগলকে সাহায্য ক'র্‌তে এসেছ, কিন্তু কতখানি শক্তিতে তুমি নিজের বুকে নিজে ছুরী বসাতে পার্‌বে?

ইব্রা। আমূল বসিয়ে দেব তর্দীবেগ! আত্মাভিমানী যেমন ক'রে নিজের টুঁটী নিজে চেপে ধ'রে—মর্ম্মাহত যেমন ক'রে তার নিজের বুকে আমূল ছুরী বসিয়ে দেয়, তেমনি ক'রে ইব্রাহিম আজ পাঠানের বুকে ছুরী বসাবে।

তর্দী। রাজদ্রোহি—স্বজাতদ্রোহি—স্বদেশ-দ্রোহি! তোমার সাহায্য নিতে হীন তর্দীবেগেরও ঘৃণা হ'চ্ছে। (নেপথ্যে তোপধ্বনি) পাঠান—পাঠান—পাঠানের তোপধ্বনি মোগলের রাজ ভক্তিকে উপহাস ক'রছে। এস পাঠান! পাঠানকে ধ্বংস ক'র্‌বে এস। [উভয়ের প্রস্থান।

(সিকন্দরের প্রবেশ)

সিক। আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে, আজ মোগল দিল্লীর সিংহাসনে ব'সেছে, বেশ ক'রেছে। মোগলের পরিবর্ত্তে একজন ভিক্ষুকও যদি এ সিংহাসনে ব'সত, তা' হ'লেও বেশ হ'ত। মোগল আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে, তবু তার সাহায্য ক'র্‌ব, পাঠানকে জয়ী হ'তে দেবনা।

[প্রস্থান।

(আদিলশার প্রবেশ)

আদিল। পাঠান! পাঠান! আজ তোমাদের প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে শুধু একা মোগল অভিযান ক'রেছে, কিন্তু তোমরা একা নও, হিন্দুতে

পাঠানে আজ এক বিরাট শক্তি রচনা হয়েছে ; হিন্দুর প্রতিভায় আজ পাঠানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'য়েছে,—সমুদ্রের জলে আগুন ধ'রে আজ বাড়বানলের সৃষ্টি হ'য়েছে,—বিদ্যুতের আগুনে আজ মেঘ গলে বজ্র শক্তি নির্ম্মিত হ'য়েছে। আজ তোমাদের দ্বারে পৃথিবীর কোন জাত মাথা তুলে দাঁড়াতে পার্‌বে না। অগ্রসর হও—

(ভীল সর্দ্দারের প্রবেশ)

ভীল। আবার সিকন্দর মিঞা ফৌজ নিয়ে ছুটে আস্‌ছেক্, হুকুম দে—এবার তার জান্ লিয়ে লিই— (আহম্মদের প্রবেশ)

আহ। ইব্রাহিমশা ফৌজ নিয়ে এইধারে ছুটে আস্‌ছে।

আদিল। আবার সিকন্দর, আবার ইব্রাহিম, আবার পাঠান পাঠানকে ধ্বংস ক'র্‌তে ছুটে আস্‌ছে।

(হিমুর প্রবেশ)

হিমু। কিসের ভয় বাদশা! সমস্ত সৈন্য অপসৃত কর সর্দ্দার! শয়তানের শক্তি শয়তানের সংঘর্ষে চূর্ণ হ'য়ে যেতে দাও। এস বাদসা! ক্ষণকালের জন্য আমরা যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে অপসৃত হই। [সকলের প্রস্থান।

(নেপথ্যে তোপধ্বনি ও ইব্রাহিমের প্রবেশ)

ইব্রা। অগ্রসর হও সৈন্যগণ! হিমুকে অনুসন্ধান কর। একি! সিকন্দর নয়?

(সিকন্দরের প্রবেশ)

সিক। এই যে, ইব্রাহিম! যেখানে সিকন্দর, সেইখানে ইব্রাহিম।

ইব্রা। হাঁ সিকন্দর! তোমার দর্প চূর্ণ ক'র্‌তেই ইব্রাহিমের জন্ম।

(অস্ত্রাঘাতে উদ্যত)

সিক। সেই ভাল, হিমুর হাতে মরার চেয়ে—সিকন্দরের হাতে মরা ভাল! (আক্রমণ)

(আচম্বিতে ভীল সর্দ্দার, হিমু, আদিলশা ও আহম্মদের প্রবেশ ও উভয়কে ধৃত করণ)

হিমু। হিমু বেঁচে থাক্‌তে তা' হয় না—হিমুর হাতেই মর্‌তে হবে। বধ কর—বধ কর। না,—এখানে না,—সমারোহ ক'রে মৃত্যু দিতে হবে,- বন্দী ক'রে নিয়ে চল। দায়ীত্বের মূল্য যারা জানেনা, দেশ যারা ভালবাসেনা, জাতির উন্নতি যারা চায় না, তারা বেঁচে থাক্‌লে তা'দের নিশ্বাসে সৃষ্টির সজীবতা নষ্ট হ'য়ে যাবে, মানুষ পশু হবে। বন্দী ক'রে নিয়ে চল।

[সিকন্দর ও ইব্রাহিমকে বন্দী করিয়া সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

হিমুর প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দির।

কালীমূর্ত্তি।

সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ, যুপকাষ্ঠ প্রোথিত। ভীষণ খড়্গ হস্তে করিয়া এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে, ছাগ শিশু দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়িয়া আছে, হিমু স্থির ভাবে কি যেন ভাবিতেছেন।

এমন সময় মেহেরার প্রবেশ।

মেহেরা। পূজার শেষ হ'য়েছে মন্ত্রি?

হিমু। হুঁ—কেবল নরবলি বাকী।

মেহেরা। নরবলি দেবে, সেকি!

হিমু। হুঁ। ইব্রাহিম আর সিকন্দর—তোমার ভগ্নীপতি, আর তোমার স্বামী। দেবনা? আমার শত্রু—রাজার শত্রু - দেশের শত্রু। ওই দেখ যুপকাষ্ঠ - ওই দেখ খড়্গ।

মেহেরা। চমৎকার হবে। জগৎ একটা পরিবর্ত্তন দেখবে—

নূতন রকমে শত্রু দমন করা হবে; একটা বিভীষিকার মত পাঠানকে তার রাজার বিরুদ্ধে অগ্রসর হ'তে ভয় দেখাবে।

হিমু। কিন্তু ইব্রাহিম আর সিকন্দর,—ভগ্নীপতি আর স্বামী!

মেহে। ভগ্নীর করুণ মুখ দেখে কেঁদে উঠব, স্বামীর ছিন্নমুণ্ড দেখে মূর্চ্ছা যাব—তথাপি মন্ত্রি! এ প্রজার আহ্বান, রাজার সেবা, তোমার কার্য্য। প্রয়োজন হয়,—স্বহস্তে ওই খড়্গ ধর্‌বো!

হিমু। তবে তাই কর, ধর মা! এই খড়্গ ধর, তোমার সন্তানের উদ্যম আজ সফল কর। (মেহেরাকে খড়্গ দান) কে আছ, বন্দীদের নিয়ে এস।

(বন্দী ইব্রাহিম ও সিকন্দরকে লইয়া প্রহরীগণের প্রবেশ)

ইব্রাহিমশা! সমারোহ ক'রে ছেড়ে দিয়েছিলুম; ভেবে দেখ্‌লুম, তোমাদের ছেড়ে দেওয়া যায় না। আজ সমারোহ ক'রে তোমাদের মৃত্যু দণ্ড দেব। দেখছো,—সমারোহ দেখছো? ওই দেখ খড়্গ—খড়্গ কার হাতে দেখছো! যাও—ইব্রাহিমকে এই যুপকাষ্ঠে নিক্ষেপ কর। (প্রহরী ইব্রাহিমকে যুপকাষ্ঠের দিকে লইয়া গেল) না, দাঁড়াও কিছু বলবার আছে ইব্রাহিম!

ইব্রা। কিছু না। না, আছে—যত শীঘ্র পার আমায় হত্যা কর।

হিমু। তা কি পারি ইব্রাহিম। তোমাকে আমি ভয় দেখাচ্ছিলুম! তোমাকে আমি মুক্তি দিলুম! দাও শৃঙ্খল খুলে দাও।

ইব্রা। আবার মুক্তি। না, ইতিহাসের প্রতি ছত্র কলঙ্ক কালিমায় লিপ্ত ক'রেছি, ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠা স্বজাতির রক্তে সিক্ত ক'রেছি। না, নিজের প্রাণের উপর আস্থা নেই, এ প্রাণ আবার বিশ্বাসঘাতকতা ক'রবে। মন্ত্রি! মনে ক'রেছ, তুমি মুক্তি না দিলে আমি মুক্তি পাব না কিছুতে না,—আমি মুক্তির আলো দেখতে পেয়েছি, এতদিনের পর

রাজার ডাক শুনতে পেয়েছি। (সহসা প্রহরীর কটিদেশ হইতে তরবারি লইয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে হিমু ক্ষিপ্র হস্তে আসিয়া হস্ত ধরিল)

হিমু। তা' কি হয় ইব্রাহিম! আমার দণ্ড তুচ্ছ ক'রে তুমি কি পরিত্রাণ পেতে পার! বাঁধ—ফের বাঁধ। বেঁধে রেখে একে মুক্তি দিতে হবে। বাঁধ।

ইব্রা। নিষ্ঠুর, দিলে না বড় শক্রতা ক'রলে।

সিক। (স্বগত) মন্দ কীর্ত্তি ক'রলে না ত ইব্রাহিম! একটী মুহূর্ত্তের পরিশ্রমে খাসা অনুতাপ করলে! সিকন্দর পারবেনা! না পারতেই হবে। (প্রকাশ্যে) মেহেরা! সহধর্ম্মিণী আমার, দৃঢ় হস্তে খড়্গ ধর। স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুমি নিজের হাতে কর। দেশের কাজ কর,—দশের কাজ কর, রাজার সেবা কর। মন্ত্রি! আমায় বধ কর। (যুপকাষ্ঠে মাথা দিতে যাইল)

হিমু। হাঃ হাঃ হাঃ। বেশ মজা করলে যে সিকন্দর। যে হুকুম দিতে এসেছে, তাকেই হুকুম ক'রছ। তা হয় না সিকন্দর! অপরাধীর অভিরুচি মত দণ্ড হয় না। প্রাণে যখন তোমার এমন আকাঙ্ক্ষা,—এই যুপকাষ্ঠে—এই খড়্গের তলায় মাথা পেতে দিতে যখন তোমার এতখানি অধ্যবসায়; তখন এ দণ্ড তোমায় দিয়ে আমি মিত্রের কাজ করতে পারিনা। সিকন্দরশা! তোমায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিলুম।

সিক। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড! না, সহ্য করতে পারব না। বড় যন্ত্রণা। বড় যন্ত্রণা। মন্ত্রি! তুমি সৎ, মহৎ। শত্রু মিত্র মিলে, শত শত ষড়যন্ত্রে তোমার ধ্বংসে ছুটে গিয়েছি, বহু কষ্ট দিয়েছি, তা ব'লে তুমি প্রতিশোধে ক্ষিপ্ত হয়োনা। না না কারাদণ্ড দাও; আমার মত পাপীর শাস্তি এক নিমিষে হওয়া উচিত নয়। আমায় এমন ক'রে মারা

উচিত যে বহু শতাব্দি পরে আমার নাম শুনলে, পাপী আতঙ্কে শিউরে উঠবে। দাও কারাদণ্ড দাও।

হিমু। তবে তোমার ভাগ্যে কারাদণ্ডও হল না সিকন্দর। আমি ত মানুষ, অত মিষ্টিকথা অত প্রশংসা করলে কি, আমি তোমায় দণ্ড দিতে পারি। পারি না—তোমায় মুক্তি না দিয়ে থাকতে পারছি না।

সিক। (স্বগত) না, তবে আর মিষ্টিকথা বলবো না। (প্রকাশ্যে) হিমু! এত স্পর্দ্ধায় তুমি মানুষের প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রতিমুহূর্ত্তে যুদ্ধ করতে সাহস কর! তা হয় না, এমন দিন, এমন একটা মুহূর্ত্ত মানুষের জীবনে আসে, যেদিন যে মুহূর্ত্তে সে মানুষের সমস্ত প্রতাপ তুচ্ছ করে মুক্তির পথে চলে যায়; আজ সেই দিন এসেছে। না, পিশাচ। শয়তান! রাক্ষস! দণ্ড দিবি না; এই আমি তোকে পদাঘাত করলুম, দে, দে—মৃত্যুদণ্ড দে—(পদাঘাত) পদাঘাত করলুম তবু স্থির দাঁড়িয়ে রইলি। পিশাচ—শয়তান—এই দেখ, কি করে দণ্ড নিতে হয় দেখ।

(হস্তস্থিত শৃঙ্খলে মস্তক ঠুকিতে লাগিল এবং রক্তাক্ত হইয়া মূর্ছিত হইল)

হিমু। কর কি সিকন্দর! কর কি! আছে—মূর্চ্ছা গেছে, (পরীক্ষা করিয়া সোল্লাসে) পেয়েছি—পেয়েছি—এতদিনের পর পেয়েছি। জীবনের সমস্ত উদ্যম, সমস্ত অধ্যবসায় নিয়ে যার পেছু পেছু ছুটে এসেছি। আজ তাকে বুকের ভেতর খুঁজে পেয়েছি। মা! মা! চক্ষে জল কই? আনন্দে আজ সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হ'য়ে উঠছে কই? আজ ফিরে পেয়েছি; সারাজীবন ধরে মনস্তুষ্টি ক'রে যা পাইনি, আজ তা' সিকন্দরের পদাঘাতে খুঁজে পেয়েছি।

ইব্রা। সিকন্দর—সিকন্দর—আজ তুমি আমাকে কাঁদিয়েছ।

মেহে। তা' ব'লে মুক্তি দিতে পারবে না মন্ত্রি! তোমায় দণ্ড দিতে হবে।

হিমু। এর চেয়ে কঠিন দণ্ড? না—মা! পৃথিবীতে নাই। বেজেছে মা আজ পাথরের বুকে বেজেছে; বুকের ভেতর কার প্রবৃত্তি-গুলো গলে গিয়ে, ওই দেখ্ মা, অশ্রু হ'য়ে ইব্রাহিমের চোখ ফেটে প'ড়ছে। বেজেছে মা! অস্থি পঞ্জর ভেদ ক'রে মর্ম্মে গিয়ে বেজেছে। যাতনায় পাগল হয়ে গিয়ে ওই দেখ মা! সিকন্দরের জীবনের সাধনা আজ আত্মঘাতী হ'য়ে রক্ত মেখে প'ড়ে রয়েছে। সিকন্দর—ভাই! (গাত্রে হস্ত প্রদান)

সিক। (সুস্থ হইয়া) নিষ্ঠুর! বড় চমৎকার প্রতিশোধ নিলে।

মেহে। মন্ত্রি! তুমি বাদশার প্রতিনিধি, ন্যায়ের দণ্ডহাতে করে, তুমি বিচারাসনে বসেছ, রাজদ্রোহীতার শাস্তি প্রাণদণ্ড। ক্ষমা তুমি করতে পারনা, ক্ষমা বাদশা করতে পারেন।

(চক্ষু নত করিলেন)

হিমু। আমি ক্ষমা ক'র্‌তে পারিনা? কিন্তু মা! তোর কণ্ঠস্বরে আমি যে একটা ব্যাকুলতা শুন্‌তে পাচ্ছি! করুণ বেদনা তোর বুকের ভেতর থেকে মর্ম্মজ্বালায় গ'লে অশ্রু হয়ে ছুট্‌তে চাইছে! মা—মা! সিকন্দর যে তোর—না না, কেন, আমি কি এরাজ্যের কেউ নই? আমি ক্ষমা ক'র্‌তে পারিনা? উত্তম, আমি বাদশার কাছ থেকে এদের প্রাণ ভিক্ষা ক'রে নেব। না দেন, একটী মুহূর্ত্তের জন্য আমি বাদশাগিরি চেয়ে নেব—আমি এদের ক্ষমা ক'র্‌ব।

(মুকুট হস্তে আদিলশার প্রবেশ)

আদিল। তবে তাই কর মন্ত্রি! আমি তোমাকে আজ বাদশার বাদশাত্ব অর্পণ ক'র্‌তে এসেছি; হিমু বন্ধু! পাঠান সাম্রাজ্য খানা চুরমার ক'রে দিতে শত্রুমিত্রে ষড়যন্ত্র করেছিল, রাজ্যের শৃঙ্খলা শয়তানের অত্যাচারে উত্তপ্ত হ'য়ে, বিশৃঙ্খলার মূর্ত্তিতে সারা সাম্রাজ্য

জুড়ে কোলাহল তুলেছিল, আর তুমি বিধাতা পুরুষের মত একটী অঙ্গুলি সঞ্চালন ক'রে,—যাদুকরের মত তোমার যাদুদণ্ড বুলিয়ে অঘোর নিদ্রায় নিস্তব্ধ ক'রে দিলে। পাঠান-সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা কল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হিন্দুবীর! আর তুমি হিমু নও,—বাদশার মন্ত্রী নও, আজ হ'তে তুমি স্বাধীন নরপতি আজ হ'তে তুমি মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য। (মাথায় মুকুট পরাইয়া দিলেন)। দাও মহারাজ! মুক্তি দাও—ভগ্নীর করুণ মুখপানে চাও, আমার আদরের ভগ্নীপতিদের মুক্তি দাও। (জানুপাতিয়া উপবেশন)

হিমু। তবে তবে, আমার এ অভিনব অভ্যুত্থানের দিনে, আমার এ নবজীবনের জন্ম তিথির দিনে, আজ আমি তোমায় কি দিয়ে পূজা ক'র্ব বাদশা! ভাই সব! মুক্ত তোমরা। বাদশা আজ বড় আদর ক'রে তোমাদের বুকে তুলে নিলেন। বল ভাই! হিংসা দ্বেষ ভুলে, শত্রুমিত্র মিলে, উচ্চকণ্ঠে বল—"জয় পাঠান সম্রাট আদিলশার জয়"। (নিজ মস্তক হইতে মুকুট লইয়া আদিলশার পদতলে স্থাপন)

সকলে। জয় পাঠানসম্রাট আদিলশার জয়।

পঞ্চম অঙ্ক।

——:o:——

প্রথম দৃশ্য।

পাঞ্জাব।

বাইরাম, আকবর ও বাদশার মুকুট হস্তে হুমায়ুনের মন্ত্রী

আক। মন্ত্রি! মন্ত্রি! পিতা নেই! পিতা নেই! ওহো—একি সংবাদ আন্‌লে! ওহো—হো।

বাই। চুপকর আকবর।

আক। চুপ ক'র্‌ব! আমার চোখ রাঙ্গাচ্ছ নিষ্ঠুর! একটু কষ্ট হচ্ছে না! না না আমায় কাঁদতে দাও খান্‌খানান। আমি আজ পিতৃহীন।

বাই। এ কান্নার সময় নয় আকবর! সমস্ত পৃথিবী খুঁজে উপচার এনে, যে ব্রতের অনুষ্ঠান ক'রে পিতা তোমার অকালে জগত ছেড়ে চ'লে গিয়েছেন; পিতৃভক্ত সন্তান, সে ব্রতের উদ্‌যাপন ক'রে পিতার আশীষ গ্রহণ কর; দু'ফোঁটা চখের জলে পিতৃকার্য্য সমাধা ক'রনা।

আক। খান্‌খানানান! চখের জলে দৃষ্টি শক্তি যে অন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে, এ ভগ্ন প্রাণ নিয়ে আমি কতখানি অগ্রসর হব?

বাই। আকবর শোন, এই নাও মুকুট—বিধাতার আশীর্ব্বাদ। এস বাদশা হও (মস্তকে মুকুট স্থাপন)

আক। তবে তবে—খোদা! আমায় দয়া কর, মরুভূমিতে আমার জন্ম, তপ্ত বালুরাশি অগ্নি বৃষ্টি ক'রে আমার জীবন প্রভাতকে অভিষেক ক'রেছিল; আমার নূতন ক'রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে দাও মেহেরবাণ! বড় দুঃখী আমি, আমায় দয়া কর,—মনুষ্যত্ব দাও, চরিত্র দাও, বুকভরা দয়ামায়া দাও।

(নাগরিক ও নাগরিকাগণের প্রবেশ)

গীত।

স্বাগত স্বাগত সর্ব্বগুণযুত মহিমামণ্ডিত নৃপতি।
কৃপায় ধর ধর ফুল্ল ফুলহার মাখান ভকতিপ্রীতি॥
মুকুটে ধরিয়া বিধির আশীষ,
তাপিত ভারতে শান্তি বরিষ,
মুছায়ে বিষাদ, ফুটাও হরিষ নিশান্তে অরুণ ভাতি।
তোমার সুযশে ভরুক ভুবন,
আদর্শ হ'ক তব সুশাসন;
তোমার কীর্ত্তি করিয়া বহন ;—
ইতিহাস হ'ক জন বিমোহন বিতরি প্রতিভা জ্যোতি।
"দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা লভহ অতুল খ্যাতি॥

[সকলের প্রস্থান।

বাই। দেখ্‌লে সম্রাট! খোদার আশীর্ব্বাদ জীবন্ত মূর্ত্তিতে তোমার প্রজার কণ্ঠ হ'তে গীতির ঝঙ্কারে তোমায় সম্রাট ব'লে অভিবাদন ক'রে চ'লে গেল। ভাগ্যবান বাদশা! ধাতার চরণে মস্তক নত ক'রে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও। (প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। পানিপথ থেকে বিশক্রোশ দূরে হিমু সমস্ত পাঠান নিয়ে তাঁবু ফেলেছে। [প্রহরীর প্রস্থান।

বাই। পাঠান তোমাকে উচ্ছেদ ক'র্‌তে ছুটে আস্‌ছে। হুকুম কর বাদশা!

আক। যুদ্ধ দেব।

বাই। বীরপুত্র! এইত বাদশার মত কথা। আবার পানিপথে রণসজ্জা ক'র্‌তে হবে; সেবার শুধু ভিত্তিস্তম্ভ হয়েছিল,—এবার পানিপথে মোগলের কীর্ত্তি মন্দির নির্ম্মাণ ক'র্‌তে হবে। এ আমার আজ্ঞা নয়, এ খোদার প্রত্যাদেশ, ঈশ্বরের আয়োজন।

(তর্দীবেগের প্রবেশ)

তর্দী। খোদার প্রত্যাদেশ মোগলের কর্ণে পৌঁছোয়নি খানখানান। খোদার প্রত্যাদেশ পাঠান সাম্রাজ্যের বাতাসের সঙ্গে মিশে, অভিনব এক শক্তির সৃষ্টি ক'রেছে—মোগল পরাজিত হ'য়েছে—মোগল পরাজিত হবে,—এই খোদার আজ্ঞা।

বাই। তর্দীবেগ! কাফের হস্তে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছ? মর্‌তে পারনি?

তর্দী। তর্দীবেগ পরাজিত হ'য়েছে, এবার খানখানানও পরাজিত হবে।

বাই। মোগল সৈন্য তোমার মত ভীরু নয়! আর বাইরাম তর্দীবেগ নয়; বাইরাম—'বাইরাম!

তর্দী। আর সেই হিমু, মোগলের দর্প খর্ব্বকারী হিমু; সে যে তরঙ্গের মত চঞ্চল, পর্ব্বতের মত অটল, তপস্বীর মত ধর্ম্ম-ভীরু। আবার বজ্রের মত সাহসী। সে তীর্থের মত পবিত্র, ভক্তির মত নত, দেবতার মত জাগ্রত। খানখানান! সে অপরাধীকে ক্ষমা করে শত্রুকে ভালবাসে, শয়তানকে বুকভরা আলিঙ্গন দেয়। আমার মত শয়তান সেই দেবতার করস্পর্শে, মুহূর্ত্তে মানুষ হ'য়ে তার পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ল, আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

বাই। আর বাইরাম ঘাতকের মত নিষ্ঠুর। তর্দীবেগ। হিমু তোমার মুক্তি দিতে পারেনি, আমি তোকে মুক্তি দেব। পরাজিত লাঞ্ছিত, ঘৃণিত কাপুরুষ! শত্রুর প্রশংসা ক'রে বাইরামের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকৃতে চাও! বাইরাম এক্‌বার ক্ষমা ক'রেছিল, এবার শাস্তি নিতে হবে। কোন হ্যায়। (প্রহরীর প্রবেশ) নিয়ে যাও। কোমর পর্য্যন্ত মাটীতে পুঁতে রাখ, ম'র্ত্তে দিয়োনা, একটু একটু খাদ্য দিও, সপ্তাহ পরে কেটে ফেল।

তর্দী। তোকেও এমনি ক'রে হত্যা ক'রবে ঘাতক।

[প্রহরী ও তর্দীবেগের প্রস্থান

আক। খানখানান্! খানখানান্! রাজত্বের প্রথম মুহূর্ত্তে তুমি রক্তপাত ক'রনা। এই দুর্দ্দিনে—

বাই। চুপকর আকবর। ওই পথ, ওই পথ, ভগ্ন ব্রতের উদ্‌যাপন ক'র্‌তে ওই পথ। হত্যা—হত্যা শুধু ওই হত্যা। চ'লে এস বাদশা!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পানিপথ।

(আমিনার প্রবেশ)

আমিনা। হ'লনা—বাঁদী, বাঁদীই র'য়ে গেল। বেশ্যার ক্রোধ ব্যর্থ হ'ল, মোগলের শক্তি এস্ত হ'ল, বাইরামের কূট বুদ্ধি পরাস্ত হ'ল! বাঁদী, বাঁদীর বাঁদী হ'য়ে গেল।

(বেগে রামের প্রবেশ)

রাম। এনেছি—একটা ভীলকে মেরে, তার পোষাক, তীর, ধনুক, সব এনেছি; কিন্তু তোমার জন্য আর একটু হ'লে ম'রছিলুম।

আমিনা। আর আমি দুনিয়া ছেড়ে তোমার সঙ্গ নিয়েছি। যাক;—নাও, এই পোষাকটা পরে ফেল, ভীলের দলে মিশে যাও।

হিমুর কাছে যেতে চেষ্টা কর, তারপর কোন রকমে একটা তীর তার চোখে বসিয়ে দিয়ে চলে এসো।

রাম। (ক্রুদ্ধস্বরে) বাঁদি! না না; ভাইয়ের যাতে ধ্বংস হয়, তাই ক'রব; কিন্তু অতটা পারব না। নিজের হাতে না, আমি অনুসন্ধান ক'রে দেব, পথ দেখিয়ে দেব, ভাই ব'লে গলা জড়িয়ে ধর্‌ব। জগতকে ভ্রাতৃ-স্নেহ দেখাতে মোহিত হ'য়ে যখন ভাই আমায় বুকভরা আলিঙ্গন দেবে, তখন তুমি ছুরী বসিয়ে দিয়ো। এস, নিজের হাতে আমায় মার্‌তে ব'লনা। রাগ ক'রনা—এস,—দেখ্‌বে এস। [প্রস্থান।

আমি। তবে আমিই ভীল সাজ্‌ব—এ তীর আমিই তার চোখে বসিয়ে দেব, নারীত্ব বিসর্জ্জন দেব—পিশাচী হব— [প্রস্থান।

(নেপথ্যে কামানগর্জ্জন)

(দশ বার জন মোগল সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈন্য। আরে চাচা! ব্যায়রাম মিঞা যখন পালাচ্ছে, তখন আমাদের রোকে কে? সাটান লম্বা সটান লম্বা——

২য় সৈন্য। ওঃ! মিঞাজান্ একবারে পেছু ফিরে তাকাবারও ফুরসৎ পাচ্ছে না। [প্রস্থান।

(সিকন্দর ও সৈনিকবেশে মেহেরার প্রবেশ)

সিক। চমৎকার তুমি সেজেছ মেহেরা!

মেহেরা। চুপ কর! মেহেরা ব'লে আমায় ডেক না। নারীর নাম শুনলে, আমার বক্ষের সাহস, নারীর মত অবগুণ্ঠণ দেবে। যুদ্ধক্ষেত্রের অগ্ন্যুদ্গারের মাঝখানে আর দাঁড়াতে চাইবে না।

সিক। না, তবে আর তোমাকে মেহেরা ব'লে ডাক্‌ব না। সিকন্দর যে আজ তোমার সাহসে, তার দুর্ব্বল প্রাণটুকুর সংস্কার ক'রে নিয়েছে। সে আজ তোমার হাত ধ'রে অন্ধের মত তার কলুষ আত্মার মুক্তির জন্য ছুটে চ'লেছে। (নেপথ্যে কামান গর্জ্জন)

সিক। ওই আবার গর্জ্জে উঠল। মোগল পাঠানের কামান বজ্র নিঃস্বনে গর্জ্জে উঠল। রাজভক্তের প্রাণ, বীরের প্রাণও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য প্রতিধ্বনি ক'রে উঠল। তবে, সিকন্দর তবে, স্থির হ'য়ে থাক্‌বে কেন? না না, সিকন্দরের বুকও আজ ফুলে উঠেছে, উদ্যমহীন কৃতঘ্ন সিকন্দরও আজ যেন কোন একটা অজানা দেশের বুক ভরা সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে পেয়েছে। চল মেহেরা! বীরের বীরত্বের পরীক্ষা নিতে, ভক্তের ভক্তির পরিচয় নিতে, সাধককে সিদ্ধি দিতে, পাণিপথ আজ তার বুকের উপর এক অভিনব মিলন মন্দিরের সৃষ্টি ক'রেছে। চল মেহেরা! আজ রণ সাজে মাথা নত ক'রে দম্পতীর হৃদয় রক্তে সে মন্দির ধৌত করে দিই; রাজার কীর্ত্তি, রাজার প্রতিষ্ঠা দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রেমালিঙ্গনে ভেসে চ'লে যাই।

(নেপথ্যে কামান গর্জ্জন)

(মেহেরার গীত)

ভীমনাদে শুন কামান গর্জ্জন।
রুধির ঢালিতে ধাইছে বীরগণ॥
যাহার প্রসাদে ল'ভেছি তোমারে,
সে ঋণ শোধিব পশিব সমরে।
অন্তর চঞ্চল, দ্রুত চল চল
অর্জ্জিব জয় কি বর্জ্জিব জীবন॥
উজ্জ্বল হৃদয় কি নব আলোকে,
শিহরে পরাণ কি নব পুলকে।
কি ভাব উথলে—মরণ উপকূলে;—
দোঁহার হবে পুনঃ মহান মিলন॥

(গীতান্তে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

রণস্থল। হিমু।

হিমু। পাঠান—পাঠান—বাহরামকে বন্দী কর।

(ভীলবেশে আমিনার প্রবেশ)

আমিনা। বাকাল বাকাল, বড় জবর খবর আছে, বড় জবর আছে।

হিমু। কি সংবাদ ; সর্দ্দার কোথায় ?

আমিনা। দেখ্‌তে পাচ্ছিস না ? ওই যে—ওই যে সর্দ্দার।

(হিমু আমিনার নির্দ্দেশিতস্থানে লক্ষ্য করিতে গেল ইত্যবসরে আমিনা হিমুর চক্ষে তীর বিদ্ধ করিয়া দিল)

হিমু। কেরে—কেরে—তুই বিশ্বাসঘাতক, ভীল, (বসিয়া পড়িল) না না, ভীল ত কখনও বিশ্বাসঘাতক নয়। যে হও, বল, তুমি ছদ্মবেশী। ভীল হ'লে ও বল, তুমি ভীল নও। আমার একমাত্র অবলম্বন আজ ধূলিসাৎ ক'রে দিয়োনা, আমার শেষ বিশ্বাসটুকু নষ্ট ক'রে দিয়োনা।

আমি। কে ব'ল্লে আমি ভীল ? আমি সেই বাঁদী। কি করব ? উপায় নেই ; তোমাকে শেষ না ক'রতে পারলে কি ক'রে—আদিল-শার বুকের উপর দাঁড়িয়ে নৃত্য ক'রব ? [প্রস্থান।

হিমু। কি ক'রলি! একটু বুঝ্‌লিনি! পাঠান—পাঠান! যুদ্ধ শেষ কর—যুদ্ধ শেষ কর। আর আমি দাঁড়াতে পাচ্ছি না। বাঁদী—বাঁদী! এ চোখটাতেও একটা তীর বসিয়ে দে। (মূর্চ্ছা)

(ইব্রাহিম ও ভীল সর্দ্দারের প্রবেশ)

ইব্রা। একি ধুলোয় প'ড়ে কেন সর্দ্দার ? কি হ'ল! এযে রক্তে সব ভেসে গেছে। কি হ'ল সর্দ্দার।

সর্দ্দার। বাকাল—বাকাল—তোকে কি ক'রে বাঁচাবরে!

(নেপথ্যে বিপক্ষীয় সৈন্যগণের জয়োল্লাস)

ইব্রা। ওই এসে প'ড়্‌ল! সর্দ্দার—সর্দ্দার! তোমার মা কালীর নাম স্মরণ ক'রে, প্রাণপণ শক্তিতে মোগলকে বাধা দাও, আর আমি, এই মূর্চ্ছিত দেহ স্কন্ধে ক'রে, এ স্থান ত্যাগ ক'রতে চেষ্টা করি।

(তুলিতে গেলেন)

সর্দ্দার। কালীমায়ী কি জয়! তুই পালা ইব্রাহিম! এই আমি এখানে দাঁড়ালুম, যতক্ষণ না তুই পালাতে পারিস, ততক্ষণ একজনকেও তোর পেছু নিতে দেবনা, এই দাঁড়ালুম।

("আল্লাহো আকবর" শব্দ করিয়া বাইরাম ও মোগল
সৈন্যগণের প্রবেশ)

হ'লনা, ইব্রাহিম, আর হ'লনা, পালাতে পারলি না।

ইব্রা। দাঁড়াও সর্দ্দার! বুক পেতে দিয়ে দাঁড়াও! দেহে যতক্ষণ এক বিন্দু শোণিত থাক্‌বে, ততক্ষণ এক পা কাউকে এগুতে দিয়োনা। (যুদ্ধ করণ)

বাইরাম। একসঙ্গে সব আঘাত কর,—টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেল!

(ভীল সর্দ্দারের সহিত মোগল সৈন্যগণের তুমুল যুদ্ধ)

সর্দ্দার। (পড়িয়া গিয়া উঠিতে গেল) ইব্রাহিম—ইব্রাহিম! হ'লনা, আর পালাতে পারলি না। না, যতক্ষণ যান্ আছে, দুষমনকে সব মারতে হবে। (উত্থান ও আঘাত) উঃ, আর পারি না—বাকাল—বাকাল—(পতন ও মৃত্যু)।

ইব্রাহিম। খোদা! খোদা! আমার দেহে শক্তি দাও, আমার রাজাকে রক্ষা করি। (যুদ্ধকরণ ও পড়িয়া যাইবার উপক্রম)

হিমু। (মূর্চ্ছা ভঙ্গে) একি! ইব্রাহিম! একা যুদ্ধ ক'রছে? না না, একাত ইব্রাহিম পার্‌বে না। ওঠ হিমু ওঠ, তোমার জন্য

তোমার প্রাণরক্ষাকারীর প্রায় যায়—ওঠ! (উঠিয়া মোগল সৈন্যগণকে আক্রমণ)

(কয়েকজন মোগলসৈন্যের মৃত্যু ও বাইরামের সৈন্যসহ পলায়ন)

ইব্রাহিম। রাজা—রাজা! উঠেছ! ওঠ—পালাও! একা পারবে না— (মৃত্যু)

হিমু। ইব্রাহিম! ইব্রাহিম! ভাই ভাই, সর্দ্দার সর্দ্দার—আমার জন্য প্রাণ দিলি—তুচ্ছ দোকানদারের জন্য প্রাণ দিলি! না, তবে আর উঠ্‌ব না,—মা কালি! হাতে তুলে দিয়ে কেড়ে নিলি মা! (পুনঃ মূর্চ্ছিত হইলেন)

(মোগল সৈন্যগণের পুনঃ প্রবেশ)

১ম সৈন্য। বাঁধো, বাঁধো, কাফেরটা বোধ হয় এখনো বেঁচে আছে।

(আক্রমণোদ্যোগ ও বেগে মেহেরা ও সিকন্দরের প্রবেশ)

সিকন্দর। কে বাঁধে? সিকন্দর বেঁচে থাক্‌তে, তার রাজাকে কে বেঁধে নিয়ে যায়? (উভয়ের আক্রমণে মোগল সৈন্যগণের পলায়ন)

মেহেরা। হিমু! সন্তান আমার! ওঠ,--একবার মা ব'লে ডাক।

সিকন্দর। এই যে, মরেছে ইব্রাহিম! খাসা প্রাণ দিয়েছে! দেবতার দ্বারে চমৎকার মাথা নত ক'রে দিয়েছে; জীবনের সমস্ত মহাপাপ দেহের রক্তে ধৌত ক'রে ফেলেছে! ইব্রাহিম! ভাই! দেবতার চেয়ে বড় হ'য়ে গেছ। সর্দ্দার—সর্দ্দার! রাজা—রাজা!

হিমু। (মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া) মা—এসেছ? সিকন্দর এসেছ?

মেহেরা। বেঁচে আছ, হিমু বেঁচে আছ? তবে কি ক'রে রক্ষা ক'রব? কে রক্ষা ক'রবে?

হিমু। সিকন্দর, ভাই! ধর, আমায় ধর। শুয়ে থাক্‌লে ত' চ'ল্‌বে না, উঠ্‌তেই হবে। এখনও কাজ বাকী র'য়েছে, এখনও

প্রাণ র'য়েছে, এখনও একটা চক্ষু র'য়েছে। ফেরাতে হবে—ফেরাতে হবে। হিমুর অধ্যবসয় আকাশকুসুম গড়েনি, তা' মোগলকে দেখাতে হবে। [সকলের প্রস্থান।

(ভীলবেশে কতকগুলি মোগলসৈন্য ও বাইরামের প্রবেশ)

বাইরাম। হ'লনা কোন রকমে হ'লনা। দেখি, শেষ চেষ্টা—শেষ চেষ্টা। চুপ ! ওই একজন আসছে। বাদশা ! বাদশা ! পেছনে অনেক সৈন্য, সরে আয়। [সকলের প্রস্থান।

(আদিলশার প্রবেশ)

(ভীলসৈন্যবেশে জনৈক মোগল সৈন্যের প্রবেশ)

মো সৈন্য। বাদশা—বাদশা ! মোদের রাজা, তুহার হিমুকে মোগল বেঁধে নিয়েছে ; ছুটে আয়—ছুটে আয়—!

আদিল। এ্যাঁ ! হিমু বন্দী ! সৈন্যগণ ! ভীলগণ ! যুদ্ধ স্থগিত রেখে ছুটে এস ! রাজ্য যাক্—ঐশ্বর্য্য যাক্, সিংহাসন যাক্, সব যাক্ ! সব ফেলে রেখে ছুটে এস। তোমাদের রাজ্যের চেয়ে যে বড়, তোমাদের রাজার চেয়ে যে বড়, তোমাদের প্রাণাপেক্ষা যে প্রিয়, সেই হিমু আজ শত্রু করে বন্দী ; উদ্ধার কর্ত্তে হবে। সমস্ত মোগলকে ধ্বংস ক'রে, হিমুকে রক্ষা কর্ত্তে হবে। একটী একটী ক'রে সমস্ত পাঠানকে প্রাণ দিয়ে হিমুকে রক্ষা কর্ত্তে হবে। [প্রস্থান।

(বাইরামের পুনঃ প্রবেশ)

বাইরাম। (যাইতে যাইতে) বাঁধ বাঁধ, যেমন ক'রে হোক বাঁধ। ঘোড়ায় তুলে ঘোড়া ছুটিয়ে দাও ! [পশ্চাৎ প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

পাণিপথ শিবির।

হিমু ও সিকন্দর।

হিমু। সিকন্দর! ভাই! আমাদের জয় হ'য়েছে, কিন্তু আমাদের ইব্রাহিম কই? আমাদের ভীলসর্দ্দার কই? আমাদের আহম্মদ কই? আমরা যে বুকের রক্ত পাণিপথে সব ঢেলে দিয়ে এসেছি ভাই!

সিকন্দর। বুক চিরে বুকের রক্ত দিয়েছ, একটা চক্ষু উপড়ে পাণিপথে রেখে এসেছ; আর কি দেবে রাজা?

(বেগে একজন সৈন্যের প্রবেশ)

সৈন্য। রাজা! রাজা! বাদশা বন্দী, জনকতক মোগল ভীল সেজে এসে তুমি বন্দী হ'য়েছ, তোমাকে উদ্ধার কর্ত্তে হবে, এই কথা ব'লে বাদশাকে বন্দী ক'রে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে পালিয়েছে।

হিমু। এঁ্যা! বাদশা বন্দী, হিমুর রাজা বন্দী! হিমুর একটা চক্ষু থাকতে হিমুর রাজা বন্দী! কি হ'ল—কি হ'ল, তবে কি জয় ক'র্‌লুম—বুক চিরে তবে কি রক্ত দিলুম—এ সংবাদ শোন্‌বার আগে আমি বধির হ'য়ে গেলুম না কেন? সিকন্দর! কি ক'র্‌বে—কি ক'রবে? কি ক'রে বাদশাকে উদ্ধার ক'রবে!

(একজন মোগল দূতের প্রবেশ)

মোগল। একটা উপায় আছে পাঠান।

হিমু। উপায় আছে, কে তুমি?

মোগল। আমি মোগল দূত।

হিমু। মোগল দূত! তুমি উপায় ব'লে দেবে, বল কি উপায়?

মোগল। আমরা রাজ্য চাই না, সিংহাসন চাই না, কেবল আপনাদের হিমু যদি আমাদের বাইরামখাঁর হস্তে আত্মসমর্পণ

করে, তা'হলে বাইরামখাঁ বাদশাকে মুক্তি দেবে, কোরাণ ছুঁয়ে ব'লেছে।

সিকন্দর। মোগলের বিরুদ্ধে যদি অভিযান করি।

মোগল। হয়ত কেন নিশ্চয় আমরা ধ্বংস হব, কিন্তু তার আগে বাদশাকে হত্যা ক'রে যাবো।

হিমু। আর যদি নিরস্ত থাকি।

মোগল। আমাদের ক্ষতিপূরণ হবেনা, আমরা বাদশাকে হত্যা ক'র্‌ব।

সিকন্দর। আর যদি তোমাকে বন্দী করি মোগল!

মোগল। আমায় এখনি ফিরতে হবে, যদি বিলম্ব হয়, তারা বুঝবে আমি হত বা বন্দী হ'য়েছি, তারা বাদশাকে হত্যা ক'রবে।

হিমু। না-না বিলম্ব ক'রনা, এই মুহূর্ত্তে প্রস্থান ক'রে সংবাদ দাও, নির্ব্বিঘ্নে তুমি কার্য্য সম্পন্ন ক'রে ফিরে এসেছ।

মোগল। উত্তম। [প্রস্থান।

হিমু। শিরে দংশন ক'রেছে—শিরে দংশন ক'রেছে, কি হ'ল সিকন্দর! কি যুদ্ধ করলুম—কি জয় করলুম! আজ পদদলিত শত্রু কি স্পর্দ্ধায় বিজেতার দ্বারে দাঁড়িয়ে শাসন ক'রে গেল। না সিকন্দর! আমার মন্ত্রীত্ব তোমায় গ্রহণ ক'রতে হবে—আমার সেনাপতিত্ব তুমি নাও—আমি শত্রু শিবিরে যাব—আমি ধরাদেব—রাজার জন্য প্রাণ দেব।

সিক। উন্মাদ তুমি রাজা! মোগল বাদশাকে বন্দী ক'রেছে তোমায়ও বন্দী ক'রবে।

হিমু। ঠিক বলেছ—তাহ'লে মোগলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে? না—না—তারা বাদশাকে হত্যা ক'রবে।—নিরস্ত থাকবে? আমার রাজার ছিন্ন শির ধূলায় গড়াবে—না—আমি ধরা দেব। সিকন্দর, ভাই,

তারা যদি আমাকে বন্দী করে তবে কতটুকু যাবে ভাই—শুধু আমি যাব—কিন্তু আমরা ত জয়ী হ'য়েছি—এখনও যথেষ্ট সৈন্য অবশিষ্ট আছে। দেশের জন্য প্রাণপাত ক'রতে আমি তাদের শিখিয়েছি। তুমি অনায়াসে পারবে—মুষ্টিমেয় মোগলকে তুচ্ছ করে পাঠানের বিজয় ডঙ্কা ইঙ্গিতে বাজাতে পারবে।

সিক। শত্রুর হস্তে যখন বাদশা প'ড়েছেন—শত্রু যখন তাঁকে হত্যা ক'রতে দৃঢ়সঙ্কল্প হ'য়েছে তখন তাঁর আশা ত্যাগ কর—এস আবার মোগলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হই—তাদের সমূলে ধ্বংস করি।

হিমু। ঠিক বলেছ—চল মোগল ধ্বংস ক'রে চ'লে আসি—কিন্তু তারপর কোথায় যাব—সম্রাজ্ঞীর কাছে কি ক'রে দাঁড়াব—মা বলে যাঁকে ডেকেছি—তাঁর মুখপানে কেমন করে তাকাব! বাদশাকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ফিরে এসেছি—কি ক'রে বলব! পতিহীনা নারীর মর্ম্মন্তুদ মূর্ত্তি কি ক'রে দেখব—না—পারব না—সিকন্দর এই নাও আমার মন্ত্রীত্ব—এই নাও আমার সেনাপতিত্ব। না সিকন্দর—বাধা দিওনা—তারা কোরাণ ছুঁয়ে বলেছে; মানুষইত মানুষের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে সিকন্দর! তবে তারা কেন করবে না—না তারা মুক্তি দেবে—যদি না দেয়—মরুভূমির মত পাষাণ যদি হয়—আমি কেঁদে মরুভূমি গলিয়ে দেব—বুকের রক্তে মরুভূমি ভিজিয়ে দেব। সিকন্দর! আমি সে মূর্ত্তি আর দেখতে পারব না—সিকন্দর! আমি চল্লুম—আমার শেষ চেষ্টা—বাধা দিও না। ভগবান! ভগবান! তুমিই ভরসা—তুমিই ভরসা।   [প্রস্থান।

সিকন্দর। যাও রাজা! তোমায় বাধা আমি কি করে দেব তুমি ত মানুষ নও—তুমি দেবতা—শুধু তোমাকে নয়—যে বংশে তুমি জন্মেছ—সেই বংশকে কৃতঘ্ন সিকন্দার আজ শত শত সেলাম করছে। ধন্য সে জাতি—যে জাতিতে তোমার ন্যায় মহাপুরুষের অভ্যুদয় হয়েছে।

পঞ্চম দৃশ্য।

মোগল-শিবির।

আকবর ও বাইরাম।

বাইরাম। যুদ্ধ ক'রে বাদশাকে বন্দী করা হ'য়েছে।

আক। যুদ্ধ ক'রে বাদ্‌শাকে বন্দী করা হ'য়েছে, কিন্তু যখন আমাদের পরাজয় হ'য়েছে, তখন বাদ্‌শাকে বন্দী ক'রে রেখে লাভ কি? বাদশাকে মুক্তি দাও খান্‌খানান্‌!

বাই। আবার যুদ্ধ ক'র্‌তে হবে, যাও আকবর। নিদ্রা যাওগে —আমি চিন্তা ক'রছি। (আকবরের প্রস্থান) পরাজয়ের উপর পরাজয়; তবু ছল, তবু কৌশল - কেন? কার জন্য? আকবরকে সিংহাসনে বসাতে? না, কখনও না, বাইরামের দর্পকে মুকুট পরাতে। কিন্তু সে যে আকাশ কুসুম হ'য়ে গেল। আমি যার উপর ভর ক'রে এই প্রান্তরে পালিয়ে এসে অপেক্ষা ক'র্‌ছি—সে যে একেবারে অসম্ভব। হিমু কি জানেনা, একবার শত্রুর কবলে পড়্‌লে আর উদ্ধার নেই! সে কি জানেনা যে, আমি তাকেও হত্যা ক'র্‌ব—বাদশাকেও মুক্তি দেব না? অসম্ভব অসম্ভব। কি ভুল করেছি, শূন্যের উপর ভর দিয়ে কি ক'রে দাঁড়িয়ে আছি! হয়ত সসৈন্যে হিমু আস্‌ছে, হয়ত চতুর্গুণ বিক্রমে বাদশাকে উদ্ধার ক'র্‌তে আস্‌ছে। বড় বিলম্ব ক'রে ফেলেছি, হয়ত এতক্ষণ সে এসে প'ড়্‌ল—

(একজন সৈন্যের প্রবেশ)

সৈন্য। খান্‌খানান্‌! হিমু আসছে— (সৈন্যের প্রস্থান।

বাই। এ্যা! হিমু এসে প'ড়েছে; সর্ব্বনাশ! সৈন্যগণ! সৈন্যগণ! পাঠান—পাঠান—আক্রমণ কর—

(হিমুর প্রবেশ)

হিমু। আবার কেন আক্রমণ মোগল! এইত আমি এসেছি আবার কেন হত্যা! এইত আমি ধরা দিয়েছি।

বাই। এঁ্যা! একি সম্ভব!

হিমু। কেন সম্ভব নয়, মোগল? প্রজা, রাজার জন্য প্রাণ দিতে এসেছে, কেন সম্ভব নয়! দাও মোগল, মুক্তি দাও। (জানু পাতিয়া) দরিদ্র প্রজার বিনিময়ে তার রাজাকে মুক্তি দাও।

বাই। মুক্তি! না, দু'জনকেই হত্যা করবার ইচ্ছা ছিল, অসম্ভব ব'লে সব আশা ত্যাগ ক'রেছিলুম; কিন্তু একি সম্ভব!

হিমু। আবার বলি, কেন সম্ভব নয়? রাজার জন্য প্রজা চিরদিনইত প্রাণ দেয়। দাও মোগল! বাদশাকে মুক্তি দাও— বিনিময়ে, আমার প্রাণ নাও, কেবল আমার রাজাকে ছেড়ে দাও।

বাই। এ কি সম্ভব! আজ মরুভূমি সিক্ত হ'য়ে উঠেছে। দাঁড়াও হিমু! আমি মুক্তি দেব, তোমার সম্মুখেই আজ বাদশাকে ছেড়ে দেব।

হিমু। না না, আমার সম্মুখে নয়। আমার রাজা, সত্যি একটা রাজার মত রাজা; নিজের গলার শেকল প্রজার গলায় তুলে দিয়ে মুক্তি নেবে না।

বাই। উত্তম—নিয়ে যাও :— [হিমুকে লইয়া প্রস্থান। কেন হায়—পাঠান সম্রাট—

(আদিলশাকে লইয়া এক সৈনিকের প্রবেশ)

পাঠান সম্রাট! আপনি মুক্ত, রাজ্যে ফিরে যান।

আদিল। আমি মুক্ত! একি মহত্ব!

বাই। কিছু না। যান, বিলম্ব কর'বেন না, মরুভূমি এখনও সিক্ত র'য়েছে, আপনার উত্তাপে আবার এখনি তপ্ত হ'য়ে উঠ্‌বে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পানিপথ – যুদ্ধক্ষেত্র।

(কতকগুলি ভীল সৈন্যের প্রবেশ)

ভীল। মোদের সর্দ্দার মরেছে, মোদের রাজা, বাদ্‌শাকে বাঁচাতে ধরা দিয়েছে। আর তবে কার তরে লাগ্‌বরে! চল, চল, আর আমরা ল'ড়বেনা—

সকলে। চল—চল— [সকলের প্রস্থান।

(বাইরামের প্রবেশ)

বাই। সৈন্যগণ! আজ তোমাদের অস্ত্র কামান নয়, তলোয়ার নয়; আজ তোমাদের অস্ত্র "হিমু বন্দী হ'য়েছে—হিমু বন্দী হ'য়েছে" ব'লে চীৎকার কর। ভীলের বুকে তীরের মত, পাঠানের বুকে কামানের মত, তোমাদের চীৎকার বেজে উঠুক। তারপর কামান দাগ, যাও— [প্রস্থান।

(সিকন্দরের প্রবেশ)

সিক। হ'লনা, সব ব্যর্থ হ'তে চ'লেছে। আজ একটী প্রাণের অভাবে, সব প্রাণগুলো বুঝি যায়! আজ একজনের অভবে পাঠানের ভাগ্যচক্র বুঝি ঘুরে যায়!

(আদিলশার প্রবেশ)

আদিল। এই যে, সিকন্দর! ভাই! আমি ফিরে এসেছি, উদার মহান মোগল আমায় মুক্তি দিয়েছে।

সিক। ফিরে এসেছো বাদশা! দেবতা! এও তুমি সম্ভব ক'রেছ! (ক্ষণপরে) বাদশা! মোগল তোমায় মুক্তি দিয়েছে, কিন্তু যদি জান্‌তে আজ কত মূল্য দিয়ে এ মুক্তি তুমি ক্রয় ক'রেছ।

আদিল। মূল্য দিয়ে মুক্তি ক্রয় ক'রেছি? সিকন্দর? বল, বল, কে আমায় মুক্তি দিয়েছে?

সিক। একটা মানুষ। একটা দোকানদার,—না না, দেবতা। বাদশা! আজ কতখানি দিয়ে তুমি, কতটুকু পেয়েছ! বাদশা! মোগল তোমার মুক্তির বিনিময়ে হিমুর দেহ চেয়েছিল; হিমু তোমার জন্য মোগলের হাতে ধরা দিয়েছে, তোমায় উদ্ধার ক'রতে, নিজের প্রাণ উৎসর্গ ক'রেছে। যে প্রাণ পেয়ে তুমি আজ আনন্দ ক'র্‌ছ, তেমনি একটা প্রাণ আনন্দে মৃত্যুর মুখে তুলে দিয়েছে; বেহেস্তেও যা সম্ভব নয়, তাই সম্ভব ক'রেছে।

আদিল। এঁ্যা! আমার জন্য হিমু ধরা দিয়েছে! এমনি আত্ম-বলিদান দিয়েছে! ওঃহো—হো! কি ক'রেছি কি ক'রেছি,—দেবত্ব দিয়ে পশুত্ব কিনেছি! সিকন্দর! সিকন্দর! আমার রাজ্যের রক্ষক, আমার প্রাণের প্রতিষ্ঠাতা, আমার মাথার মুকুট, আমার দেবতা, আজ আমাদের জন্য শত্রুর হাতে ধরা দিয়েছে। সিকন্দর! চমৎকার ঋণ শোধ ক'রেছি! চমৎকার ঋণ শোধ ক'রেছি! না, সিকন্দর না—কিসের রাজ্য, কিসের ঐশ্বর্য্য, কিসের সিংহাসন, কিসের রাজ মুকুট?—তারাত রাজ্য চায়? হাস্‌তে হাস্‌তে মোগলের হাতে রাজ্য তুলে দেব, স্বহস্তে তাদের মাথায় মুকুট পরিয়ে দেব। তারা দেবে না সিকন্দর? আমার হিমুকে তারা ফিরিয়ে দেবে না? প্রয়োজন হয়,—স্ত্রীপুত্রকন্যাও

আমি তাদের কাছে বিনা মূল্যে বিক্রয় ক'র্‌ব। নিজের মস্তক নিজের হাতে কেটে তা'দের পায়ের তলায় রেখে দেব। খোদা! খোদা! তুমিই উদ্ধার কর্ত্তা,—তুমিই উদ্ধার কর্ত্তা। [প্রস্থান।

সিক। যাও বাদশা! যদি পার, কীর্ত্তি থাক্‌বে,—পৃথিবী জয় করা হবে,—খোদার রাজ্যে তোমার সিংহাসন ব'সবে। আর সিকন্দর! তুমি! না, তোমার যাওয়া হবেনা, মহাপাপী তুমি, তোমাকে হিমুর কার্য্য শেষ ক'র্‌তে হবে,—না পার—ম'র্‌তে হবে—তোমার বাঁচা হবে না। [প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

গোয়ালিয়র দুর্গাভ্যন্তর।

দুর্গপ্রাকারে রমণীগণ বসিয়া গোলা চালাইতেছিল।

আদিলশার স্ত্রী চাঁদ ও মেহেরা নিম্ন হইতে
পরিচালনা করিতেছেন।

মেহেরা। অন্ধকারের সঙ্গে অঙ্গ মিশিয়ে, নিস্তব্ধতা ভেদ্ ক'রে এখনি শত্রু আবার আক্রমণ ক'র্‌বে। সাবধানে ব'সে থাক সব। যতদূর দৃষ্টি যায়—প্রত্যেক ধূলিকণাটীর উপর দৃষ্টি রাখ, বাতাস যে দিকে একটু জোরে ন'ড়ে উঠ্‌বে, সমস্ত কামানের মুখ সেই দিকে জেলে দাও।

চাঁদ। এমন ক'রে ক'দিন যাবে? শত্রু দুর্গ অবরোধ ক'রে যদি কিছুদিন এম্‌নি ভাবে অবস্থান করে?

মেহে। যতদিন শত্রু ক্লান্ত হ'য়ে ফিরে না যায়, ততদিন ঠিক্ এমনি ভাবে আহার নিদ্রা ত্যাগ্ ক'রে বসে থাক্‌তে হবে। চক্ষে তন্দ্রা

যদি আসে, দেহ যদি অবশ হ'য়ে পড়ে, সূচিবিদ্ধ ক'রে তন্দ্রা ছোটাতে হবে, অবসন্নতা ভেঙ্গে দিতে হবে, পারবেনা সম্রাজ্ঞি! না পারতেই হবে।

চাঁদ ও সকলে। পারবো—পারবো।

নেপথ্যে। তোদের রাজা তোদের হিমু, তোদের দেবতা;—এখনও আশা আছে—দোর খোল,—হিমুকে বাঁচাও

চাঁদ। মেহেরা—মেহেরা! এ কি! শুন্‌ছ?

মেহে। স্থির হও সম্রাজ্ঞি!

নেপথ্যে। বড় কষ্ট ক'রে মোদের রাজাকে এনেছি,—জল্‌দি দ্বার খোল—জল্‌দি তোদের হিমুকে বাঁচা।

চাঁদ। দুর্গদ্বার উন্মুক্ত কর প্রহরি! আমার হিমু এসেছে,—আমার হিমু এসেছে।

মেহে। স্থির হও সম্রাজ্ঞি! স্বর অনুকরণ ক'রে কোন শত্রু, শত্রুতা সাধ্‌তে আসেনিত? একটু স্থির হও!

নেপথ্যে। তবে আর হ'লনা—আর বাঁচাতে পারলুম না। দূর নেমক হারাম—বাকাল—বাকাল—দেবতা মোদের—তোকে কি ক'রে বাঁচাবোরে?

চাঁদ। ওই শোন, ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদ্‌ছে—না না, তা'কি হ'তে পারে? চুপ্‌ ক'রে থাক্‌তে ব'লনা মেহেরা! দাও দুর্গের দ্বার খুলে দাও।

মেহে। তবু আমি বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্‌ছিনা। মনে হচ্ছে, না, চঞ্চল হ'য়োনা—

চাঁদ। না না, আমার হুকুম। কোন্ হায়, দুর্গদ্বার মুক্ত কর—দুর্গদ্বার মুক্ত কর—

মেহে। আর যদি প্রবঞ্চনা হয়?

চাঁদ। তা' হ'লে হয়ত শত্রু দুর্গ দখল ক'র্‌বে,—পাঠানের অস্তিত্ব লোপ হবে। কিন্তু যদি সত্য হয়,—তা হ'লে হিমু বাঁচবে। পাঠান আবার সব ফিরে পাবে। আর যদি একটু আশ্রয় অভাবে, একটু শুশ্রূষার ত্রুটীতে হিমুর প্রাণ নষ্ট হয়, তা হ'লে কি হবে মেহেরা!

মেহে। রাজ্যের চেয়ে একজন হিন্দুর অর্দ্ধমৃত প্রাণ বড় হ'ল সম্রাজ্ঞি?

চাঁদ। রাজ্যের চেয়ে বড়,—সন্তানের চেয়ে বড়,—দেবতার চেয়ে বড়—

মেহে। চমৎকার—সম্রাজ্ঞীর মত সম্রাজ্ঞী! দাও দুর্গদ্বার খুলে দাও। রাজা প্রজাকে কত ভালবাসে, তা' জগৎকে দেখাও।

(দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হইল ও একটী আবৃত দেহ স্কন্ধে করিয়া
ভীল বেশী দু'টী মোগলের প্রবেশ)

চাঁদ। হিমু—হিমু!

(আবৃত দেহ মাটীতে স্থাপন মাত্রেই—
আবরণ ফেলিয়া দিয়া আমিনার উত্থান)

আমিনা। হাঃ হাঃ হাঃ—হিমু মরেছে—ম'রে প্রেতিনী হ'য়েছে। হাঃ হাঃ হাঃ। কই মেহেরা! কই তোমার প্রাণপতি সিকন্দর কই?

(বেগে সিকন্দরের প্রবেশ)

সিক। এই যে, সিকন্দর এসেছে, পিশাচি! শয়তানি! (কেশ ধারণ) এমনি ক'রে পাঠানের সর্ব্বনাশ ক'র্‌লি!

আমিনা। গেলুম—গেলুম—ছাড়—ছাড়।

সিক। এই যে, ছাড়্‌ছি; বাঁদি—বাঁদি! বেগম হবি? বেগম হবি?— (উপর্য্যুপরি ছুরিকাঘাত)

(নেপথ্যে রাম "মোগল! আক্রমণ কর।")

আমিনা। উঃ গেলুম—মলুম—রাম—ওই আদিলশার বেগম ধর ধর (মৃত্যু)

(রামের প্রবেশ)

সিক। (দ্রুত যাইয়া রামকে ধৃত করণ) আর এই রাম—আমার চেয়ে বিশ্বাস ঘাতক, আমার চেয়েও কুলাঙ্গার। শুধু প্রজা হ'য়ে রাজার সর্ব্বনাশ করেনি—ভাই হ'য়ে ভাইয়ের সর্ব্বনাশ ক'রেছে। (উপর্য্যুপরি আঘাত) হিন্দুজাতির উপর কলঙ্ক ঢেলে দিয়েছে।

রাম। গেলুম—গেলুম—মোগল—মোগল (মৃত্যু)

সিক। না, আর হ'লনা—দুর্গদ্বার খুলে দিয়ে সর্ব্বনাশ ক'রলে! দুর্গবাসিনীগণ! কি ক'রব, রাক্ষসদের হস্ত হ'তে কি ক'রে আজ তোমাদের মান মর্য্যাদা বাঁচাব ?

(পিস্তল হস্তে দয়ালের প্রবেশ)

দয়াল। কেনরে সিকন্দর! মর্‌তে পার্‌বিনি ? মর্‌তে পারবিনি ?

মেহে। ঠিক্ ব'লেছ ঠাকুরদা! ভয় কি স্বামি! এই নাও আমাদের বাঁচাও। (বক্ষ পাতিয়া দাঁড়াইল)

সিক। উপায় নেই—উপায় নেই—(নেপথ্যে—"আল্লাহো আকবর") ওই তাদের জয়ধ্বনি—এখনি তারা তোমাদের মান মর্য্যাদা নষ্ট ক'র্‌বে। না না, তা হবে না ; দাঁড়াও মেহেরা! বুক পেতে দিয়ে দাঁড়াও। দাঁড়াও সম্রাজ্ঞি! তুমিও বুক পেতে দিয়ে দাঁড়াও। হিন্দুর আশ্রয়ে বড় হ'য়েছ, হিন্দুর শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়েছ, হিন্দুর দীক্ষায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রেছ ; আজ হিন্দুর মত হাসি মুখে মর্‌তে বুক্ পেতে দিয়ে দাঁড়াও। হিন্দুর জহর ব্রতকে আজ বুকের রক্তে উজ্জ্বল ক'রে তোল।

চাঁদ ও মেহেরা। এই দাঁড়িয়েছি—হাসিমুখে বুক্ পেতে দিয়েছি।

সিক। এই আমিও আমার কার্য্য সম্পন্ন ক'রেছি।

(উভয়কে হত্যাকরণ)

বাদশা! বাদশা! যেখানে আছ, সেইখান হ'তে শোন, তোমার মান মর্য্যাদা আমি রক্ষা ক'রেছি—তোমার গৌরব আমি বুকে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি; জীবনে কখনও মিত্রতা করিনি; আজ একটী মুহুর্ত্তের জন্য, তোমার মিত্রতা ক'রেছি। এস ঠাকুরদাদা! এইবার আমরা মরি এস। [সিকন্দরের প্রস্থান।

দয়াল। চল। সিকন্দর! শুধু মলে চ'ল্‌বে না। মর্‌বার আগে যে, আমরা বেঁচে ছিলুম, তা মোগলকে দেখিয়ে দিতে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বাইরাম ও মোগলসৈন্যের প্রবেশ ও দুর্গ অধিকার)

(পট পরিবর্ত্তন)

পথ।

(জনৈক উদাসীনের প্রবেশ ও গীত)

ভেঙ্গে দে ভেঙ্গে দে ভেঙ্গেদেরে সব, চূর্ণ ক'রে দে পুরাণ ঘর।
কালের আজ্ঞা মাথা পেতে নেরে, নাহিক তাহার আপন পর ॥
হউক যতনে রচিত রতনে, হউক পুরিত ধন ও ধান্যে,
নিবেবিত হ'ক কবির নিক্কণে অথবা শান্তি সুশাসনে,
তথাপি ভেঙ্গে দে চূর্ণ ক'রে দে—প্রয়োজন কিছু গুরুতর ॥
হ'ক না কেন সে অতীব ভীষণ; ব্যাধি অনশন করুক পীড়ন,
ভস্মের ঘূর্ণী ঢাকিয়া গগন, রুদ্ধ ক'রে দিক্ সৃষ্টির নয়ন,
তথাপি ভেঙ্গে দে রক্তে ডুবায়ে দে, পুরাণ রবেনা ধরণীপর ॥

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

গোয়ালিয়র কক্ষ।

আকবর ও বাইরাম।

আকবর। খানখানান! ভারি জেতা গেছে কিন্তু!

বাইরাম। আকবর! এইবার হিমু; তাকে এখনি হত্যা ক'র্‌বো না। আমি তার জন্য বড় সুন্দর এক বাসস্থান নির্ম্মাণ করেছি; সে ঘরের অন্ধকার দেখে তুমি আতঙ্কে কেঁপে উঠবে!

আকবর। চমৎকার করেছেন খানখানান! তার মত নরাধমের জন্য, আমি হলে, ভেবে একটা নূতন বাসস্থান তয়ের করতুম।

বাইরাম। নরাধম নয়? কেবল তার জন্যইত মোগলের এই দুর্গতি, কেবল সেই কাফেরটার জন্যই ত মোগল বিপর্য্যস্ত।

আকবর। সেই কাফেরটা না থাক্‌লে ত তুমি একদিনে মোগলের সিংহাসন উদ্ধার করতে; পাজী সেই হিমু—কেন, তারই বা এত মাথা ব্যথা কেন?

বাইরাম। আমি শাস্তি দেব; আকবর! দেখবে? তার জন্য কেমন স্থান ঠিক করেছি! ওই দেখ—

(পট পরিবর্ত্তন)

(এক ভীষণ অন্ধকূপ—আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ গৃহ বিদ্যমান।)

আকবর। একি হয়েছে খানখানান! সে যেমন লোক, ঠিক তেমনটী ত হয়নি! এর চেয়েও বেশ রীতিমত একটা গম্ভীর রকমের করা উচিত ছিল। তুমি পারনি খানখানান! কিন্তু আমি তা করে রেখেছি। যা দেখ্‌লে পৃথিবীর লোক ত ছার—তুমি পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে যাবে।

বাইরাম। তাই নাকি! দেখি দেখি, হাজার হোক তোমার নূতন বুদ্ধি ত!

আকবর। খানখানান! ওই দেখ, যোগ্য ব্যক্তির যোগ্য আসন, ওই দেখ—

(পুনঃ পট পরিবর্ত্তন)

(এক রমণীয় কক্ষ, তদুপরি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় হিমু শায়িত)

বাইরাম। একি করেছ আকবর।

আকবর। অতিথি সৎকার খানখানান। বীরত্বের পূজা খানখানান! যে পাপ তুমি করেছ তার একটু প্রতীকার!

বাইরাম। কি বলছ আকবর।

আকবর। কি বলছি! লজ্জা করেনা খানখানান! লজ্জা করে না! যে, এই একটী মাত্র কাফেরের শক্তির দ্বারে মোগলের বিশালবাহিনী বার বার পরাজিত হয়েছে—আর সেই মোগলের নেতা ছিল, তোমার মত একজন বীর, তোমার মত একজন কূটকৌশলি, তোমার মত একজন কপট অত্যাচারী। ভক্তিতে তোমার মাথা, এই কাফেরের পায়ের তলায় নুয়ে পড়তে চাইছে না খানখানান—যে, এই দেবতার দেবত্বের উপর নির্ভর ক'রে তুমি আজ এতদূর অগ্রসর হয়েছ; কিন্তু তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হ'বে না। তোমার দর্পকে তুমি এমন করে মুকুট দিয়ে সাজাতে পারবে না।

বাইরাম। উত্তম—অপেক্ষা কর— [প্রস্থান।

(আকবর শয্যার পার্শ্বে যাইয়া হিমুর সেবায় নিযুক্ত হইলেন)

হিমু। কে এ বালক! প্রাতঃসূর্য্যের মত উজ্জ্বল,—পূর্ণচন্দ্রের মত স্নিগ্ধ! নির্ব্বাক বিস্ময়ে শত্রুর মুখপানে আপন ভুলে তাকিয়ে আছে! যেন একটী অতীত দিনের সম্বর্দ্ধনা করতে গিয়ে, নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে! বাদশা! তুমি আমার সেবা ক'রছ!

শত্রু তুমি, এমন করে যত্ন ক'র্ছ! কিন্তু আমি কি দিয়ে ঋণ শোধ করবো বাদশা! আজ ত আমার আর কিছু নেই—

আকবর। আপনি সুস্থ হয়েছেন রাজা! মোগলও আজ তাঁর হৃত সর্ব্বস্ব ফিরে পেয়েছে। মোগল সম্রাট আকবরশা আজ তার অর্দ্ধেক রাজত্ব নিয়ে আপনার বন্ধুত্বর জন্য পদতলে দাঁড়িয়ে আছে।

হিমু। অর্দ্ধেক রাজত্ব দেবে! এত উচ্চে তুমি বাদশা! না না, আমি যে, পাঠানের জন্য প্রাণ দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছি,—আমি যে রাজার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছি। না, আমায় মৃত্যু দিয়ে আমার জীবনের পণ রক্ষা কর। আমায় প্রলোভন দেখিয়োনা বাদশা! বাদশা! একটা প্রাণের কথা তোমায় বলব। আমার শেষ অনুরোধ বাদশা! হিন্দুকে যত্ন ক'রো, হিন্দুকে আপনার ক'রো—হিন্দুকে বিশ্বাস ক'রো; হিন্দুর মত রাজার সেবা ক'র্তে আর কেউ পারবে না—বাদশা! হিন্দুকে দেখ'—বাস্ আমি নিশ্চিন্ত। (শয়ন) বাদশা! একটু নিদ্রা যাই,—তারপর আমায় বধ কর।

(নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে বাইরামের পুনঃ প্রবেশ)

বাইরাম। আকবর! শোন! (আকবর ছুটিয়া বাইরামের কাছে আসিল) এই তরবারি নাও। এই শুভ মুহূর্ত্তে এই কাফেরের মস্তক স্কন্ধচ্যুত ক'রে গাজী হও।

আকবর। খানখানান! আমি সন্ধি ক'র্ব।

বাইরাম। আকবর! তরবারি নাও—গাজী হও!

আকবর। উত্তম! এই আমি তরবারি দিয়ে বীরের ললাট স্পর্শ ক'রে, হিন্দুর পদতলে আত্ম সমর্পণ ক'র্লুম। এই আমি গাজী হলুম।

(তরবারি দ্বারা হিমুর ললাট স্পর্শ করিয়া তাহার পদতলে রাখিল)

বাইরাম। শুন্‌লে না? খোদার আজ্ঞা তুচ্ছ ক'র্লে—নির্ব্বোধ বালক! বাইরাম কিন্তু পার্‌বে না।

(তরবারি লইয়া দ্রুত হিমুর স্কন্ধে আঘাত করিল ও
ছিন্নমুণ্ড মাটীতে পড়িয়া গেল)

আকবর। খানখানান! খানখানান!! (ক্রোধস্বরে) কি ক'র্‌লে! অসহায় বালক পেয়ে তুমি যথেচ্ছাচার ক'রলে! জীবন্ত একটা প্রতিভা নষ্ট ক'রে দিলে! আমায় ক্ষুদ্র ভেবে তুমি অত্যাচার ক'র্‌লে! কি ক'র্‌ব কি ক'র্‌ব? কি করে এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌ব? গেলে বীর, গেলে হিন্দু! গেলে রাজভক্ত! মোগলের অত্যাচারে ভস্ম হ'য়ে গেলে! যাও বীর! আত্মা তোমার দেবতার মত জাগ্রত থেকে জগৎকে রাজভক্তি শেখাবে—তোমার নাম স্মরণ ক'রে প্রজা রাজার জন্য প্রাণ দেবে—চির বিজয়ী বীর! কার্য্য অসম্পূর্ণ রেখে গেলে, তারা তোমার কার্য্য সম্পন্ন ক'র্‌বে।

(আদিলশার প্রবেশ)

আদিল। কই—কোথায় হিমু? কে তাকে বন্দী করে রেখেছে।

বাইরাম। সাবধান উন্মাদ! আর এক পদ অগ্রসর হয়োনা!

(তরবারি দ্বারা বাধা প্রদান)

আদিল। ওই যে—ওই যে হিমু! অস্তগামী সূর্য্যের মত রক্তের ঢেউয়ে ডুবে যাচ্ছে। (ছুটিয়া আসিয়া) হিমু—হিমু—বন্ধু—দেবতা! পাঠান সাম্রাজ্য যাক্, তুমি এস! ওহো-হো—আকবরশা! বাদশা! একটু দয়া হ'লনা! তুমি হিমুর বিনিময়ে, আমার ছিন্ন শির চাইলে না কেন! আমার সিংহাসন, আমার রাজ্য, আমার স্ত্রী পুত্র চাইলে না কেন! আমি হাস্‌তে হাস্‌তে সেগুলো তোমার হাতে তুলে দিয়ে, হিমুর হাত ধ'রে অরণ্যে গিয়ে বাস করতুম। অনশনে আনন্দে জীবন ধারণ করতুম,—দুনিয়ার প্রতি ঘরে ঘরে তোমার কল্যাণ গান ক'রে বেড়াতুম। (আছড়াইয়া পড়িলেন)

বাইরাম। কোন হ্যায় (প্রহরীর প্রবেশ) বন্দী কর।

আকবর। সাবধান বাইরাম খাঁ! আমি মুক্তি দেব।

বাইরাম। কিছুতেই নয় আকবর।

আকবর। (বংশীতে ফুৎকার দিলেন ও জনকতক প্রহরীর প্রবেশ) আর নয় বাইরামখাঁ—একপদ অগ্রসর হলে তোমাকে বন্দী করে সেই তোমারই নির্ম্মিত অন্ধকূপে নিক্ষেপ করব, সাবধান। (বাইরাম অপমানিত হইয়া নিস্তব্ধ হইল) কিন্তু কি হল! কি করলে! কি করে এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করব! হত্যায় ত হত্যার প্রায়শ্চিত্ত হবে না। তোমাকে হত্যা করলে ত এই হিন্দু বাঁচবে না। কোথায় যাব! কোথায় কি পাব! "হিন্দুবীর"! কেমন করে তোমার ক্ষমার্হ হব। দেবতা! স্বর্গে চলে গেছ, স্বর্গথেকে শোন! হিন্দুকে আমি আগে কোল দেব—তোমারই স্মৃতি রক্ষার্থে হিন্দুকে রাজ্যের শীর্ষে স্থান দেব—ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় হিন্দুর নাম আমি স্বুবর্ণ অক্ষরে লিখে রেখে দেব।